সম্পাদকীয়

সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে আর জাতিসমূহ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে

পৃথিবীতে এমন মহা পুরুষগণ এসেছেন, যাদের আগমণ বার্তা আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের জন্মের পূর্বেই জগদ্বাসীকে জানিয়েছেন। এমন-ই এক মহান সত্তা ছিলেন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৮৮৬ সালের ২২ জানুয়ারি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়ে হুশিয়ারপুরে যান। ইসলামের চরম দুর্দিন দেখে অত্যন্ত ব্যাথাতুর হৃদয়ে ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যতার সমর্থনে বিশেষ নিদর্শন কামনা করে তিনি সেখানে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নির্জনে নিভৃতে আল্লাহ্ তাআলার কাছে বিশেষ দোয়া করেন। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারি একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। এতে বহু ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে এক প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্মলাভের সুসংবাদও ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, "…….তুমি সুস-ংবাদ গ্রহণ কর, তিনি আল্লাহর নূর ….. সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করবে….. জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে…… সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়বে এবং বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে। আর পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিসমূহ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে" (ইশতেহার, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬)।

খোদা তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী এ প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্ম হলে তার নাম রাখা হলো মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ। মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১৯১৪ সালে তিনি আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হোন। দীর্ঘ ৫২ বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে এক দূর্বল, অসহায়, অর্থ-সম্পদহীন জামা'তকে মজবুত এক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে গেছেন। জামা'তকে উপমহাদেশের গন্ডি থেকে বের করে বহির্বিশ্বের কোণায় কোণায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রায় অর্ধশত দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তিনি হাজারো বক্তৃতা, দুইশতাধিক পুস্তক, কুরআনের অতুলনীয় তফসীর-এর মাধ্যমে রেখে গেছেন জ্ঞানের এক বিশাল সমুদ্র। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাও ছিল অতুলনীয়। জগৎ দেখেছে আর ভবিষ্যতেও দেখবে কিভাবে তিনি মুসলেহ্ মাওউদ হয়েছেন, আর কিভাবে সেই সব প্রতিশ্রুতি তাঁর মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি একাধারে কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য 'অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর' কমিটি গঠন করেছেন, দাবি তুলেছেন ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে। ফিলিস্তিন ও মুসলিম বিশ্বকে সতর্ক করেছেন ইহুদী খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-ই যে সেই প্রতিশ্রুত পুত্র তা তিনি নিজেই ১৯৪০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে জ্ঞাত হয়ে ঘোষণা দেন। তাই আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে আহমদীয়া জামা'ত প্রতি বছর এই দিনটিতে তাঁর কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করে থাকে।

২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৯

সূচী পত্র — *পৃষ্ঠা নং*

- **কুরআন শরীফ** ২
- **হাদীস শরীফ** ৩
- **অমৃত বাণী** ৪
- ***জুমুআর খুতবা ঃ*** ৫-১১
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- **আল্লাহ্ তাআলার নাম সমূহের গুণাবলী ও দোয়ার ফজিলত**
  মিসেস কামরুন্নাহার ১২-১৫
- **অনুকরণীয় গুণাবলীর অধিকারী**
  মাসুদা সামাদ সাহেবার স্মৃতিচারণ ১৬
  মাওলানা মাহমুদ আহমদ, ন্যাশনাল আমীর, অষ্ট্রেলিয়া
- **ইতিহাসের এক নব দিগন্তের উন্মোচন–**
  বাংলাদেশের ৮৫তম সালানা জলসা ১৭-৩১
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস** ৩২-৩৩
- **সংবাদ** ৩৪-৩৭
- **কৃষি পাতা** ৩৮-৪০

প্রচ্ছদ : তারেক আহমদ (সবুজ)

আ মরি বাংলা ভাষা

ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলেছিল সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো কত নাম না জানা বাংলার বীর সন্তানেরা। তাদের প্রাণের টগবগে রক্ত ঝরিয়েই আমরা পরবর্তীতে পেয়েছি আমাদের প্রিয় ভাষা –মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। পাকিস্তানের অন্ধ, স্বৈর-শাসকগোষ্ঠীর বাংলা বিদ্বেষ থেকে বাঙ্গালীরা প্রতিবাদী, বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। মাতৃভাষার জন্য মর্যাদা ও মহিমা সমুন্বত ও অম্লান করে রাখতে এই আত্মদান সারা পৃথিবীতে প্রথম।

আজ সারা পৃথিবীতে তাদের এ ত্যাগ স্বীকৃত হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর মর্যাদা পেয়েছি। এজন্য আমাদের হৃদয় গর্বে ভরে যায়। আমরা তাই সেইসব বীর সন্তানদের পরম ভালবাসায় স্মরণ করি যারা আমাদের মাতৃ ভাষার জন্য নিজ প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন।

আমরা শোকাহত

গত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ বি.ডি.আর সদর দপ্তরে একদল বিপথগামী জোয়ানদের দ্বারা সংঘটিত নারকীয় হত্যাযজ্ঞে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। নিরস্ত্র যে সব সেনা কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্য এবং নিরীহ পথচারীরা প্রাণ হারিয়েছেন, আমরা তাদের সবার আপনজনদের গভীরভাবে সমবেদনা জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই অপূরণীয় শোকভার বইবার শক্তি দিন।

কুরআন শরীফ
সূরা হুদ-১১

৩৬। তারা কি বলে, ‘সে এটা বানিয়ে নিয়েছে?’ তুমি বল, ‘আমি যদি এটা বানিয়ে থাকতাম তাহলে আমার ওপরই আমার অপরাধের শাস্তি বর্তাতো। আর তোমরা যে অপরাধ করছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত’।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। আর নূহের প্রতি ওহী করা হয়েছিল, ‘যারা ইতোমধ্যে ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার জাতির কেউই আর ঈমান আনবে না। অতএব তারা যা করছে সেজন্য তুমি দুঃখ করো না[১৩১৩]।

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। আর তুমি আমাদের চোখের সামনে[১৩১৪] এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর। আর যারা অন্যায় করেছে তাদের পক্ষে আমাকে তুমি কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা ডুবতে চলেছে।’

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٨﴾

১৩১৩। তফ্‌সীরাধীন এই আয়াতটি মনে হয় সূরা নূহ’র ২৭-২৮ আয়াত-এর পূর্বে নাযিল হয়েছিল। কেননা এই আয়াতমূলে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সিদ্ধান্তের কথা বলে দু:খ না করার জন্য জানিয়েছিলেন যে, তাঁর জাতির আর কোন লোক ঈমান আনবে না। অতএব, তাঁর এই দোয়া (৭১ঃ২৭,২৮) বদ্‌দোয়া নয়, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ করছে। এই দোয়ার দ্বারা যা বুঝিয়েছিল তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জাতির ধ্বংসের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারেন।

১৩১৪। ‘আইন’ বহুবচনে ‘আইউন-এর বহু অর্থের মধ্যে একটি অর্থ চক্ষু, দৃষ্টি বা চক্ষুর সম্মুখে; পরিবারের সদস্যগণ এবং আশ্রয় বা হেফাযত (লেইন)।

হাদীস শরীফ
ইসলাম মানবতার ধর্ম

কুরআন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ
لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا
تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ
رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ⑪

অর্থ ঃ আর যারা তাদের পরে আসলো তারা বললো হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক (তুমি আমাদেরকে ও আমাদের সে-সব ভাইকে ক্ষমা কর যারা ঈমানে আমাদের আগে বেড়ে গেছে এবং আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল, বারবার কৃপাকারী (সূরাতুল হাশর ঃ ১১)।

হাদীস ঃ

হযরত আবূ দারদা (রা.) হ'তে বর্ণিত হযরত রসূল করীম (সা.) বলতেন, কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতে কোন মুসলমান ব্যক্তির দোয়া তার জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত থাকে যখন ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দোয়া করে তখনই ঐ নিযুক্ত ফিরিশ্‌তা বলেন, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

ইসলাম মানবতার ধর্ম ভ্রতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার ধর্ম। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো এক মু'মিন নিজের পাপের ক্ষমার প্রার্থনার সাথে অন্যান্য মু'মিনদের কল্যাণের জন্যও যেন দোয়া করে। প্রথমতঃ দোয়া হৃদয়ের গহীন হ'তে সৃষ্ট ব্যাকুলতার নাম। অপরজনের দু:খকষ্ট ও মুক্তির ভাবনা ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না তাকে নিজেরই এক অংশ বলে মনে করি। আর এরূপ ভাবা তখনই সম্ভব যখন হৃদয়ে মানবপ্রেম থাকে। ইসলাম শুধু কোন ব্যক্তির মুক্তির কথা বলে না বরং তার আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য মানুষের মুক্তির কথাও বলে। তাই কুরআন বলে, শুধু নিজের জন্যই ইস্তিগফার ও ক্ষমা চাওয়া নয় বরং অন্যান্যদের জন্যও ইস্তিগফার কর।

হাদীসটিতে অনুপস্থিত ভাইদের জন্য দোয়া করার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আঁ হুযূর (সা.) বলেছেন, অপরের জন্য দোয়া করলে, তা তোমার পক্ষেও কবুল হবে। অর্থাৎ ইসলাম স্বার্থপর হওয়াকে অপসন্দনীয় বলে চিহ্নিত করছে। প্রকৃতপক্ষে অপরের খোদামুখী হওয়া হেদায়াত পাওয়া বাসনা ও কল্যাণমন্ডিত হবার কামনা খোদার আশীষকে আকর্ষণ করে। আমাদের নবী (সা.)-এর জীবনে এ বিষয়টিকে আমরা অতি মাত্রায় লক্ষ্য করে থাকি। এমনকি আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন, "তুমি কি তাদের জন্য নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

আজ বিশ্বের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সকলের উচিত আমরা যেন সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করি। আর এরূপ করা যেখানে সারা বিশ্বের জন্য মঙ্গলের কারণ হবে সেখানে আমরাও কল্যাণমন্ডিত হব। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এর তওফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ
আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ.
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

এটি সেই সত্য যা আল্লাহ্ তাঁর মহান অনুগ্রহ ও চিরবদন্যতার নিদর্শনস্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। ঈসা (আ.)-কে মৃত্যু দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহ্ জানেন তিনি মৃত। তোমাদের ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান আসকারি যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছো তিনিও মৃত এবং ইমাম কায়েমও মৃত। আমার প্রতি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে ইলহাম করা হয়েছে, আমিই প্রতিশ্রুত 'মসীহ্' এবং সৌভাগ্যবান 'আহমদ'। তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছো? আল্লাহ্র রীতি বিধান সম্পর্কে ভাবছো না? তোমরা স্বীকার করছো? তোমাদের কি ভয় বলতে কিছু নেই? সত্য প্রকাশ পেয়ে গেছে, এরপরও তোমরা অবজ্ঞা করছো!

সময় এসে গেছে অথচ তোমরা দূরে বসে আছো। আজ পর্যন্ত বলবৎ আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন, চলমান ও স্থায়ী রীতি যাকে কোন অজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না, তা হলো, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীতে অনেক সময় অনেক বস্তু বা ব্যক্তির উল্লেখ করেন, কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন বস্তু বা ভিন্ন কোন ব্যক্তি হয়ে থাকে। প্রায়শই আমরা স্বপ্নে কোন স্থান থেকে কোন ব্যক্তিকে আসতে দেখি কিন্তু যাকে আমরা দেখি সে আসে না বরং বাস্তবে এমন কেই আসে যে কোন কোন বৈশিষ্ট্য বা কোন দোষ ও গুণে তার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। আমি তোমাকে একটি অদ্ভুত ঘটনা এবং একটি আশ্চর্যজনক বিষয় শুনাচ্ছি। বশীর নামে আমার বড় আদরের এক ছেলে ছিল। দুধ খাওয়ার বয়সে আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দেন। যারা তাক্ওয়া ও খোদাভীতির পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহ্ই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি তাদের চিরসাথী। আমার প্রতি ওহী হলো, আমরা তোমার প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ তাকে ফেরৎ পাঠাবো. একইভাবে তার মা-ও স্বপ্নে দেখেছেন, বশীর ফিরে এসেছে আর বলছে, আমি আপনাকে আঁকড়ে ধরে রাখবো আর হঠাৎ করে ছেড়ে চলে যাবো না। এরপর আল্লাহ্ আমাকে আর এক পুত্র সন্তান দান করলেন আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তখন আমি বুঝলাম, সর্বজ্ঞানী খোদা সত্য বলেছেন, সে-ই বশীর এবং তার নামানুসারে আমি এর নাম রাখলাম আর আমি এর মাঝে পূর্ববর্তী সন্তানের অবয়ব দেখতে পেলাম। সুতরাং আল্লাহ্র যে রীতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত তা হলো তিনি দু'ব্যক্তিকে একই নামের অংশীদার করে থাকেন। কাউকে অপর কারো নাম দেয়ার বিষয়টি এমন একটি রহস্য যার পিছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। তত্ত্বজ্ঞানীদের হৃদয় ছাড়া অন্যরা তা বুঝতে পারে না। আমার পরম প্রিয় ও সবচেয়ে নিষ্ঠাবান এক বন্ধু আছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ একজন আল্লামা, গভীর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, পবিত্র কুরআনের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাত আলেম, চিকিৎসা শাস্ত্র ও ধর্মীয় জ্ঞানে বুৎপত্তির অধিকারী, তাঁর গুণ অনুসারে তাঁর নাম হলো মৌলভী হেকীম নূরউদ্দীন। কিছু দিন হলো, সর্বজ্ঞানী প্রজ্ঞাবান খোদার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর একমাত্র আদরের পুত্র যার নাম মুহাম্মদ আহমদ সম্প্রতি হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং প্রজ্ঞা, কুদরত ও দয়ার আধার প্রভুর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিলেন। তার ইন্তেকালের পর সে রাতেই এক ব্যক্তি সেই শিশুকে স্বপ্নে দেখে। সে যেন বলছিল, এ বিরহে দুঃখিত হবেন না। আমি প্রয়োজনের তাগিদে যাচ্ছি শীঘ্রই আপনাদের কাছে ফিরে আসবো। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁকে আরেকটি পুত্র সন্তান দেয়া হবে এবং দ্বিতীয় পুত্র প্রয়াত সন্তানের সাথে সাদৃশ্য রাখবে। আল্লাহ্ তাআলা সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টার কাজ সম্পর্কে বুঝে না।

('সিররুল খিলাফাহ্' বাংলা সংস্করণ, পৃ: ৭৪-৭৫ থেকে উদ্ধৃত)

'আল্লাহ্ তা'লার 'হাদী' (পথপ্রদর্শক) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর লেখনীর আলোকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।'

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ -

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০৯-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ:-

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই:) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নাম সমূহের একটি হচ্ছে আল্ হাদী। আরবী অভিধান গ্রন্থ লিসানুল আরবে এর অর্থ করা হয়েছে, সেই সত্ত্বা যিনি স্বীয় বান্দাদের আপন মা'রেফত এবং তাঁকে চেনার পথ বাতলে থাকেন। যারফলে সে তাঁর প্রতিপালনে বিশ্বাস স্থাপন করে। এই পথ কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা প্রদর্শন করেন, যখন দেখান তখন কি অবস্থা সৃষ্টি হয়? এটি তখনই দেখান যখন বান্দা খোদা তা'লার প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে। অস্বীকারের বিভিন্ন ধরন ও বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। মানুষ কখনও বান্দাকে খোদা বানিয়ে বসে, যেভাবে খৃষ্টানরা হযরত ঈসাকে বানিয়েছে। কখনও মানুষ শক্তির অহমিকায় স্বয়ং খোদা এবং প্রতিপালক বনে বসে। যেভাবে বিগত নবীদের যুগে হয়েছে, ফেরআউনও এমনটি করেছে। অথবা এযুগেও কেউ স্বয়ং নিজেকে খোদা বলে অথবা এই পার্থিব জগতে খোদার মূর্ত বিকাশ বলে দাবী করে। কবর পূজার নির্দেশ দেয়। অথবা পার্থিব বৃহৎ শক্তিগুলো নিজেদেরকে অবিনশ্বর শক্তির অধিকারী মনে করে আর এ অর্থে প্রভু সেজে বসে আছে। মোটকথা তখন পৃথিবীতে এমন এক নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে যার কোন সীমা নেই। তখন খোদা তা'লা আপন শক্তি প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন যে, তিনিই রাব্বুল আলামীন। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, **'খোদা তা'লা 'রব্বুল আলামীন' বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পক্ষ থেকে, এ পৃথিবীতে যত হেদায়াতপ্রাপ্ত জামাত অথবা পথভ্রষ্ট এবং পাপাচারীর দল রয়েছে তার সবই আলামীন (বিশ্বজগত) শব্দের অন্তর্ভূক্ত। কখনও ভ্রষ্টতা, কুফর, অবাধ্যতা এবং মধ্যপন্থা পরিহারের ঘটনা পৃথিবীতে বেড়ে যায়, এমন কি পৃথিবী যুলুম-অত্যাচারে ছেয়ে যায় এবং মানুষ মহা পরাক্রমশালী খোদার পথ পরিত্যাগ করে, না দাসত্বের তাৎপর্য বুঝে আর না-ই প্রতিপালকের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে।'** অর্থাৎ এটিও বুঝে না যে বান্দার অবস্থান কি আর এটিও জানে না যে, তাদের প্রভু-প্রতিপালকের মোকাম বা মর্যাদা কি? পুনরায় বলেন, **'যুগে অমানিশা ছেয়ে যায় আর ধর্ম এই**

বিপদের আবর্তে পিষ্ট হয়।' তিনি বলেন যে, **'তখন শয়তানী সৈন্যের মোকাবিলার জন্য অযাচিত-অসীম দাতা খোদার পক্ষ হতে একজন ঈমাম নাযিল হন আর শয়তান ও রহমান (খোদা) উভয়ের সৈন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, আর তাদের কেবল সেই দেখতে পায় যাকে দৃষ্টি শক্তি দেয়া হয়েছে। এক পর্যায়ে মিথ্যা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় এবং মিথ্যার পক্ষে প্রদত্ত আলেয়া তুল্য দলীল-প্রমাণ কর্পূরের মত উবে যায়। সুতরাং সেই ইমাম সর্বদা শত্রুর উপর জয়যুক্ত থাকেন এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত শ্রেণীর সাহায্যকারী হন।'**

হুযূর বলেন, অতএব ইনি হলেন, হাদী খোদা! যিনি মানুষকে হেদায়াতের পথে আনার জন্য তাঁর রবুবিয়্যত বৈশিষ্ট্যকে কার্যকর করেন। কিন্তু যেভাবে তিনি (আ:) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের বিরুদ্ধে হেদায়াতপ্রাপ্ত দলের সাহায্যের আদলে বিজয়ের লক্ষণাবলী প্রকাশ করেন আর বিশৃঙ্খলাপরায়নদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রতিহত করেন বরং সেসব শক্তিকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর যুগেই দেখুন! খৃষ্টানদের আগ্রাসন এমন ছিল যে, খৃষ্টধর্ম বিশ্বের সর্বত্র সফলতার পর সফলতার পথ পাড়ি দিচ্ছিল। ভারতের মুসলমানরাও তাদের খপ্পরে পড়ে অহরহ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করছিল। খৃষ্টান মিশনারীরা ভারতে খৃষ্টধর্মের বিজয়ের অলীক স্বপ্নে বিভোর ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) কেবল ভারতেই তাদের অগ্রযাত্রাকে রুখে দেননি বরং পিছু হটতে বাধ্য করেছেন। উপরন্তু আফ্রিকা যা তখন খৃষ্টান মিশনারীদের হাতের মুঠোয় ছিল সে সম্পর্কেও তারা বলতে বাধ্য হয়েছে যে, আহমদীয়াত কেবল আমাদের উন্নতির গতিই রুদ্ধ করেনি বরং আমাদের মূলোৎপাটন করেছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা হেদায়াতের পথে পরিচালিত করার জন্য আপন রবুবিয়্যত (প্রতিপালন) বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটান এবং স্বীয় ইমাম প্রেরণ করেন। কিন্তু যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেছেন, তাদেরকে কেবল তারাই দেখতে পায় যাদেরকে দু'টি চোখ প্রদান করা হয়েছে।

হুযূর বলেন, বড় বড় মুসলমান উলামা, যারা ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দাবী করে, তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে তাদের অর্জিত জ্ঞান ভুল পথে পরিচালিত করে পাশাপাশি এই জ্ঞানের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহ্কেও পথভ্রষ্ট করে। অথচ পক্ষান্তরে সে যুগের উলামারা এটিও মানে যে, ইসলাম, মুলমান এবং ধর্মের ভেতর আজ চরম বিকৃতি ঘটেছে। মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম কেবল নামমাত্র অবিশিষ্ট আছে, খিলাফতের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু খিলাফতের প্রথম ধাপ সম্পর্কে এরা এখন ভাবাই ছেড়ে দিয়েছে আর তাহলো মসীহ্ এবং মাহদীর আগমন। তাঁর আগমনের পরেই কেবল খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও এই দৃষ্টিভঙ্গির উপরই অনড় যে, হযরত ঈসা (আ:) আকাশে জীবিত বসে আছেন এবং তিনি পুনরায় আসবেন তারপর মাহদীর সাথে সম্মিলিতভাবে ধর্মের প্রচার করবেন। হাদীস সমূহকে ভুল বুঝে তারা এই ফলাফলে উপনীত। যাইহোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত নবুয়তকে মানবে না ততক্ষণ খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা যে এই উম্মতের মধ্য থেকেই মসীহ্ এবং মাহদী প্রেরণ করবেন এ প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন। এরপরও যদি না মানে আর দোয়া করতে থাকে তাহলে আর কি করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা একটি রীতি শিখিয়েছেন যে, এই দোয়া করো এবং নিষ্টার সাথে করো তাহলে আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, **'মুহাম্মদী নবুওয়ত স্বীয় আশিস বন্টনে অসমর্থ নয় বরং সকল নবুয়ত অপেক্ষা এতে অধিক ফয়েয বা আশিস রয়েছে। এই নবুয়তের অনুসরণ অতি সহজে খোদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় এবং এর অনুবর্তিতায় খোদাপ্রেম ও তাঁর সাথে বাক্যালাপের পুরস্কার পূর্বাপেক্ষা অধিকহারে লাভ করা যায়।............যখন সেই বাক্যালাপ মান, গুণ এবং সংখ্যার দিক দিয়ে পরম পর্যায়ে উপনীত হয়, আর তাতে কোনরূপ দুষণ ও ত্রুটি অবশিষ্ট না থাকে'** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাথে বাক্যালাপ, বান্দার সাথে আল্লাহ্ তা'লা কথোপকথনের মান যখন এতটা উন্নত হয় যে, এর মধ্যে কোনরূপ পঙ্কিলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, বক্রতা অবশিষ্ঠ থাকে না **'এবং স্পষ্টত:ই তা অদৃশ্য বিষয় সম্বলিত হয়'** প্রকাশ্যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় বান্দাকে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেন, **'অন্য কথায় এটিই নবুয়ত নামে অভিহিত হয়।'** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাথে বান্দার কথোপকথন এবং বাক্যালাপ, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক বান্দাকে সম্বোধন করা, অদৃশ্য বিষয় জ্ঞাত করার বিষয়টি যখন চরমোৎকর্ষে পৌঁছে এরই নাম নবুয়ত। **'যা সম্পর্কে সকল নবীর**

মতৈক্য রয়েছে। সুতরাং যে উম্মত সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاس

উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য উত্থিত করা হয়েছে' *(সূরা আল্ ইমরান:১১১)]* **'এবং যাদেরকে এই দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছিল যে:**

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *

صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

['তুমি আমাদেরকে সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর তাঁদের পথে, যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ'

(সুরা ফাতেহা: ৬-৭)]

'তাহাদের জন্য এটি কখনও সম্ভব নয় যে, তারা সকলেই এই উচ্চমর্যাদা লাভে বঞ্চিত থাকবে এবং কোন একজনও এই মর্যাদা লাভ করবে না। এমতাবস্থায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অপূর্ণ ও অপরিণত থাকার ক্রটিই শুধু থেকে যেতো না অর্থাৎ তারা সবাই অন্ধের ন্যায় হতো বরং আঁ-হযরত (সা:)-এর কল্যাণপ্রসারী শক্তি (কুওয়্যতে ফয়যান) কলঙ্কিত হতো, তাঁর পবিত্রকরণ শক্তি অসম্পূর্ণ প্রতিপন্ন হতো এবং ততসঙ্গে সেই দোয়া যা পাঁচবেলা নামাযে পাঠ করার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, তা শিখানো বৃথা সাব্যস্ত হতো।' (আল্ ওসীয়্যত-পৃ:১২-১৩)

হুযূর বলেন, এই দোয়া সম্পর্কে একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:) বলেছেন, **'আমি অনেককে এই দোয়া**

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

পড়ার জন্য বলেছি কেননা, এই দোয়া পাঠ করতে কোন সমস্যা নেই; যাতে আল্লাহ্ তা'লা সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এরফলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।' সুতরাং আমিত্বের খোলস থেকে মুক্ত হয়ে, স্বীয় ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে এবং নিজের উপর যে আবরণ চড়িয়ে রেখেছে তাথেকে মুক্ত হয়ে, স্বীয় মস্তিষ্ককে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর বিরোধিতা থেকে মুক্ত করে যদি দোয়া করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সঠিক পথের দিশা দিবেন। এটি খোদার উপর অপবাদ আরোপের সমতূল্য যে, একদিকে তিনি বলেন: আমার কাছে দোয়া করো আমি কবুল করবো। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

(সূরা আল্ মোমেন:৬১) অর্থ 'এবং তোমাদের প্রতিপালক বলছেন, 'আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।' আমাদের পার্থিব বিষয়ের দোয়া সম্পর্কে আমরা প্রতিনিয়ত বলি যে, আল্লাহ্ কবুল করেছেন, আমরা এটা পেয়েছি ওটা পেয়েছি। কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কৃত দোয়া যা স্বয়ং আল্লাহ্ শিখিয়েছেন তা তিনি শুনবেন না এটি কি করে হতে পারে। একদিকে নির্দেশ হলো, হেদায়াত লাভের জন্য আমার কাছে দোয়া করো, এহেন অবস্থায় যখন ধর্মের জন্য এক 'হাদী'র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তখন দোয়া করার সময় মানুষের উপর একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লাকে স্বীয় প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দোয়া করা যে, তুমি এমন পরিস্থিতিতে হাদী প্রেরণ করে থাকো আর আল্লাহ্ই বলবেন, তোমার অন্যান্য দোয়াতো কবুল হবে কিন্তু এই দোয়া গৃহীত হবে না। এটি আল্লাহ্ তা'লার উপর আপত্তি, আল্লাহ্ তা'লার সত্তার উপর অপবাদ বৈ কিছু নয়। উম্মতে মুসলেমার শোচনীয় অবস্থা ক্রমশ অধপতিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, ঠিক আছে! তোমরা আমার সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত; আর অবস্থা মারাত্তকরূপ পরিগ্রহ করছে, করুক, যত ইচ্ছে এ নিয়ে হাহুতাশ হোক, ধর্ম উঠে গেছে তাও সত্য আর ঈমানও হারিয়ে গেছে কিন্তু ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রদানের নিমিত্তে তোমাদের জন্য হাদী প্রেরণের দোয়া আমি কবুল করবো না। এটি হতে পারে না যে, আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা যতই ক্রন্দন বা আহাজারি করো না কেন আমি তোমাদের হেদায়াতের কোন ব্যবস্থা নিবো না। যা করার ছিল তা আমি করেছি এখন হেদায়াতের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তবে একটি কথা অবশ্যম্ভাবী যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বারংবার ঘোষণা করেছেন; তিনি বলেন: **'আমি ছাড়া অন্য কোন হাদী বা প্রথপ্রদর্শকের জন্য দোয়া ও নাক ঘষতে ঘষতে তোমাদের জীবন যদি নি:শেষও হয়ে যায় তোমাদের সন্তানদের জীবন নি:শেষ হয়ে যায় আর তোমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্মও যদি অতীত হয়ে যায় তথাপী আর কোন মসীহ্ মওউদ আসবে না, কোন মাহদী আবির্ভূত হবে না কারণ যাঁর আগমনের কথা ছিল তিনি এসে গেছেন। এখন তাঁকে মানা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।'**

হুযূর বলেন, সুতরাং মুসলমানদের নিজেদের অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেয়া উচিত। আহমদীদের উপর অত্যাচারের

পরিবর্তে নেক নিয়্যতের সাথে খোদা তা'লার কাছে হেদায়াত লাভের জন্য দোয়া করা উচিত। বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত আহমদীদের উপর প্রতিদিন নিত্যনতুন যুলুম হচ্ছে। অত্যাচারের নিত্যনতুন পথ খুঁজে, বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিয়ে এরা মনে করে যে, সম্ভবত: এর ফলে কিছু মানুষ আহমদীয়াত পরিত্যাগ করবে। আহমদীয়াত যে শেষ হবার নয় এটা তারাও ভালভাবে জানে। ১৪ থেকে ১৬ বছরের আহমদী স্কুলগামী ছাত্র ও কিশোরদের ভীত-ত্রস্ত করার সম্প্রতী এরা নুতন একটি কৌশল বের করেছে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, 'নাউযুবিল্লাহ্ এরা নাকি শৌচাগারে বা অন্য কোন নোংরা স্থানে মোহাম্মদ নাম লিখে মহানবী (সা:) এর সম্মানহানি করেছে।' এরা স্বয়ং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত আর অপবাদ আরোপ করে আহমদীদের উপর। এমন অপকর্ম তারা করতে পারে যাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি নেই। যারা মহানবী (সা:)-এর মোকাম বা মর্যাদা সম্বন্ধে অনবহিত। এরাতো ১৪/১৫ বছরের কিশোর কিন্তু আহমদী ছোট্ট শিশু পর্যন্ত এমন অপকর্ম করতে পারে না। আগমনকারী মসীহ্ এবং মাহদীতো আমাদেরকে রসূলপ্রেমের সেই পথ দেখিয়েছেন, সেই শিক্ষা প্রদান করেছেন যে পর্যায়ে এদের চিন্তাও যেতে পারে না। যাইহোক মুসলমান পৃথিবীর যে দেশেই বসবাস করুক না কেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিবেক দিন যাতে এরা আহমদীদেরকে নির্যাতনের লক্ষবস্তু বানানো থেকে বিরত থাকে। এবং হেদায়াতের পথ সন্ধান করার মানসে বিনয়ের সাথে খোদা তা'লার প্রতি সমর্পিত হয়। এখানে আমি আরো একটি বিষয় স্পষ্ট করছি, সম্প্রতী লাজনাদের রিফ্রেসার্স কোর্স হয়েছে সেখানে কেউ প্রশ্ন করেছিল, অ-আহমদীরা বলে যে, তোমরা মির্যা সাহেবকে যদি নবী না বলো তাহলে আমরা মানতে পারি। প্রথম কথা হচ্ছে, এটিও ঐসব অতিসরল আহমদীদের ভুল ধারণা যারা এদের কথায় গলে যায় আর মনে করে যে, এরা মানবে। বিরোধিতা হয়ত: কমিয়ে দিতে পারে কিন্তু যারা মানার নয় তাদের ভেতর কখনও মানার মত সৎসাহস হবে না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) নিজ উদ্ধৃতিতে নবীর যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন, সেই দৃষ্টিকোন থেকে তিনি নবী এবং তিনি বিভিন্ন স্থানে নবী হিসেবে দাবী করেছেন। যখন আল্লাহ্ তা'লা কোন বান্দার সাথে অত্যধিক মাত্রায় বাক্যালাপ করেন, তাঁকে সম্বোধন করেন, তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াবলী অবহিত করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেছেন, এরই নাম নবুয়ত আর বিগত সকল নবীরা একথাই বলে গেছেন। যদি এ দাবীকে অগ্রাহ্য করা আরম্ভ করেন তাহলে পরের ধাপে বলবে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর প্রতি যে ইলহাম হয় তাও বলো না। তখন তাদের এ আবদারও মানতে হবে। তারপর অন্য কোন বিষয় পরিত্যাগ করার দাবী উঠবে কেননা, যদি একবার মূল বিষয় থেকে বিচ্যুত হয়ে দুর্বলতা দেখাতে থাকেন তাহলে নিজ ইমানকেও দুর্বলতর করতে থাকবেন। প্রশ্ন হলো আমরা কি সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর দাবী এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা:)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের বিপরীতে নতুন কোন মসীহ্ এবং মাহদী উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো? এই দাবী এখানে আর পাকিস্তানসহ বিভিন্ন স্থানে করা হচ্ছে। এদের দাবী অনুযায়ী নবুয়তের দাবী ছেড়ে দেবার পর, তাঁর মসীহ্ এবং মাহদী হবার দাবীও ধোপে টিকবেনা কেননা, মহানবী (সা:)-এর একটি হাদীস যাতে তিনি বলেছেন,**'সাবধাণ! ঈসা ইবনে মরিয়ম (অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ) এবং আমার মধ্যে কোন নবী নেই।'** সুতরাং আমরা যখন বলি যে, হযরত ঈসা (আ:) মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনি পুনরায় এ পৃথিবীতে আসতে পারেন না আর মহানবী (সা:)-এর উম্মতের মধ্য থেকেই মসীলে মসীহ্ জন্ম নিবেন। বুঝা গেল এই হাদীস অনুসারে তিনি আল্লাহ্র নবীই হবেন। অন্যথায় একথা মানতে হবে যে, তিনি নবী নন আর হযরত ঈসা (আ:) জীবিত আকাশে বসে আছেন তিনি পরে আসবেন। যদি একবার নবুয়ত অস্বীকার করেন তাহলে কার্যত: কথা যা দাঁড়াবে তাহলো, পূর্বের ঈসা (আ:) তাঁর জন্য নির্ধারিত সময়ে আসবেন এবং তিনি নবী হবেন। এর অর্থ হলো এদের একথা মেনে, আপনি তাদের একথাও স্বীকার করলেন যে, হযরত ঈসা (আ:)ও আকাশে জীবিত আছেন। যেভাবে আমি বলেছি, একথার জের স্বরূপ আপানাকে ধাপে ধাপে অনেক কিছু পরিত্যাগ করতে হবে। মহানবী (সা:) আগমনকারী ঈসা ইবনে মরিয়ম বা মসীহ্ মওউদ (আ:)-কে নবী বলেছেন। মোটকথা যেসব আহমদী পুরো বিষয় অবহিত নয় তাদের কাছে এটি সুস্পষ্ট হওয়া চাই যে, যদি একটি বিষয় অস্বীকার করেন তাহলে অন্য দাবীকেও অস্বীকার করতে হবে। তাই নির্ভীকভাবে কোনরূপ হীনস্মন্যতার আশ্রয় না নিয়ে তাই বলুন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) দাবী করেছেন এবং মহানবী (সা:) যা ঘোষণা করেছেন।

হুযূর বলেন, কেননা আহমদীদের জন্য এই শুভ সংবাদ রয়েছে যে, তারা সত্যের জ্যেতির মাধ্যমে অন্যের মুখ বন্ধ করে দেবে সুতরাং এতে চিন্তিত হওয়ার কি আছে!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) সুরা ফাতিহার আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, **'এই সূরার ষষ্ঠ আয়াত হলো**

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

এটি যেন এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, ষষ্ঠ সহস্রের অমানিশা স্বর্গীয় হেদায়াত

প্রত্যাশা করবে আর মানুষের সুস্থ্য প্রকৃতি খোদার সন্নিধান থেকে একজন হেদায়াতদাতা অর্থাৎ মসীহ্ মওউদকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে।'(তোহফা গোলড়বিয়া-পৃ:১১২-টিকা)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) খুতবা ইলহামিয়ায় এক স্থানে বলেন: **'খোদার কসম কুরআন শরীফ যা সকল মতভেদের মিমাংসাকারী; এর কোথায়ও উল্লেখ নেই যে, মুহাম্মদী ধারার খাতামুল খোলাফা মূসায়ী ধারা থেকে আসবেন। তোমাদের কাছে যে বিষয়ের কোন প্রমাণ নেই তার অনুসরণ করবেনা।তোমাদেরকে এর বিপরীত কথা শিখানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা বহুমুখী কথা বলবেনা কেননা সেগুলো এমন যা অন্ধকারে ছোড়া তীর সদৃশ আর যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য, তাই তোমরা প্রতারিত হবেনা। সূরা ফাতিহায় দ্বিতীয়বার এ প্রতিশ্রুতির দিকে ইশারা করা হয়েছে। তোমরা সূরা ফাতিহার এই আয়াত অর্থাৎ**

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

নিজেদের নামাযে পড়ে থাক তা সত্ত্বেও বিভিন্ন টালবাহানা করে আর খোদার প্রতিষ্ঠিত প্রমাণকে প্রত্যাখ্যানের পরামর্শ কর। তোমাদের কি হয়েছে যে, খোদার কথাকে পদতলে পিষ্ট করছ? তোমরা কি একদিন মরবেনা? তোমারা কি জিজ্ঞাসিত হবে না? (খুতবা ইলহামিয়াহ্-পৃ:৬৩-৬৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ:) তাঁর কিশতিয়ে নূহ্ গ্রন্থে

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

এর একটি সুন্দর তফসীর উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন যে, এই আয়াতে মুহাম্মদী ধারা হতে মসীহ মওউদ এর আগমনের কথা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন: **'মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে? সে-ই যে বিশ্বাস করে- খোদা সত্য এবং মুহাম্মদ (সা:) তাঁর এবং তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিচে তাঁর সম-মর্যাদাবিশিষ্ট আর কোন রসূল নেই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নেই। অন্য কোন মানবকেই খোদা তা'লা চিরকাল জীবিত রাখতে ইচ্ছে করেন নি কিন্তু তাঁর এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রেখেছেন। এবং তাঁকে চিরকাল জীবিত রাখার মানসে খোদা তা'লা তাঁর শরিয়ত এবং আধ্যাত্মিক শক্তিকে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণবর্ষী করেছেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে তাঁরই আধ্যাত্মিকতার প্রসাদে এই প্রতিশ্রুত মসীহ্কে জগতে প্রেরণ করেছেন, যার আগমন ইসলামের প্রাসাদটিকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য একান্ত আবশ্যক ছিলো। কারণ, ইহজগতের সময়সীমা অবসান হবার পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর ধর্মে একজন আধ্যাত্মিক মসীহ্র আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন ছিল, যেমন ইতিপূর্বে মূসা (আ:)-এর ধর্মে এসেছিলেন। এই তত্বের প্রতিই কুরআন শরীফের**

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

এই আয়াত ইঙ্গিত করছে।' (কিশতিয়ে নূহ পৃ:১৩)

সুতরাং এ হলো, ইসলাম এবং মহানবী (সা:)-এর সব ধর্ম ও সকল নবীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ; অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত এখন মহানবীর শরিয়ত এবং তাঁর আধ্যাত্মিকতার কল্যাণধারা প্রবহমান থাকবে আর মসীহ্ মওউদ এবং মাহদী এই উম্মত থেকেই আসার কথা এবং এসেছেন। তারা পৃথক কোন ব্যক্তিত্ব নন। এক হাদীস অনুসারে উভয় উপাধি একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই তাকে নবী হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) অন্যত্র বলেন যে, এ দোয়ায় আগত ইমামকে মানার নির্দেশ রয়েছে। তিনি (আ:) তাঁর রচিত জরুরতুল ইমাম গ্রন্থে বলেন: **'পবিত্র কুরআনে পার্থিব সমাজ ব্যবস্থার বিষয়ে বাদশার অধিনস্ত হয়ে জীবন যাপনের উপর যেরূপ গুরুত্বারোপ করেছে, তদ্রুপ তাগিদ আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার ব্যাপারেও রয়েছে। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ তা'লা এ দোয়া শিখিয়েছেন:**

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

(সূরা আল্ ফাতিহা:৬-৭)।

অতএব চিন্তা করা উচিত যে, এমনিতো কোন বিশ্বাসী বরং কোন সাধারণ মানব বা জীব-জন্তুও খোদা তা'লার দান হতে বঞ্চিত নয়, কিন্তু কেউ এটি বলতে পারবে না যে, সেগুলোর অনুসরণের জন্যও খোদা তা'লা আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যাদের উপর পরম ও চরম আধ্যাত্মিক পুরস্কার বর্ষিত হয়েছে, আমাদেরকে তাঁদের পথে চলার এবং তাদের অনুগমন করার শক্তি দাও। অত্রএব এই আয়াতে এর প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তুমি যুগ ইমামের অনুগামী হও। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে,

‘যুগ ইমাম’ শব্দটিতে নবী, রসূল, মুহ-াদ্দাস ও মুজাদ্দিদ সকলেই অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের জন্য আদিষ্ট হন না এবং তদুপযোগী কামালত বা উৎকর্ষও প্রদত্ত হননি, তারা ওলী বা আবদাল হলেও ‘যুগ ইমাম’ হতে পারেন না।’ (জরুরতুল ইমাম-পৃঃ ২৩-২৪)

হুযূর বলেন, সম্প্রতি এমটিএ’তে ইমাম সাহেব, মোমেন সাহেব ও আসেফ বাসেত সাহেবরা পার্সিকিউশন (আহমদীদের উপর বিরোধিতা সংক্রান্ত) এর উপর একটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করছিলেন। একজন অ-আহমদী আলেম যিনি আমেরিকায় সববাস করলেও সেসময় এখানে ছিলেন তিনি এমটিএ’তে ফোন করেন এবং বলেন যে, এ অনুষ্ঠান আমি দেখেছি আপনারা কিছু হাদীস ভুল পড়েছেন এবং অন্য কিছু কথা ভুল বলেছেন। আমি আপনাদের কিছু বলতে চাই। আমাদের একজন কর্মী এখান থেকে গিয়ে তার সাকুল্য বক্তব্য রেকর্ড করে নিয়ে আসে। যাইহোক আহমদীয়াতের শত্রুতায় তিনি অনেক কিছু বলেছেন যা তার কথায় সুস্পষ্ট। এর বিস্তারিত উত্তর তার প্রশ্ন অনুসারে সেই অনুষ্ঠানে পুনরায় প্রদান করা হবে। কিন্তু একটি কথা যা তিনি বলেছেন তা সাধারণ কথা যা অ-আহমদীরা হরহামেশা বলে থাকে অথাৎ ‘রা’ফা’র অর্থ হযরত ঈসার আধ্যাত্মিক ‘রা’ফা’ নয় যা আহমদীরা করে থাকে বরং এর অর্থ হলো স্বশরীরে আকাশে যাওয়া। যাই হোক একটি কথা আমার জন্য নুতন ছিল। বলেন যে, **‘আপনারা হযরত ঈসা’কে এজন্য মারতে চান কেননা, আহমদীয়াতের জীবন এতেই নিহীত।’** যাইহোক তিনি নিজের যথেষ্ট জ্ঞান প্রকাশ করেছেন, জামাতের বই পুস্তকও কিছুটা পড়েছেন আর তিনি পড়ার দাবীও করেছেন, হয়তোবা কিছুটা পড়েও থাকবেন। কিন্তু যদি তিনি মনোযোগ সহকারে চিন্তা করেন তাহলে বুঝবেন যে, আহমদীয়াতের জীবন নয় বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেছেন ঈসার মৃত্যুতে ইসলামের জীবন নিহীত। তিনি (আ:) বলেন, **‘ঈসাকে মরতে দাও এতেই ইসলাম জীবিত হয়’**। কেননা খৃষ্টানরা এ কৌশল অবলম্বন করেই দুর্বল মুসলমানদের সামনে হযরত ঈসার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করে। যদিও এখন অনেক মুসলমান আলেমও এ বিষয়টি আর উঠায় না কিন্তু এখনও অনেক এমন আলেম আছেন, পাশ্চাত্যে বসবাসকারী শিক্ষিত আলেমও রয়েছে যারা হযরত ঈসা (আ:)-এর আকাশে জীবিত থাকা এবং শেষে যুগে কোন সময় অবতরণের বিশ্বাস পোষণ করে। অতএব আমরা যুক্তির মাধ্যমে হযরত ঈসার মৃত্যু প্রমাণ করে ইসলামকে জীবিত ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করছি। আর মুহাম্মদী মসীহ্‌কে মূসায়ী মসীহ্‌র প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপস্থাপন করি উদ্দেশ্য হলো, ইসলামকে জীবিত ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করা। কেননা আমাদের দাবীই এটি যে, আমরা যা কিছু করি ইসলামের জন্য করি এবং আহমদীয়াত কি? তা হচ্ছে সত্যিকার ইসলাম। যে খৃষ্টান আহমদীয়াতের তবলীগের কারণে ইসলাম গ্রহণ করে সে এ কারণেই ইসলাম গ্রহণ করে। যখন তাদের সামনে হযরত ইসা (আ:)-এর মৃত্যু সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন এটা না মেনে তাদের অন্য কোন উপায় থাকে না আর ইসলাম যে জীবন্ত ধর্ম তা তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় আর তাদের নিজ ধর্মের অসারতা তাদের নিকট প্রকাশ পায়। যাইহোক, যেমন কিনা আমি বলেছি এ ভদ্রলোকও যদি পবিত্র অন্ত:করণে আল্লাহ্ তালার নিকট দোয়া করে, আল্লাহ্ তা’লার দরবারে ক্রন্দন করে এবং

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

এর পথে চলার একটি বেদনা সৃষ্টি করেন, যদি তার অন্তর পবিত্র ও কলুষমুক্ত হয় তবে এটা অসম্ভব নয় যে আল্লাহ্ তা’লা তার উপর করুণা করবেন। কেননা যদি ইসলাম প্রেমিকরা ইসলামের বিজয়ে কোন আগ্রহ রাখে তবে স্বরণ রাখুন যে, মসীহ্ ও মাহদী যার আবির্ভাব ঘটেছে তার সাথেই এই উন্নতী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এতদ্ব্যতীত এখন আর অন্য কোন চেষ্টা সফলকাম হতে পারেনা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) খোদা তা’লার নামে এ কথা ঘোষণা করেছেন। আর আল্লাহ্ তা’লার ফযলে বিগত ১২০ বছর ধরে আমরা এর সত্যতা অবলোকন করছি। তিনি বলেন **‘প্রায় ২০ বছর অতিবাহিত হলো যে, আমার উপর কুরআনের এ আয়াত ইলহাম হয়েছে তা হলো:-**

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

(সূরা আস্ সাফ্‌ফ:১০) সেই খোদা যিনি নিজ রসূলকে হেদায়াত এবং সত্যধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন স্বীয় ধর্মকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। এবং আমাকে এই ইলহামের এ অর্থ বুঝানো হয়েছে যে, ইসলামকে সকল ধর্মের উপর আমার মাধ্যমে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমি খোদা তা’লার পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছি। আর এ ক্ষেত্রে স্বরণ থাকে যে, এটি হচ্ছে পবিত্র কুরআনের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। এ সম্পর্কে উলামা ও চিন্তাবিদগণ একমত যে, এটি মসীহ্ মওউদ এর হাতে পূর্ণতা লাভ করবে। অতএব আমার পূর্বে যে সকল আউলিয়া ও আবদাল অতীত হয়েছেন এবং তাদের কেউ নিজেদেরকে এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণস্থল সাব্যস্ত করেন নি এ দাবীও করেননি যে, উল্লেখিত আয়াত আমার সম্পর্কে আমার প্রতি

ইলহাম করা হয়েছে। কিন্তু যখন আমার সময় আসলো তখন আমার উপর এই ইলহাম হলো এবং আমাকে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতের সম্বোধক তুমি এবং তোমারই হাতে আর তোমারই যুগে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব অপরাপর ধর্মের উপর প্রমাণিত হবে।' (তিরইয়াকুল কুলুব-পৃ:৪৮)

আবার তিনি বলেন, **'সেই খোদা যিনি নিজ প্রত্যাদিষ্টকে প্রেরণ করলেন, তাঁকে দু'টি বিষয়সহ প্রেরণ করেছেন। প্রথমতঃ এই যে, তাঁকে হেদায়াতরূপী পুরস্কারে ভূষিত করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজ পথ সনাক্ত করার জন্য তাঁকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দান করেছেন।'** সেই হেদায়াতকে অর্জন করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-কে আধ্যাত্মিক চক্ষু দান করেছেন যার পরম লক্ষ্য হলো হেদায়াত প্রদান করা। **'আর ইলমে লুদুন্নী দ্বারা তাঁকে স্বাতন্ত্রতা দান করলেন।'** অর্থাৎ এমন জ্ঞান দান করেছেন যা বিনা চেষ্টায় অর্জিত হয় যা আল্লাহ্ তা'লা নিজ সন্নিধান হতে অযাচিতভাবে দান করেছেন। 'আর দিব্যদর্শন ও ইলহাম দ্বারা তাঁর অন্তর আলোকিত করেছেন। আর এভাবে ঐশী তত্ত্বজ্ঞান, প্রেম-প্রীতি ও ইবাদতের যে দায়িত্ব তার উপর ছিল তা পালনের জন্য তিনি তাকে সাহায্য করেছেন আর এ জন্যই তাঁর নাম মাহদী রেখেছেন।' এ সবকিছু যা পিছনে বর্ণিত হয়েছে এর পাশাপাশি তিনি তাঁর নাম মাহদী রেখেছেন। **'দ্বিতীয় বিষয় যার দায়িত্ব নিয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছেন তাহলো সত্য ধর্মের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে রুগ্নদের আরোগ্য দান করা অর্থাৎ শরিয়তের শতশত সমস্যা ও জটিল বিষয়াদির সমাধান করে হৃদয় সমূহ থেকে সন্দেহ নিরসন করা। এ দৃষ্টিকোন থেকে তার নাম ঈসা রেখেছেন অর্থাৎ রুগ্নদের নিরাময়দাতা। বস্তুতঃ এ আয়াতের দু'টো বাক্যাংশ অর্থাৎ** بِالْهُدٰى এবং اَلْحَقِّ **এর প্রথমটি থেকে প্রতিভাত হয় যে, সে-ই প্রেরিত মাহদী খোদার হাতে পরিশুদ্ধ হবেন আর খোদাই তাঁর শিক্ষক হবেন। আর দ্বিতীয় বাক্যাংশ** وَدِيْنِ الْحَقِّ **থেকে প্রতিভাত হয় যে, তিনিই হলেন প্রেরিত ঈসা, যাকে পীড়িতদের আরোগ্য করা এবং রুগ্নদেরকে তাদের ব্যাধি সম্পর্কে সাবধান করার জন্য জ্ঞান দান করা হয়েছে আর সত্য ধর্ম দেয়া হয়েছে যেন তিনি সকল ধর্মের অনুসারীদের নত করতে পারেন, পরিশুদ্ধ করতে এবং ইসলামী আরোগ্য নিকেতনের প্রতি আকর্ষণ করতে পারেন। কেননা ইসলামের গুণাবলী ও শ্রেষ্টত্ব সার্বিকভাবে সকল ধর্মের উপর প্রমাণ করার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত তাই তার অপরাপর ধর্মের গুণ ও দোষ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।'** অর্থাৎ এমন জ্ঞান দেয়া হবে যদ্দারা অন্য ধর্মের গুণ ও দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পারবে, বুৎপত্তি লাভ হবে। **'আর অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা ও বিতর্কের ক্ষেত্রে তার অলৌকিক যোগ্যতা লাভ হওয়া আবশ্যক।'** অর্থাৎ 'ইকামাতে হুজাজ' এমনসব দলিল-প্রমাণ ও নিদর্শন যা সর্বদা স্থায়ী থাকবে তা তাঁকে দেয়া হবে এবং 'ইফহামে খসম' অর্থাৎ দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন এবং বিতর্কের উত্তর দেয়ার ক্ষমতা আগমনকারীকে দেয়া হবে। বিশেষভাবে একটি নিদর্শনরূপে তাঁকে এটি প্রদান করা হবে। **'যেন সকল ধর্মের অনুসারীদের তাদের দোষত্রুটি সম্পর্কে সাবধান করতে পারেন।'** অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীকে যেন তাদের মন্দকর্ম সম্বন্ধে সতর্ক করেন। **'আর সকল অর্থে যেন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারেন, সকলভাবে আধ্যাত্মিক রোগীদের যেন চিকিৎসা করতে পারেন। বস্তুত আগত সংস্কারককে দু'টো যোগ্যতা দেয়া হয়েছে যিনি খাতামুল মুসলেহীন (সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক)। একটি ইলমুল হুদা যা মাহদী নামের দিকে ইশারা করে, যা মুহাম্মদী বৈশিষ্ট্যের বিকাশ অর্থাৎ নিরক্ষরতা সত্ত্বেও জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া।'** অর্থাৎ জ্ঞানহীন হওয়া সত্ত্বেও খোদা স্বয়ং শিখান আর এটিই মাহদী হবার চিহ্ন। **'দ্বিতীয়তঃ সত্যধর্মের শিক্ষা দেয়া যা নিরাময়ী নি:শ্বাষের ইঙ্গিত বহণ করে।'** যা আধ্যাত্মিক আরোগ্যের প্রতি ইশারা করে। **'অর্থাৎ সার্বিক দৃষ্টিকোন থেকে আধ্যাত্মিক ব্যাধি দূর করা ও পুরো যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের শক্তি প্রাপ্ত হওয়া। হেদায়েতরূপী জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই ঐশী কৃপার উপর নির্ভর করে যা মানুষের মাধ্যম ছাড়া খোদা তা'লার পক্ষ থেকে লাভ হয়। এবং 'দ্বীনুল হক' জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য মানুষের কল্যাণ, হৃদয়ের প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসার দলীল বহণ করে।'(আরবাঈন, নাম্বার-২-পৃ:৯-১০)** অর্থাৎ প্রথমে তাঁকে জ্ঞান দান করেছেন, তিনি নিজে শিখে পরে তা প্রসার করেছেন যাতে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়। অতএব এ হলো খোদা প্রেরিত মসীহ্ ও মাহদীর পদমর্যাদা যাকে খোদা তা'লা এযুগে পৃথিবীবাসীর হেদায়াত ও ইসলামের নুতন জীবনের জন্য প্রেরণ করেছেন যাতে ইসলামের সমুজ্জল শিক্ষা মানুষের সামনে সুস্পষ্ট ও প্রতিভাত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীবাসীকে এই মসীহ্ ও মাহদীকে গ্রহণের তৌফীক দান করুন আর আমাদের তৌফীক দিন আমরা যেন হাদী খোদার প্রেরিত মাহদীর শিক্ষা অনুসারে যে পথে বিচরণ করছি তার উপর অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি আর কখনও যেন হোঁচট না খাই এবং সে গন্তব্যের দিকে ধাবমান থাকি যা আমাদেরকে খোদার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করবে।

খুতবার শেষাংশে হুযূর সম্প্রতী প্রয়াত চারজন আহমদী নারী-পুরুষের বিবরণ পেশ করে তাদের জন্য দোয়ার আহবান জানান এবং নামাযান্তে তাঁদের গায়েবানা জানাযার নামায পড়ান।

(প্রাপ্ত সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

আল্লাহ্ তাআলার নামসমূহের গুণাবলী ও দোয়ার ফজিলত

মিসেস কামরুন্নাহার (ঝিনু)

পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর গুণবাচক নামসমূহ্ সম্বন্ধে বলেছেন, "তিনি পূর্ণ (গুণাবলী প্রকাশক) নাম সমূহের অধিকারী।" (সূরা হাশর- ৩য় রুকু)।

আল্লাহ্ সেই পরম অস্তিত্বের অধিকারী বা সত্ত্বার নাম যিনি পূর্ণতম গুণাবলীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী এবং ধারণাতীতভাবে ত্রুটি মুক্ত।

ইসলাম ধর্মে তিনি তাঁর সকল গুণের পূর্ণ প্রকাশক, তাঁর নিজস্ব নাম জানিয়েছেন, আর সেই নাম 'আল্লাহ্'। ইহা অতুলনীয়। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলার যে সকল নাম সমূহের উল্লেখ রয়েছে সেই নামগুলি আমাদের জীবনে অতীব জরুরী। যেমন:- রসূল করীম (সা:)-এর এক হাদীস হতে জানা যায় যে, তিনি (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলার ৯৯ টি গুণ বাচক নাম রয়েছে আর এই নামগুলিকে যে স্বরণ রাখবে সে বেহেশতে স্থান লাভ করবে। যেমন সাহ-াবা কেরাম (রা.) এবং বুযূর্গানে দীন এই অমূল্য সম্পদের সদ্ব্যবহার করে মহা সম্মান ও শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। মানুষ সম্পদ ও শক্তির পিয়াসী। কিন্তু তার হাতের নিকট যে অমূল্য সম্পদ ও মহা শক্তির ভান্ডার পড়ে রয়েছে উহাকে সে উপক্ষো করে যাচ্ছে। যেমন কবি বলেছেন:-

'বহু দিন ধরে, বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বত মালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় না চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের ওপর
একটি শিশির বিন্দু।'

অর্থাৎ মানুষ অনেক কষ্ট করে, অনেক অর্থ ব্যয় করে পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি দেখতে যায়। কিন্তু ঘরের কাছেই যে ধানের শিষের ওপর শিশির বিন্দুর যে সৌন্দর্য তা দেখা হয় না। আল্লাহ্ তাআলার নিকট আমাদের সকল প্রয়োজনের প্রত্যেক বস্তুরই অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে এবং তিনি আমাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম। অথচ মানবজাতি উহাকে উপেক্ষা করে দেশ হতে দেশান্তরে নেশা গ্রস্তের মত অর্থের জন্য আত্ম বিনাশে লিপ্ত হচ্ছে। এমন কি জঘন্যতম কাজ করতেও দ্বিধা বোধ করছে না। হীরা ফেলে কাঁচ নিয়ে ছুটাছুটি করছে। যেমন- মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজী ভাষায় খ্যাতিমান সাহিত্যিক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। কিন্তু যখন ভাবলেন 'ফেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন' অর্থাৎ পদ্ম ফুলের বাগানকে অবহেলা করে শৈবাল বা শেওলা নিয়ে খেলা করছি, তখন তিনি অনুতপ্ত হন এবং বুঝতে পারলেন যে মাতৃ ভাষার ভান্ডার অমূল্য রত্নে পূর্ণ। তেমনিভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতিকে তার যে নামগুলি অস্ত্ররূপে দিয়েছেন সেই নাম গুলিই মানব জাতির জন্য অমূল্য রত্ন। তাই অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে আল্লাহর ওপর ভরসা করে নাম গুলির সতত ব্যবহার করতে হবে। যেমন- মসীহ্ মাওউদ (আ:) বলেছেন, 'ইমান বিল গায়েব' অর্থাৎ অদৃশ্য বিশ্বাস স্থাপনের ধারণা বদ্ধ মূল করেন। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন- তিনিই আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্য সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত। তিনি অযাচিত অসমী দাতা, পরম দয়াময়। (সূরা হাশর, ২৩ আয়াত)।

মহান রাব্বুল আলামিন মহানুভব। তাই তিনি মানবজাতি ও বিশ্বকে এক মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর তাই মানব জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ প্রকাশের সময় হয়। আর এইরূপ সময়েই ক্ষেত্রপযোগী তাঁর বিশেষ নাম ধরে ডাক দিয়ে তাঁর সাড়া পাওয়া যায় এবং প্রয়োজন পূর্ণ হয় ও পরিচয় লাভ ঘটে। তবে আল্লাহ্ তাআলার নাম সম্বন্ধে যার যত সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ হয়েছে, তার দোয়া তত বেশী কবুল হয়। আর তাই দোয়া করার জন্য আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নামসমূহের নির্বাচন করতে সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রয়োজন।

যেমন- দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ডাক্তারের নিকট পেটের বেদনার চারটি রোগী আসল। দেখা গেল ডাক্তার চারজনকে চার রকম ঔষধ দিল এবং তারা ভাল হয়ে গেল। সুতরাং ডাক্তার এমন কেন করল এবং সকলের পেটের বেদনা বিভিন্ন ঔষধে কেন ভাল হল? এর কারণ এই যে, ডাক্তার যেমন একই রোগের জন্য একেক জনকে একেক রকম ঔষধ দেন এবং রোগীও আরোগ্য লাভ করেন। ডাক্তার যদি সকল রোগীকে এক রকম ঔষধ দিত, তাহলে দেখা যেত, যাকে কারণ সম্মত ঔষধ দেয়া হয়েছিল শুধু সে ভাল হত। বাকী সকলেই অসুস্থ থেকে যেত। অনুরুপভাবে আল্লাহ্ তাআলার নাম নির্বাচন সময়ে প্রয়োজন ও কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন- অনেকেরই অর্থের অনটন আছে। এই অনটন দূর করতে আমরা আল্লাহ্ তাআলার কোন নাম নির্বাচন করব? সেই জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে আর্থিক অনটনের কারণ কি? যেমন আর্থিক অনটনের কারণ কয়েক রকম হতে পারে।

কোন পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে।

আলস্য বশত: পরিশ্রম না করার কারণে।

মেহনত করা সত্বেও জরুরী খরচ পূর্ণ করতে কর্জ হওয়ার জন্য এবং

কারও স্বচ্ছলতা হলে বিপদগামী হতে পারে বলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে অনটনে রাখেন।

প্রথম দফার জন্য আল্লাহ্ তাআলার 'গফুর' ক্ষমাকারী নামের নির্বাচন করতে হবে এবং দোয়া করতে হবে 'হে গফুর! তুমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং আর্থিক অনটন দূর করে দাও।' দ্বতীয় দফার জন্য আল্লাহ্ তাআলার 'কাইয়ুম' নাম নিয়ে বলতে হবে, 'হে কাইয়ুম! তুমি আমায় সক্রিয় করে কাজে অধ্যবসায়ী করে আমার আর্থিক অনটন দূর করে দাও। তৃতীয় দফার জন্য আল্লাহতায়ালার 'বাসেত' নাম নিয়ে দোয়া করতে হবে, 'হে বাসেত! তুমি আমার রোজগারে প্রসারতা দাও।' চতুর্থ দফার জন্য আল্লাহ্ তাআলার 'হাদী' নাম নিয়ে দোয়া করতে হবে। 'হে হাদী! তুমি আমায় মজবুত ইমান দিয়ে আমার আর্থিক অনটন দূর কর। একই ঔষধে যেমন বিভিন্ন রোগ আরোগ্য হয়, তেমনি আল্লাহ্ তাআলার একই নাম বিভিন্ন প্রয়োজন ক্ষেত্রে নির্বাচিত হতে পারে। যেমন;- 'কাইয়ুম' নামের ব্যবহার ওপরে একটি ক্ষেত্রে আমরা দেখে এসেছি। আবার দুশমন কাউকে বিনষ্ট করতে চাইলে 'কাইয়ুম' নাম নিয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে কায়েম থাকার জন্য দোয়া করতে হবে। কোন বিষয়ে পথ খুঁজে না পেলে 'হাদী' নাম দিয়ে পথ চাইতে হবে। যুগ নবীকে জানতে 'হে হাদী! হে আযীয! হে রফিক! বলে ডাক দিয়ে ইমান লাভের জন্য হাদী নাম, ইমান পাইলে ঈমানের পথে খাঁড়া থাকতে শক্তি পাবার জন্য আযীয নাম এবং ইমানের পথে চলতে বন্ধুরূপে পাওয়ার জন্য রফিক নাম ধরে আবেদন জানাতে হবে। পাপ করে অশান্তি ও অনুতাপ হলে ক্ষমাকারী ও করুনাশীল নামে ডাক দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার নিকট ক্ষমা ও মনের প্রশান্তির জন্য করুনা চাইতে হবে। অপরাধ করে লোক জানা জানি হয়ে লজ্জিত হওয়ার ভয়ে "হে সাত্তার"! বলে ডাক দিয়ে লজ্জা ঢাকিবার জন্য আবেদন জানাতে হবে। বিপদ হতে বাঁচতে 'হে জাব্বার'! তুমি ঝগড়া মিটিয়ে দাও বললে, তিনি ঝগড়া মিটিয়ে দিবেন। কেউ দুশমন হলে 'হে ওদুদ' তুমি তুমি তার হৃদয়ে আমার ভালবাসা ঢালিয়া দাও, বললে দুশন বন্ধু হয়ে যাবে। এই ভাবে আল্লাহ্ তাআলার বিভিন্ন নাম নিয়ে প্রয়োজনানুযায়ী নামসমূহ্ ব্যবহার করতে হবে। জটিল ব্যাধির জন্য যেমন অনেক ঔষধের ব্যবহার প্রয়োজন হয়, তেমনি বহু পাপের দ্বারা উদ্ভুত জটিল অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার অনেক নাম ধরে আবেদন করার প্রয়োজন হতে পারে। আল্লাহ্ তাআলার যতগুলি গুণবাচক নাম রয়েছে- এর মধ্যে চারটি হল প্রধান কান্ড স্বরূপ। যথা- রব, আর রহমান, আর রহীম, এবং মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। আর বাকী সকল গুণবাচক নাম এই চারটি মৌলিক গুণবাচক নামের শাখা-প্রশাখা স্বরূপ এবং ইহাদের অধীন আবার এই চারটি মৌলিক গুণবাচক নামের উর্ধে রয়েছে ইস্মে আযম "আল্লাহ্" নাম।

আল্লাহ্ তাআলা নামগুলি যেন এক মহান বৃক্ষের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। আল্লাহ্ নাম যেন বৃক্ষের গুঁড়ি আর চারটি মৌলিক গুণবাচক নাম যেন গুঁড়ি হতে নির্গত চারটি বিরাট কান্ড এবং বাকী সকল গুণবাচক নাম চারটি কান্ড হতে নির্গত শাখা-প্রশাখা স্বরূপ। যখন যত্নে নিবার্চিত আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্র উপযোগী গুণবাচক নাম ধরে তাঁকে ডাক দিলে ফল উৎপাদিত হয় না, তখন উক্ত নাম যে মৌলিক গুণবাচক নামের শাখা সেই মৌলিক নাম ধরে তাঁকে আবেদন জানাতে হবে। ইহাতেও কাজ না হলে ইসমে আযম নাম ধরে তাঁকে ডাক দিতে হবে এবং আপন বক্তব্য নিবেদন করতে হবে। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, আমরা কোন নালিশ করতে প্রথমে নিম্ন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করি। সেখানে সুফল না পাইলে জজ আদালতে আপীল করি। সেখানেও নিষ্ফল হলে হাই কোর্টে যাই। আমাদের মনোবাসনা লাভেও আল্লাহ্ তাআলার নিকট এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। আমরা একবারে যেমন উচ্চ আদালতে প্রথম নালিশ করি না, তেমনি আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ক্ষেত্রপযোগী আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম ধরে তাঁর নিকট দোয়া করতে হবে। এতে অকৃতকার্য হলে মৌলিক গুণবাচক নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এই শিক্ষাই আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন করীমে দিয়েছেন। তিনি উত্তম নামসমূহের অধিপতি এবং তদ্বারা আমরা তাঁকে যেন ডাকি। (সূরা আরাফ ২২ রুকু)। যেমন এক পীড়িত ব্যক্তি দীর্ঘ কাল যাবৎ রোগে ভুগে আল্লাহ্ তাআলার শাফী নাম ধরে আরোগ্যের জন্য বহু দোয়া করে চিকিৎসা করে কোন উপকার না পেয়ে আমাদের তৃতীয় খলীফা (রা:)-কে জানান, তিনি তাকে পত্র দ্বারা আর রহমান নাম ধরে দোয়া করতে বলেন- এই ভাবে যে, 'হে শাফী তোমার দৃষ্টিতে যদি আমার রোগা রোগ্যের কোন পথ না থাকে তা হলে হে রহমান! (অযাচিত দাতা ও উপকরণ সৃষ্টিকারী) তোমার রহমানীয়তের গুণে আমার রোগ রোগ্যের উপকরণ সৃষ্টি করে আমাকে আরোগ্য দাও।' এই নির্দেশানুযায়ী ঐ ব্যক্তি দোয়া করায় সত্তর তিনি আরোগ্য লাভ করেন। এতেও কাজ না হলে, ইসমে আযম 'আল্লাহ্' নামের নিকট শেষ আপীল করতে হবে। (আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব বই থেকে পৃষ্টা ২০৫, ২০৬, ২০৭ ও ২০৮)।

মানব কুলে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক জীবন ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এবং

সর্বাপেক্ষা সফল এবং গৌরবময় জীবনও ছিল তাঁরই। আল্লাহ্ তাআলার মহিমান্বিত নাম গুলির যথাযোগ্য ব্যবহারের দ্বারাই তিনি বিপদ রাশিকে কাটিয়ে অপূর্ব সফলতা ও গৌরব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমন- মক্কা বিজয়ের দিনে হযরত রসূল করীম (সা.) এরূপ মুক্ত হস্তে ধন-সম্পদ বিতরণ করেছিলেন, যা দেখে মক্কার প্রাচীন কোরেশগণ মন্তব্য করেছিল যে, তার বদান্যতা দেখে মনে হচ্ছে যেন তিনি এক অফুরন্ত গুপ্তধন ভান্ডারের সন্ধ্যান পেয়েছেন। তাই যারা জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে আল্লাহ্ তাআলার প্রেম ও সান্নিধ্য লাভ করতে চায় তাদের জন্য ইহা সফলতা লঅভের রাজপথ স্বরূপ এবং আল্লাহ্ তাআলার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের পথ ইহাই। যে আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নামগুলির ব্যবহার প্রণালী আয়ত্ত করেছে, তার নিকট পৃথিবীর সকল কিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দোয়া নির্ধারণ করেছেন। তাই কুরআনুল আযীমে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর নিকট দোয়া করার জন্যে বিশেষভাবে তাগিদ প্রদান করেছেন। হুযূর (আই:) বলেন, আমাদের খোদা হলেন তিনি, যিনি সর্বদা তাঁর বান্দাদেরকে আপন অনুগ্রহে ভূষিত করেন। তিনি তাঁর বান্দাগনের প্রতি বড়ই দয়ালূ। যেমন খোদা তাআলা বলেন, যে অর্ধ হস্ত আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হস্ত এগিয়ে যাই এবং যে আমার দিকে এক হস্ত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক বাহু এগিয়ে যাই এবং যে আমার দিকে হেটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার স্রষ্টা সত্তার বাস্তবতা এটাই যে, তিনি এমন সত্তা যিনি সকল প্রকার কল্যানের উৎস এবং এটাও যে সকল সত্তার মূলেও তিনি, যার জন্য তিনিই আমাদের উপাসনার যোগ্যতা রাখেন। যেমন- হায়দ্রাবাদের আব্দুল করীম নামে একটি ছেলে কাদিয়ানে লেখা-পড়া করত। একদিন তাকে পাগলা কুকুরে কামড় দিল। তারপর চিকিৎসার জন্য কসৌলীতে গেলে আরোগ্য লাভ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু কিছু দিন পরে তার জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়। এমন কসৌলীতে চিকিৎসার উপদেশ দেয়। এমন কসৌলীতে চিকিৎসারে উপদেশ চাওয়া হলে উত্তর আসে Sorry nothing can be done for Abdul Karim. (দুঃখের বিষয় আব্দুল করীমের জন্য করিবার কিছুই নেই)। তার মানে মৃত্যু অবধারিত। এই কথা শুনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন এই বালকের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোয়া করলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং আব্দুল করীম আরোগ্য লাভ করলেন। কিন্তু সেই সময় এই শ্রেণীর রোগী একটিও বাঁচে নাই। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, চিকিৎসা শাস্ত্রকে ছাড়াইয়া উর্ধ্বে এক মহান হাকিম আছেন যাঁর হস্তে বিনা ঔষধেও আরোগ্য দেওয়ার অধিকার আছে। (আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব বই থেকে পৃষ্টা-২২৯ ও ২৩০)।

ইসলাম বলে বান্দা সরাসরি আল্লাহর নিকটবর্তী (মিনাল মোকারাবীন) হতে পারে। কারণ স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন, “ফা-ইন্নি কারিব” অর্থাৎ আমি আমার বান্দার অতি নিকটে আছি। তারা ডাকলে আমি তাতে জবাব দেই (সূরা বাকারা)। যেমন হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, “তোমাদের প্রত্যেক অভাব অভিযোগের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা কর যেমন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর জিনিসের জন্যেও এমনকি জুতার ফিতার জন্যেও” (মিরমিযী)। কিন্তু দোয়া কবুলিয়তের জন্য কতকগুলি শর্ত রয়েছে। যেমন:-

১। পুত্র যেরূপে স্নেহশীল পিতাকে স্মরণ করে, সেইভাবে আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করে পবিত্র দেহ ও পরিস্কার এবং শের্ক মুক্ত মন নিয়ে দোয়া করতে হবে।

২। নামাযের মধ্যে দোয়া করতে হয়। কারণ নামায মো’মেনের জন্য মে’রাজ।

৩। নিষিদ্ধ ও অপবিত্র বিষয়ের জন্যে দোয়া করা নিষেধ। কারণ আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র।

৪। প্রার্থিব বস্তু দেবার পূর্ণ ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলার আছে এবং তিনি মহান দাতা, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করতে হবে।

৫। যতক্ষণ পর্যন্ত দোয়া কবুল না হয়, অথবা আল্লাহ্ তাআলার তরফ হতে নিষেধ না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে দোয়া করতে হবে।

৬। দোয়া করার পূর্বে ও পরে বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়লে দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

৭। প্রশান্ত মনে একান্ত বিনয়াবনত হয়ে বিগলিত হৃদয়ে দোয়া করতে হবে। কারণ এতে দোয়া শীঘ্রই কুবল হয়।

৮। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য দোয়া করার আগে এবং পরে সদকা বা কুরবানী করতে হয়। এতে দোয়া খুব শীঘ্র কবুল হয়।

৯। দোয়া করার পূর্বে এতিম বাচ্চাকে পেলে তাকে খুশী করলে দোয়া তাড়াতাড়ী কবুল হয়।

১০। দোয়া করার পূর্বে কোন দুঃস্থ বা বিপদ গ্রস্থ ব্যক্তিকে পেলে তাকে সাহায্য করলে দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

১১। দোয়া করার পূর্বে পিতা-মাতাকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

১২। প্রার্থিব দোয়া করার পূর্বে আত্মীয় এবং দুঃস্থ আত্মীয় ও বিপদ গ্রস্থ বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোয়া করলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

১৩। বা-জামাত নামাযের মধ্যে দোয়া করলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

১৪। তাহাজ্জুদের নামাজের মধ্যে দোয়া করলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

১৫। বৃষ্টির সময়ে দোয়া করলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

১৬। আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর নিকট দোয়া চাইলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

১৭। মুসাফির ও রোগীর দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়।

১৮। বিপদগ্রস্থ অবস্থায় দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

১৯। হজ্জের মধ্যে দোয়া করলে দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

২০। মক্কা শরীফে বায়তুল্লায় দোয়া করলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

২১। মদিনা শরীফ, কাদিয়ান ও রাবওয়ার মসজিদে দোয়া করলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

২২। কাদিয়ান ও রাবওয়ার এবং বিভিন্ন স্থানে জামাতের ধর্মীয় জলসায় দোয়া করলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়।

২৩। নামায ছাড়াও যে বিষয়ের জন্য উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে সব সময় মনে মনে দোয়া করা হয়, তা অতি শীঘ্র কবুল হয়।

উপরোক্ত শর্তগুলির মধ্যে ১ হতে ৭ দফা লিখিত শর্তগুলি দোয়ার কবুলিয়তের জন্য অপরিহার্য। বাকী শর্তগুলির যে কোন একটি বা একাধিক পালন করার সুযোগ ও সুবিধা পাইলে দোয়ার কবুলিয়তকে নিশ্চিত করে। দোয়া করতে একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। আর তা'হল, নবী এবং আল্লাহ্ তাআলার নেক বান্দাদের বিরুদ্ধে দোয়া করতে নাই। কারণ এতে প্রার্থনাকারীর সমূহ্ ক্ষতি হয়। যেমন- হযরত মুসা (আ.)-এর যামানায় এক শহরে বিলআম বিলঔর নামে এক ওলি ছিলেন। হযরত মুসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলের সেই শহরে প্রবেশ করতে উদ্যত, তখন শহরবাসী তাঁর নিকট গিয়ে তাকে দোয়া করতে বলল যেন হযরত মুসা (আ.) শহরে প্রবেশ করতে না পারেন। বিল আম বিলঔর শহরবাসীর অনুরোধে দোয়া করলেন। আল্লাহ্ তাআলা তার দোয়া কবুল করলেন। কিন্তু নবীর বিরুদ্ধে দোয়া করার জন্য তিনি আল্লাহ্ বিলআম বিলঔরের ওলায়েত কেড়ে নিলেন। আমরা দৈনন্দিন জীবনেও দেখি বাদশাহ্ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্তরঙ্গের বিরুদ্ধে যে কেহ বিরোধিতা করে, সে স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দোয়ার কবুলিয়তের দ্বারা কারও যে পরিমান আল্লাহ্ তাআলা গুণাবলী সম্বন্ধে পরিচয় লাভ হতে থাকে, সেই পরিমাণ আল্লাহ্ তাআলার সাথে তার সম্বন্ধও দৃঢ়তর হতে থাকে। যেমন- প্রথম পর্যায়ে বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী স্মরণ করে তার নিকট নিজের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনে বস্তু চায়। এতদ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সহিত তার সম্বন্ধ যত নিবিড়তর হয়,ততই সে অপরের জন্যও দোয়ায় তৎপন্ন হয় এবং অবশেষে সে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে জনগণের সর্বময় কল্যাণকামী হয়। নবী রসূলগণ এই পর্যায়ের হয়ে থাকেন। (আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বই থেকে, পৃষ্ঠা- ২১৪, ২১৫ ও ২১৬)।

আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দোয়ার কবুলিয়তের ক্ষেত্রে এক বড় আদর্শ ছিলেন। যেমন- রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের প্রতি তাকালে দেখা যায় যে, তাঁর (সা.) সমস্ত জীবন ছিল ইশ্‌কে ইলাহীতে (ঐশী-প্রেম) নিমজ্জিত। কারণ জামাতী গুরুদায়িত্বাবলী সম্পাদন করার পরও তিনি দিনরাত ইবাদতের মধ্যে মশগুল থাকতেন। অর্ধেক রাত কেটে যাওয়ার পরই তিনি খোদাতায়ালার ইবাদতের জন্য খাড়া হয়ে যেতেন এবং ভোর পর্যন্ত ইবাদত করতেন। এমনকি, কোন কোন সময় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা ফুলে যেতো। তাঁর খোদা তাআলার নৈকট্য লাভের আকাঙ্খা এত প্রবল ছিল যে, তিনি সর্বক্ষণ দোয়া করতেন... 'হে আমার প্রভু! তুমি আমার হৃদয়কে তোমার নূরের আলো দ্বারা ভরপুর করে দাও। আমার ঊর্ধ্বে তোমার আলোকে আলোকিত হোক, আমার নিম্নও তোমার আলোকে আলোকিত হোক এবং হে আমার প্রভু! আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আলোয় আলো বানিয়ে দাও' (বুখারী)।

হযরত শাক্বীক্ব বল্‌কী (রাঃ) বলেন, ইবাদতের মূল উৎস হলো- ভয় আশা এবং ভক্তি। ভয়ের চিহ্ন হলো নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ্ বর্জন করা। আর আশার লক্ষণ হলো ইবাদতের ওপর স্থায়ী থাকা। আর ভক্তির আলামত হলো আগ্রহান্বিত, তওবা করা এবং আল্লাহ্ তাআলার দিকে রুজু করা। যার মধ্যে নিরাপত্তা, ভয় এবং বাধ্য বাধকতা এই তিনটি বস্তু নাই, সে নরক হতে মুক্তি পাবে না।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ ও পথের পূর্ণ অনুসরণে বান্দার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সামথ্যকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে আধ্যাত্মিক নিয়ম শৃঙ্খলার নিগড়ে নিজেকে এমনিভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখা যাতে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর ছবি নিজের ভিতর মোহরাঙ্কিত হয়ে নিজের মধ্যে প্রকাশিত হয়। মানুষের জীবনের আসল ব্রত ও উদ্দেশ্য এটাই। মহান খোদা তাআলা আমাদেরকে মহান খোদার নামসমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁকে বেশি স্মরণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন সুম্মা আমীন।

অনুকরণীয় গুণাবলীর অধিকারী মাসুদা সামাদ সাহেবার স্মৃতিচারণ

মাওলানা মাহমুদ আহমদ, ন্যাশনাল আমীর, অষ্ট্রেলিয়া

সমবয়সীরা বলেন আপা, মাঝ বয়সীরা ডাকেন খালা, আর বয়সে যারা তরুণ তাদের কাছে তিনি নানী। অথচ এদের অনেকের সাথেই তাঁর রক্তের সম্পর্ক ছিল না, আপন করে নেয়ার এই মহান গুণসম্পন্ন মহিলা আর কেউ নন, তিনি হলেন মাসুদা সামাদ। কালের পরিক্রমায় তিনি এখন মরহুমা। তাঁর সাথে যারা সম্পর্ক রাখেন তাঁরা সকলেই কম বেশী তাঁর অনেক গুণ সম্পর্কে অবগত। এর মধ্যে তিনটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তার কিছুটা বর্ণনা করছি।

১। এম.টি.এ.তে মরহুমার কিছু অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। যারা দেখেছেন অথবা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তারা জানেন, পবিত্র কুরআন হাদীস এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনেক দোয়া তাঁর মুখস্ত ছিল। অনর্গল তিনি একের পর এক বিভিন্ন দোয়া শুনাতে পারতেন। এসব দোয়া কেবল যে মুখস্তই ছিল তা নয় বরং সর্বদা তিনি এগুলো পাঠ করতেন। তাঁর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সামিল হয়ে গিয়েছিল এসব দোয়ার ছোট বড় সকলকে কখন, কিভাবে এসব দোয়া পাঠ করতে হবে সে বিষয়ে অভ্যাস সৃষ্টি করার পরামর্শ দিতেন। "আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাও"–এই প্রবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি।

দোয়া মুখস্তের কথা আমি এজন্যেই উল্লেখ করেছি যে, অনবরত দোয়া করাও প্রয়োজন আছে। মুখস্ত থাকলে তা পাঠ করারও সহজ হয়। এখনও আমাদের চোখের সামনে তাঁর দোয়ার অভূতপূর্ব দৃশ্য ভাসে। সেই দৃশ্য দেখে আমার স্ত্রী হাজেরা বলতেন যে, মাসুদা খালা যেন কম্পিউটারে যেমন মেমরিতে সমস্ত তথ্য সংরক্ষিত থাকে তেমনি অসংখ্য দোয়া মাসুদা খালার স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। অবিরাম তিনি দোয়া শুনাতে পারতেন। দোয়া মুখস্ত রাখার বিষয়টি আমার দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাই এটি উপলব্ধির জন্য বর্ণনা করলাম।

২। তাঁর সাথে যখনই সাক্ষাৎ হতো তিনি একথাই বলতেন যে, আমার জন্য এ দোয়াই করো যেন সহি সালামতে যেতে পারি। কারো ওপর বোঝা না হয়ে শক্ত সামর্থ্য হয়ে যাওয়াই ভাল। স্মরণ-শক্তি ভাল থাকতেই যেন খোদা তাআলা আমাকে নিয়ে যান। কোন জাগতিক আরাম আয়েশ বা বস্তুগত কোন দোয়া নয় বরং তাঁর প্রিয় খোদা তাআলার কাছে যেন সুন্দরভাবে যেতে পারেন এই দোয়াই কামনা করতেন। প্রকৃতপক্ষে অন্যের ওপর বোঝা হওয়া অনেক কষ্টের ব্যাপার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়, তাছাড়া সবসময় সবকিছু নিজের ইচ্ছামত করা বা পাওয়া যায় না। পরিবার পরিজন তাঁর সেবা যত্নের কোনই ক্রটি রাখে নি। তবুও খোদা তাআলার ইচ্ছায়, তাঁর ইচ্ছা ও দোয়া অনুযায়ী তিনি সুন্দরভাবেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন, তাঁর প্রিয় স্রষ্টার কাছে হাজির হয়েছেন।

৩। তৃতীয় যে গুণের কথা বলবো সেটি হচ্ছে তাঁর মেহমান নেওয়াজী। তাঁর আতিথিপরায়নতা সর্বজনবিদিত। জামাতের গরীব সদস্য থেকে শুরু করে ধনী সকলের জন্যই তাঁর দ্বার উন্মুক্ত ছিল, সকলেই সমান ব্যবহার পেতেন। কেন্দ্র থেকে যখনই কোন মেহমান আসতেন, তাঁর বাসায় অতিথি হতেন। তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী তাদের আপ্যায়নের চেষ্টা করতেন। পবিত্র কুরআন, হাদীস ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী চলার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন। খোদা তাআলা এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মহিলাকে জান্নাতবাসীনি করুন, আমীন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাঁর প্রিয়জনের অন্তর্ভুক্ত হবার তৌফিক দিন। আমীন ॥

ইতিহাসে এক নব দিগন্তের উন্মোচন

ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে বিনীত দোয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৮৫তম জাতীয় সালানা জলসা ২০০৯ অসাধারণ সফলতার সাথে সম্পন্ন

মুহাম্মদী মসীহ্ তরবারিও হাতে নিবেন না আর হত্যাও করবেন না

হ্যাঁ, প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করবেন

আর রক্ত ঝরে না, মানুষ দৈহিক ভাবে মৃত্যুবরণও করে না বরং এর ফলে নতুন জীবন লাভ হয়

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর আশিসময় ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সকল সদস্য সদস্যা আত্মার প্রশান্তি লাভ করে ধন্য হয়।

জলসায় অংশগ্রহণকারী শ্রোতাবৃন্দের একাংশ

৮৫তম জাতীয় সালানা জলসা গত ১৩, ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কেন্দ্র ঢাকার ৪নং বকশীবাজার দারুত তবলীগ অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) মাত্র ৭৫ জন বিদগ্ধ মহান ব্যক্তিদের নিয়ে কাদিয়ান নামের ক্ষুদ্র নিভৃত এক গ্রাম থেকে এই জলসা সালানার সূচনা করেছিলেন।

মহান খোদার অশেষ কৃপায় এখন হাজার হাজার স্থানে লাখো লাখো ধর্মপ্রাণ জনতার সমাগমে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে এই জলসা।

এ বছর বাংলাদেশের ৮৫তম সালানা জলসায় প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এই জলসায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও আরো কয়েকটি দেশ থেকে বিশেষ অতিথিরা এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবারের মত এবারের জলসাতেও হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর প্রতিনিধি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের নাযের ও আমীর মোকামী জনাব মাওলানা মোহাম্মদ ইনাম ঘোরী সাহেবকে পাঠিয়েছেন।

৮৫তম সালানা জলসার কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ শুক্রবার বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হয়। তাহাজ্জুদ নামায পড়ান, মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, দরস প্রদান করেন মাওলানা শেখ শরীফ আহমদ। বিকাল ৩ টায় জলসার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা মোহাম্মদ ইনাম ঘোরী সাহেব। শুরুতেই পবিত্র কুরআনের সূরা আল হাশর থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব বশির আহমদ, উর্দু নযম পরিবেশন করেন জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ছাত্র জনাব মামুন উর রশীদ।

কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি

মাওলানা মোহাম্মদ ইনাম ঘোরী সাহেব উদ্বোধনী বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনা করেন। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি তাঁর বক্তৃতায় পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আত্ তাওবার ১১৯ নং আয়াতের কথা উল্লেখ করে বলেন, এখানে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, “হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও”। এখানে আল্লাহ্ তাআলার তাক্ওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। আর এজন্য সর্বদা সত্যবাদীদের সাথে থাকার শিক্ষাও কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে। হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি সৎ সঙ্গীর উদাহরণ দিতে গিয়ে রসূল করীম (সা.) এর নিম্নের হাদীস উপস্থাপন করেন, হযরত আবু মূসা আশআরি বর্ণনা করেছেন, “একজন ধার্মিক সঙ্গী ও একজন মন্দ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত ঐ দু’ ব্যক্তির ন্যায় যার একজন সুগন্ধি বহন করে ও অপরজন হাপর চালক। সুগন্ধি বহনকারী তোমাকে দান হিসেবে কিছু সুগন্ধি দিতে পারে অথবা তুমি তার নিকট হতে সুগন্ধি ক্রয় করতে পার অথবা নিতান্তপক্ষে তুমি তার সুগন্ধের ঘ্রাণ পেতে পারো। প্রকারান্তে অন্যজন তোমার কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, ন্যূনপক্ষে হাপড়ের বিষাক্ত বাতাস তোমাকে নি:শ্বাসের সাথে গ্রহণ করতে হবে” (বুখারী ও মুসলিম)।

তিনি তাঁর বক্তৃতায় আরো বলেন, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যারা এ দুনিয়াতে এসে থাকেন তারা নবী রসূল। এই যামানায় হযরত রসূল করীম (সা.)-এর পুণ্য আনুগত্য ও অনুসরণ করে অনুসরণ করার ফলেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ইমাম মাহদী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর শিক্ষাকে জামানায়

হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা মোহাম্মদ ইনাম ঘোরী সাহেব

প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ দিনগুলোতে এই জলসার ব্যবস্থাপনা করেন, আমরা যেন ভাল কথাবার্তা শুনে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারি। এই জলসার উদ্দেশ্য কি তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেই উল্লেখ করে বলেন, “এই জলসার একটি মহৎ উদ্দেশ্য এটাও যে, প্রত্যেক মুখলেস (নিষ্ঠাবান) যেন প্রত্যক্ষভাবে দ্বীনি কল্যাণ লাভের সুযোগ পান এবং তার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয় এবং ঈমান ও মা’রেফাতে সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে” (ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯২ইং)

সবচেয়ে প্রথম কথা তো এই যে, এই জলসা কোন মামুলি বিষয় নয়। এই জলসা খোদা তাআলার নির্দেশে ১৮৯১ সাল থেকে হয়ে আসছে। এই জলসা বাংলাদেশের ৮৫তম সালানা জলসা। এই তিনদিন কুরআন হাদীসের আলোকে বিভিন্ন মূল্যবান কথা শুনানো হবে। এই কথা ঠিক নয় যে, এটা শুধু মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের কথা বলা হয়েছে বরং আজো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণ বহমান রয়েছে।

তিনি তার বক্তৃতায় আরো বলেন, আমাদের বিশ্বাস, যারা এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন তারা মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়ার বরকত লাভ করবেন। এই দিনগুলোতে যেন আমরা নিজের পরিবার পরিজন সবার জন্য দোয়া করি এবং হুযূর (আই.) এর জন্য দোয়া করি। হুযূর (আই.) সব সময় জলসার দিনগুলোতে বলে থাকেন এই সময়গুলোতে যেন অবশ্যই বাজামাত নামায আদায় করি, যারা ডিউটি রত তারাও যেন বাজামাত নামাযের দিকে খেয়াল রাখেন। সারা বছর যে সব ভাই বোন যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাদের জন্যও জলসায় দোয়া করা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে যে দোয়া পাঠ করেছেন তা তিনি তুলে ধরেন। এরপর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি দোয়া পড়ান।

হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির বক্তব্য ও দোয়ার পর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান,

স্বাগত ভাষণ প্রদান করছেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত বাংলাদেশ।

ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত বাংলাদেশ। তিনি তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, আমাদের এই জলসা আন্তর্জাতিক জলসা হিসেবে হুযূর (আই.)

রূপায়িত করেছেন। তাই কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। MTA-তে জলসা সালানা Live সম্প্রচার করার অনুমতি দিয়েছেন। এবং নিজে তিনি (আই.) সমাপনী বক্তব্য ও দোয়া করাবেন। এত বড় পাওয়া আমাদের আর কি হতে পারে। আমরা আমাদের প্রাণ প্রিয় খলীফার সুস্থতার জন্য সর্বদা দোয়া করি। ন্যাশনাল আমীর সাহেব আরো বলেন, আমরা মনে করেছিলাম এবার হয়তো জায়গা কিছুটা বড় হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল জুমুআর নামাযের সময় সব জায়গা কানায় কানায় ভরে গেছে। আগামী বছর যেন আমরা আরো বড় জায়গা পাই সেইজন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন করছি। আমরা জানি যে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে তারপরও আপনারা তা মেনে নিচ্ছেন। আমরা সব সময় সরকারের জন্য দোয়া করি দেশে যেন সর্বদা শান্তি বিরাজ করে। ইতি মধ্যে আমরা অনেক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি।

আল্লাহ্ তাআলা সকল গুণের আধার এই বিষয়ে মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তার বক্তৃতার এক অংশে বলেন, সারা পৃথিবীতে যত রকমের কল্যাণ আমরা দেখতে পাই তা সবই মহান আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই এসে থাকে। আল্লাহ্র কাছে কোন অমঙ্গল বা খারাবী নেই। কুরআন শরীফের সমস্ত জায়গা জুড়ে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। সূরা ফাতেহায় চারটি গুণের উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীতে যা কিছু আবিষ্কার হয়েছে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যা কিছু আবিষ্কার করেছে তা-ই শেষ নয়। কুরআনে বলা হয়েছে আমরা এগুলো সম্প্রসারিত করছি। তিনি আরো বলেন, মানুষের চেহারা অবয়ব কি ধরনের হবে তা খোদা তাআলাই নির্ধারণ করে

মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

রেখেছেন। মহান খোদা তাআলা সবকিছু সুন্দরভাবে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ছাড়া পরিচালনা করছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জগদ্বাসীকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তাঁর সমকক্ষ পবিত্র কুরআনের তফসীর লেখার জন্য কিন্তু কেউ তার মোকাবেলা করার সাহস পায়নি। তিনি (আ.) সূরা ফাতেহার ৩০০ পৃষ্ঠার তফসীর লিখেছেন। মাওলানা সাহেব তার বক্তৃতার শেষ দিকে সমগ্র বিশ্বের মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ আহমদীয়া জামা'ত ছাড়া আল্লাহকে লাভ করা, আর কোন গতান্তর নেই। আর কয়েক বছর পরেই আহমদীয়াতের বিজয় হবে, ইনশাআল্লাহ্।

অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান। ***সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*** এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মাওলানা আলহাজ্জ সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। তিনি শুরুতেই পবিত্র কুরআনের সূরা আন নিসার ৭০ নং আয়াত তেলাওয়াত করে তিনি বলেন, পথহারা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে আল্লাহ্ তাআলা অগণিত নবী রসূল পাঠিয়েছেন। আর সকল নবী রসূলের শ্রেষ্ঠ নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই মহান নবী সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, *"সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের জ্যোতিঃ যা মানব তথা পূর্ণ মানবকে দেয়া হয়েছে, তা ফিরিশ্তাগণের মধ্যে ছিল না, তারকায় তা ছিল না, উহা পদ্মরাগ মণি ও নীলকান্ত মণিতে ছিল না, চন্দ্রে তা ছিল না, সূর্যে তা ছিল না, তা ভূপৃষ্ঠে, সমুদ্রে ও নদীসমূহে ছিল না, তা পান্না, হীরক ও মতির মধ্যেও ছিল না, তা পার্থিব ও নৈসর্গিক বস্তুতে ছিল না, তা ছিল শুধু মানবের মধ্যে তথা পূর্ণ মানবের মধ্যে পূর্ণ ও সর্বোচ্চ মহীয়ান ও গরীয়ান, আমাদের প্রভু সায়্যেদুল আম্বিয়া সায়্যদুল আহয়িয়া মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে"* (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)।

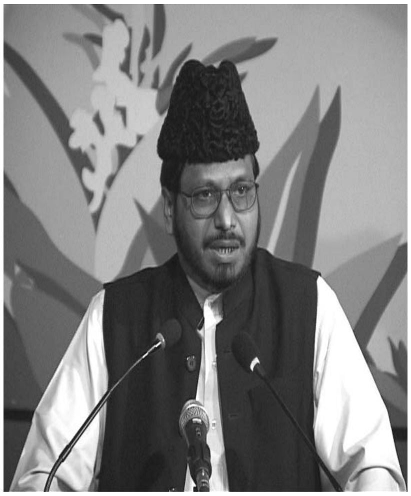

মাওলানা আলহাজ্জ সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা এই দুনিয়ার কারো পক্ষে সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে হে মুহাম্মদ! তোমার যিকর এতো উচ্চ

করেছি (যে তার মত যিকর অন্যের পক্ষে কিভাবে সম্ভব)। হযরত রসূল করীম (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে শুধু মুসলমানরাই অবগত নয় বরং বিধর্মীরাও এ কথা স্বীকার করেছে। **মাইকেল হার্ট** তার পুস্তকে বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রভাব এই দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই নবী যার কল্যাণ থেকে কিয়ামতকাল অবধি মানুষ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই নবী যার কল্যাণ থেকে কিয়ামতকাল অবধি মানুষ নূর ও কল্যাণ লাভ করতে থাকবে। কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, কুল ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি..অর্থাৎ তোমরা যদি আমাকে পেতে চাও তাহলে সেই মহান রসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। মহানবী (সা.) সেই মর্যাদায় সমাসীন তাঁর অনুসরণ ব্যতিরেকে আজ আর কেউ আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছতে পারে না।

নূর ও কল্যাণ লাভ করতে থাকবে। কুরআনে উল্লেখ রয়েছে,

কুল ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি...অর্থাৎ তোমরা যদি আমাকে পেতে চাও তাহলে সেই মহান রসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। মহানবী (সা.) সেই মর্যাদায় সমাসীন তাঁর অনুসরণ ব্যতিরেকে আজ আর কেউ আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছতে পারে না। মহানবী (সা.) সেই সূর্য যার ছায়ায় মানুষও সূর্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রসূল করীম (সা.) এর ইবাদতের মান উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এক রাতে আমি তাঁকে ঘরে না পেয়ে ভাবলাম হয়তোবা অন্য কোন স্ত্রীর

বক্তব্য রাখছেন মাওলানা শাহ্‌ মোহাম্মদ নূরুল আমীন।

ঘরে গেছেন। কিন্তু আমি গিয়ে দেখি তিনি কবরস্থানে নামাযরত অবস্থায় কাঁদছেন। মনে হচ্ছে এক টুকরো সাদা কাপড় সেখানে পড়ে রয়েছে। তাই মুহাম্মদ (সা.) কি ছিলেন তা কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

মহানবী (সা.) সেই সত্তা যিনি আপাদ মস্তক শুধু খোদার মাঝেই বিলীন ছিলেন। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই জলসার প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

জসলার দ্বিতীয় দিন বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায পড়ান মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ ও দরস প্রদান করেন মাওলানা খোরশেদ আলম। জলসার ২য় দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকাল ১০ টায় জনাব প্রকৌশলী মাহমুদুল হাসান সিরাজী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা শেখ শরীফ আহমদ, বাংলা নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ যিকরে ইলাহী। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর ***ইবাদত: মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য*** এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা শাহ্‌ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। তিনি বলেন–পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, মানুষকে কেবল ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তিনি তার বক্তব্যের এক অংশে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) এর কথা উল্লেখ করে বলেন, ইবাদতের মূল হচ্ছে নামায, আর নামায এভাবে পড়তে হবে যেন তুমি খোদাকে দেখছো আর না হয় এটা মনে করতে হবে খোদা তোমাকে দেখছেন। তিনি তার বক্তৃতায় আরো বলেন, ইবাদতের উপাদান মানুষের ফিতরতের মাঝেই রেখে দেয়া হয়েছে। যেমন স্বভাবগত কারণেই মানুষ সুন্দর জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই সকল সুন্দর ও সৌন্দর্যের আধার আল্লাহ্‌র প্রতি সে আকৃষ্ট হবে না এটা হতেই পারে না। এছাড়াও মানুষ তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করে তার প্রতি দয়া করে, উপকার করে। আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয় ও করুণা প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছেন। এজন্য স্বভাবত মানুষ আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা বা তাঁর ইবাদত করতে বাধ্য। হযরত রসূল করীম (সা.) এমনভাবে ইবাদত করতেন যে তাঁর পা দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ফুলে যেতো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কেন এত কষ্ট করে ইবাদত করেন। আপনার তো কোন দোষ ত্রুটি নেই। তখন রসূল করীম (সা.) উত্তরে বলেন, আমি সেই খোদার কৃতজ্ঞ হবো না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আর এত দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। পৃথিবীতে যত নবী রসূল এসেছেন তারা সবাই এক খোদার উপাসনাই করেছেন তারা এক খোদা ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদত করার শিক্ষা দিয়ে যাননি। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় হিন্দু, খৃষ্টান সহ অন্যান্য ধর্মগুলোতেও এক খোদার ইবাদতের শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হওয়ার নামই প্রকৃত ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত। আর এই জগতে সবচেয়ে বেশী যিনি তাঁর রঙে বিভোর

ছিলেন তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি (সা.) উঠতে বসতে সব সময় আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি (সা.) কাজে ব্যস্ত থাকতেন কিন্তু তাঁর হৃদয় আল্লাহ্‌র ইবাদতে রত থাকতো। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা ও সবচেয়ে প্রিয় হলো রাতের ইবাদত। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে রসূল করীম (সা.) রাতে একবার উঠতেন কিছুক্ষণ নামায পড়তেন আবার ঘুমাতেন, আবার উঠতেন এভাবে সারা রাত পার করতেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে অসুস্থতার জন্য মসজিদে যেতে পারছিলেন না সেই সময়ও তিনি বার বার জিজ্ঞেস করতেন নামাযের সময় কি হয়েছে, লোকেরা কি আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

এই পর্যায়ে ***ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মুসলিম নারীর অবদান*** এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, আলহাজ্জ প্রফেসর ড. তারেক সাইফুল ইসলাম। তিনি তার বক্তব্যের এক অংশে বলেন, ইসলাম প্রচার ও প্রসার কি শুধু পুরুষরাই করেছেন না নারীরাও করেছেন। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে নারীদের ভূমিকা অনেক। তিনি হযরত খাদিজা (রা.) ইসলাম প্রচারের অবদান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি (রা.) রসূল করীম (সা.) কে তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। দেখা যায় ইসলামের ইতিহাসে প্রথম এবং সবচেয়ে বেশী যিনি ইসলাম প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তিনি ছিলেন একজন নারী। হযরত ফাতেমা (রা.) অবদানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। ইসলামের প্রথম শহীদ যিনি হন তিনিও ছিলেন একজন নারী। এই যুগেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতে অগণিত এমন মহিয়সী নারী রয়েছেন যারা ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অনেক

আলহাজ্জ প্রফেসর ড. তারেক সাইফুল ইসলাম

অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন। তিনি হযরত আম্মাজানের অবদানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, প্রথম যখন মিনারাতুল মসীহ্‌র কাজ শুরু হয় তখন তিনি উল্লেখযোগ্য অর্থ প্রদান করেন। দেখা যায় আমাদের মহিলারা এমন এমন স্থানের মসজিদের জন্য চাঁদা দিচ্ছেন যেখানে তারা কোন দিন যাওয়ারও সামর্থ্য নেই। তিনি এক মহিলার অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, কানাডার আমীর সাহেব এক পাকিস্তানী পরিবার (যিনি বর্তমানে কানাডার অধিবাসী) তার কাছে যখন মসজিদে চাঁদার জন্য যান তারা গরীব ছিলেন তিনি ভাবসাব বুঝে বাড়ির কর্তাকে বললেন, আমি আজ চলে যাই, ভিতর থেকে মহিলা তার স্বামীকে বললো, আপনি আমীর সাহেবকে বলেন, কিছুক্ষণ বসার জন্য। মহিলাটি কিছুক্ষণ পর তার গহনার বক্স এনে আমীর সাহেবের হাতে তুলে দেন। সেই মহীয়সী নারী কে তার নাম আজো সবার অজানা। তিনি আহমদী মহিলাদের অবদানের কথা উল্লেখ করে আরো বলেন, এক ব্যক্তি চাঁদার জন্য কোন এক বাড়ীতে গেলে সেই ব্যক্তি চাঁদা গ্রহীতাকে বলেন, আমি তো আহমদী নই, আমি চাঁদা দিবো কেন, এই কথা শুনে চাঁদা গ্রহণকারীরা চলে গেলেন, সেই লোকটি যখন ঘরে প্রবেশ করতে চাইলেন তখন তার স্ত্রী দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলে, তুমি কে, এই ঘরে প্রবেশ করার অধিকার তোমার নেই, কারণ আমার পিতা একজন আহমদী ছেলের কাছে বিয়ে দিয়েছে, কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি বলেছো তুমি আহমদী নও তাই আমি তোমাকে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারি না তুমি আগে চাঁদা পরিশোধ ও তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসো তারপর অনুমতি পাবে। তিনি তার বক্তৃতার এক অংশে পঞ্চগড় জামাতের মহিলাদের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, আহমদনগর মসজিদ যখন মোখালেফাতের শিকার তখন সেখানকার আহমদী মহিলারা পুরুষদের বলেছিলেন, তোমরা মসজিদের হেফাজত না করে ফিরে আসবে না। যদি শহীদ হতে হয় তারপরও। তিনি তার বক্তৃতার শেষ দিকে মরহুমা মাসুদা সামাদ চৌধুরী সাহেবার ইসলাম প্রচারে ও গরীবদের সাহায্যের ক্ষেত্রে অবদানের কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে স্বরচিত বাংলা নযম পরিবেশ করেন জনাব জি, এম সিরাজুল ইসলাম।

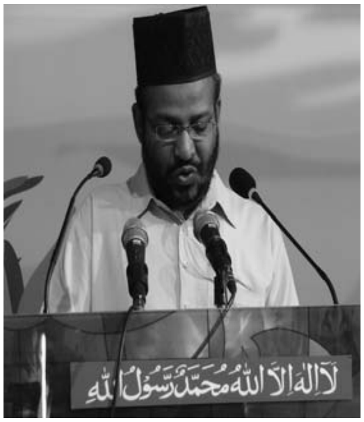

মাওলানা বশীরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্

নেযামে খিলাফত ও এর আনুগত্য এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, মাওলানা বশীরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্। তিনি তার বক্তৃতার এক অংশে বলেন, আমাদেরকে

প্রথমে বুঝতে হবে নিযামে খিলাফত কি? আর এটা যদি বুঝতে পারি তাহলেই উপলব্ধি করা যাবে খিলাফতের আনুগত্য করা কত জরুরী বিষয়। তিনি আরো বলেন, জাতির বয়স যেহেতু কখনও শত শত আর কখনও হাজার হাজার বছর ব্যাপী দীর্ঘ হয় আর নবী রসূলগণের বয়স যেহেতু এর তুলনায় অনেক কম হয় তাই আল্লাহ্ তাআলা নবী রসূলদের আদর্শ ও নমুনার প্রবাহকে জারি রাখার জন্য তাঁদের মৃত্যুর পর এমন অনেক স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন যাদের মাধ্যমে নবী রসূলদের আদর্শ ও তাঁদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে থাকে। আর এই উদ্দেশ্য যারা পূর্ণ করেন তারা হলেন 'খলীফা'। তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা আন নূরের ৫৬ নং আয়াতের উল্লেখ করে বলেন, এখানে আল্লাহ্ তাআলা ওয়াদা করেছেন, যারা সৎ ঈমানদার তাদের মাঝে অবশ্যই খলীফা নিযুক্ত করবেন। আর আল্লাহ্ তাআলা যখন থেকেই এই পৃথিবীতে নবী রসূল পাঠানো শুরু করেছেন তখন থেকেই খলীফা প্রেরণের রীতি চলে আসছে। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর নবুওয়াতের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, **"সুম্মাতাকুনু খিলাফাতুন আলা মিন হাজিন নবুওয়াত"** অর্থাৎ নবুওয়াতের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা হবে। বস্তুত: ইসলামের ১৫শ বছরের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ হলো এই হাদীস। আজ আহমদীয়া জামা'ত ছাড়া আর কোথাও খিলাফত ব্যবস্থাপনা নেই। রসূল করীম (সা.) আরো বলেছেন, খিলাফত তাদের মধ্যেই থাকবে যারা রসূল করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খিলাফতের অধীনে ১৯২ টি দেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ করা হচ্ছে। রসূল করীম (সা.) এর সাহাবীদের মাঝে আনুগত্যের যে মান প্রতিষ্ঠিত ছিল আজ ঠিক একই মান আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের মাঝেও দেখা যায়। তিনি তার বক্তৃতার শেষ দিকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফা হযরত মৌলভী হেকীম নূর উদ্দিন (রা.) এর আনুগত্যের মান কত গভীর ছিল তার উল্লেখ করেন। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

জলসার দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় জনাব মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ -এর সভাপতিত্বে বিকাল ৩:০০ টায়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব

মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। নযম পাঠ করেন, জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়। *মদীনা সনদের আলোকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা*, এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগপোযোগী বক্তৃতা প্রদান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতার এক অংশে বলেন, আজ বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে নানান অপবাদ আরোপ করা হয়, এটা মোটেও ঠিক নয়। ইসলাম কখনো অরাজকতার শিক্ষা দেয় না। ইসলাম সব সময়ই শান্তির শিক্ষা দেয়। আমরা যদি

ইসলামের শিক্ষা হলো যার যার ধর্ম তার তার কাছে। ধর্ম জগতে হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে রাষ্ট্রের কোন অধিকার নেই। মদীনার সনদের ভিতরেও এই নিশ্চয়তাই প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেশী সম্পর্কে বলা হয়েছে যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র মুসলমান নাও হয়ে থাকে তাহলেও তারা শান্তিপূর্ণ সহবস্থানে থাকবে। আজ কথায় কথায় এক প্রকার উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী তুলে। কিন্তু রসূল করীম (সা.)-এর সময় এমন কোন দাবী উত্থাপিত হয়েছে বলে ইতিহাসের কোথাও আমরা দেখতে পাই না।

মদীনার সনদকে সামনে রাখি তাহলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে ইসলামের শিক্ষা কত মহান। ইসলামের শিক্ষা হলো যার যার ধর্ম তার তার কাছে। ধর্ম জগতে হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে রাষ্ট্রের কোন অধিকার নেই। মদীনার সনদের ভিতরেও এই নিশ্চয়তাই প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেশী সম্পর্কে বলা হয়েছে যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র মুসলমান নাও হয়ে থাকে তাহলেও তারা শান্তিপূর্ণ সহবস্থানে থাকবে। আজ কথায় কথায় এক প্রকার উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী তুলে। কিন্তু

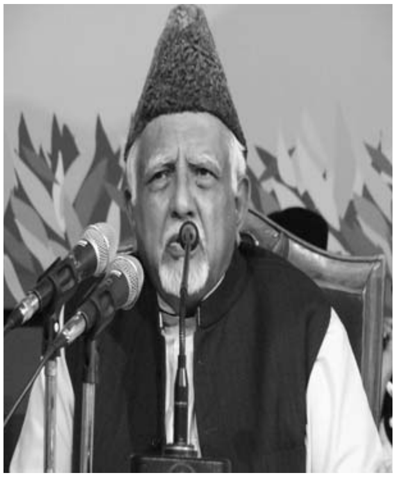

বক্তব্য রাখছেন এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান

রসূল করীম (সা.)-এর সময় এমন কোন দাবী উত্থাপিত হয়েছে বলে ইতিহাসের কোথাও আমরা দেখতে পাই না। মদীনার সনদে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে একটি রাষ্ট্রে মুসলমান, অমুসলমান, আস্তিক-নাস্তিক যারাই বসবাস করবে তারা কখনও বৈষম্যের শিকার হবে না। আর যখন শাসন কাজ পরিচালনা করা হবে তখনও কোন বৈষম্য না করে সবাইকে সমান চোখে দেখতে হবে। হযরত রসূল করীম (সা.) যে সিদ্ধান্ত নিতেন তা তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেই নিতেন। রসূল করীম (সা.)-এর শিক্ষানু-যায়ী মুসলমানদের জন্য শিক্ষা হলো তোমরা যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ কর তখন মনে রাখবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তোমাদের ধর্ম হলো রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে ন্যায়-নীতিসহ পরিচালনা করা। ইসলাম কখনো নৈরাজ্য সৃষ্টি করার শিক্ষা দেয় না। গুটি কতক মাথা গরম মানুষকে দেখে ইসলামকে ভুল বুঝা ঠিক নয়। মদীনা সনদের কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করার কথা উল্লেখ নাই।

এই পর্যায়ে পাকিস্তান থেকে আগত এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান ***ইসলাম ধর্মের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য*** সম্পর্কে কুরআন হাদীসের আলোকে

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন মানবাধিকার কর্মী ও চিত্র নির্মাতা জনাব নাইম মোহাইমেন

গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআনের **‘লা ইকরা ফিদ্দীন’** ধর্মের ব্যাপারে কোন বলপ্রয়োগ নেই, এই আয়াত উপস্থাপন করে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, ইসলাম যুক্তি প্রমাণ দলীলের

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন ড. সুলতানা কামাল, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। ইসলাম কখনো তরবারির মাধ্যমে ছড়ায়নি এবং ছড়াবেও না। এ যুগে ইসলাম যুক্তি প্রমাণ, দলিল ও কলমের মাধ্যমে ছড়াবে। আর ইসলাম শুধু যুক্তি প্রমাণেরই ধর্ম নয় বরং বৈজ্ঞানিক ধর্মও।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির সভাপতি জনাব শাহরীয়ার কবির

এই বক্তৃতার শেষে আমন্ত্রিত অতিথি ও বাংলাদেশের সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। প্রথমেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, ড. সুলতানা কামাল, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা। তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বলেন, প্রতিটি মানুষের বিবেকের ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। আপনারা যখনই বিপন্ন বোধ করেন তখন মনে করবেন আমরাও কষ্টে থাকি এবং বিপন্ন থাকি। আমাদের সব সময় চিন্তা করতে হবে আমাদের দ্বারা যেন অন্য করো ক্ষতি সাধিত না হয়। আপনাদের এই জলসার সফলতা কামনা করি। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার কর্মী ও চিত্র নির্মাতা জনাব নাইম মোহাইমেন ও কাজী আদনান সোবহান। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির সভাপতি জনাব শাহরীয়ার কবির, তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, আমি যখনই সুযোগ পাই আপনাদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত জলসায় অংশগ্রহণ করি। তিনি জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই দেশে জামায়াতে ইসলামীরা ইসলামের

নাম দিয়ে মানুষ হত্যা করেছে এর প্রতিবাদ আমরা সব সময়ই করে এসেছি আর এবারের নির্বাচন আমাদের এই আন্দোলনের ফসল। জামায়াতে ইসলামীর নেতা গোলাম আযম বলেছিলেন, পাকিস্তান হচ্ছে আল্লাহ্‌র ঘর তাই তাকে হেফাযত করতে হবে। আমরা জানি আল্লাহ্‌র ঘর একমাত্র মসজিদ। আসলে জামায়াতে ইসলামীর সাথে প্রকৃত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সারা বিশ্বে যেমন আফ্রিকা, আমেরিকার মত ত্রিত্ববাদের দেশেও ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। আর এই ইসলামই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম, যার ফলে দলে দলে লোকেরা আহমদীয়া জামা'তে প্রবেশ করছে। তিনি আরো বলেন, কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলেই হবে না তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করতে হবে এবং নির্বাচন থেকে তাদের দূরে রাখতে হবে আর বিচার করতে হবে দল হিসেবে আর না হয় এরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এ পর্যায়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, তিনি বলেন, আমি প্রতিবারই এই জলসায় আসি। আর এই সুন্দর আয়োজনের জন্যই আসি। আজ দু'টি অত্যন্ত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে একটি হলো **'মদীনা সনদের আলোকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা'**, অপরটি হলো **'ইসলাম ধর্মের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য'**। আল্লাহ্‌ তাআলা সুন্দর আর তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। ইসলামের মূল শিক্ষা হলো শান্তি। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই জলসার তৃতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

জলাসার তৃতীয় দিন বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায, বাদ ফযর দরস প্রদান করেন নওশাদ আহমদ জলসার চতুর্থ অধিবেশন মোহতরম আব্দুর রাজ্জাক, আমীর

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনা– এর সভাপতিত্বে ১৫ ফেব্রুয়ারী সকাল ১০;০০ টায় শুরু হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক। সুললিতকণ্ঠে উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব জাকির হোসেন। *খিলাফতে খামেসা (আই.)-এর মোবারক তাহরীক সমূহ* প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন। তিনি হুযূর (আই.)এর গুরুত্বপূর্ণ তাহরীকগুলো পাঠ করে শুনান। এরপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ খালিদ হোসেন।

ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতা ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব–প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মৌলভী মোহাম্মদ আবু তাহের, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার যাচাই করার জন্য প্রথমে দেখতে হবে তিনি রসূল করীম (সা.) পূর্ণ অনুসরণ করেছেন কিনা। তাঁর সত্যতার জন্য নবুওয়াতের মানদন্ডে তাকে যাচাই করতে হবে। আর কখন তিনি এসেছেন আর রসূল করীম (সা.) কখন আসার কথা উল্লেখ করেছেন এটা দেখতে হবে। আরো দেখতে হবে রসূল করীম (সা.)-এর আবির্ভাব কালে জাতির অবস্থা কেমন ছিল। আর ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের সময়কার অবস্থাও তেমন ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। রসূল করীম (সা.) বলেছেন, এমন এক যুগ আসবে যখন মসজিদ থাকবে কিন্তু হেদায়াত শূন্য হবে, এবং ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি থাকবে আর আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে (মিশকাত)। আজ কি এই যুগ আসে নাই? আজ মসজিদে জুতা ছোড়াছুড়ির ঘটনাও ঘটছে। আলেমরা কি আজ নিকৃষ্ট হয়নি? ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য দেখতে হবে তাঁর দাবীর পূর্বের জীবন কেমন পবিত্র ছিল। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা ও তাঁকে মানার গুরুত্ব সকলকে বুঝান।

এই বক্তৃতার পর *ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের তাৎপর্য্য* সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ জহির উদ্দিন আহমদ। তিনি পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন, পবিত্র কুরআনের সূরা সাফ-এর ১০ নং আয়াতে শেষ যুগে এক রসূল আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। যিনি এসে ধর্মকে সঞ্জিবীত করবেন। আর তাই সবাই এমন একজন মহাপুরুষের আবির্ভাবের অপেক্ষায় রয়েছেন। মুসলিম উম্মত যখন চরম অধপতনে লিপ্ত হবে তখনই সেই সংস্কারক এর আসার কথা যিনি ঈসা ইবনে মরিয়ম হবেন। এখন দেখতে হবে কোন ঈসা আসবেন মূসায়ী ঈসা না মুহাম্মদী ঈসা। পবিত্র কুরআনে কোথাও মুসায়ী ঈসা পুনরায় পৃথিবীতে আসার কথা উল্লেখ নেই। আর এটা হাদীসেও নেই। এই দাবী আসলে মুসলমানদের নয়, এটা এসেছে খৃষ্টানদের

বিশ্বাস থেকে। খৃষ্টানরাই এই ভ্রান্ত বিশ্বাস পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। যদি কুরআন শরীফের আয়াতগুলি আপনি সত্য মনে করেন তাহলে অবশ্যই এটা বিশ্বাস করতে হবে ঈসা (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন না, যেই ঈসা আসার কথা তিনি মুহাম্মদী শরীয়ত থেকে আসবেন। আর রসূল করীম (সা.) এই কথাও বলেছেন, মুসা ও ঈসা যদি জীবিত থাকতো তাহলে তাদের আমার আনুগত্য ছাড়া কোন গতান্তর ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়, যেই ব্যক্তি আজ থেকে ২০০০ বছর আগে এসেছিলেন তিনি আবার কিভাবে পুনরায় আসেন। তাই আজ আমরা আপনাদের মহাসুসংবাদ দিচ্ছি, যেই ঈসা আসার কথা তিনি হচ্ছেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। যিনি ১৮৩৫ সালে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই চতুর্থ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জলসাার সমাপ্তি অধিবেশন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে বিকাল ৩:০০ টায় শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ সালাহ্ উদ্দিন, ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। দলীয় কোরাস পরিবেশন করেন, জনাব আহমদ তৌকিদ চৌধুরী, জি, এম, ইরফান রহমান, পিয়াস ও পুলোক।

আহমদীয়া খিলাফতের আশিস ও বরকত

এই প্রসঙ্গে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা মোহাম্মদ ইনাম ঘোরী বক্তব্য রাখেন। তিনি সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াত পাঠ করে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি বলেন, খিলাফতের সবচেয়ে বড় ও মহান বরকত হলো

মাওলানা মোহাম্মদ জহির উদ্দিন আহমদ

খিলাফতের অধীনে জামা'তের মাঝে পাক্কা ঈমান ও সৎকর্ম প্রতিষ্ঠা থাকে বরং যখন ঈমান ও সৎকর্ম এক সাথে প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তাআলা রূহ ফুতকার করেন। আহমদীয়া খিলাফত কায়েম থাকার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। তিনি তার বক্তৃতার এক অংশে বলেন, এই যুগে ইসলামের বিজয় একমাত্র **মিনহাজিন নবুওয়াতের** মাধ্যমেই হবে। আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) আহমদীয়া খিলাফত সম্পর্কে বলেন, আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই খিলাফত কায়েম থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। তিনি আরো বলেন, আমাদের ধর্ম কোন নতুন ধর্ম নয় আমরা তো সেই ধর্মকেই মানি, যা রসূল করীম (সা.)-এর ধর্ম। ইমাম মাহদী (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে আজ একের পর এক খলীফা আল্লাহ্ তাআলা মনোনীত করে যাচ্ছেন। খিলাফত ছাড়া আজ ধর্মের উন্নতির কোন ব্যবস্থাপত্র নেই। আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে ইসলামের সেবায় এখন পর্যন্ত ৬৮ টি ভাষায় সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সারা বিশ্বে আহমদীয়া জামা'ত, যে সেবা প্রদান করছে তার হাজার ভাগের এক ভাগও অন্য কোন দল বা সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। দিল্লী থেকে প্রকাশিত "নতুন দুনিয়া" এর সম্পাদক লিখেছেন, 'আজ খিলাফত ছাড়া কোন গতি নাই, খিলাফত ছাড়া না কোন জামা'ত. হতে পারে, আর না নামায কায়েম হতে পারে, না সঠিকভাবে যাকাত আদায় হতে পারে এবং খিলাফত ছাড়া ইসলাম একটি পংঙ্গু-পক্ষাগত ব্যাধিগ্রস্থ। এই লেখক কত সুন্দরভাবে এই কথাগুলো লিখেছেন। তার প্রত্যেকটি কথা সত্য। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে এই সত্য বুঝার তৌফিক দিন। শত বছর ধরে শত বিরোধিতা হওয়া সত্ত্বেও জামাতে আহমদীয়াকে আল্লাহ্ তাআলা হেফাযত করেছেন। আর বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংস করেছেন। এত কিছু নিয়ামত দেখার পরও কি আমরা সেই খোদার কৃতজ্ঞ হবো না। ১৯৩৪ সালের আন্দোলনের সময় আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) বলেছিলেন, আমি দেখছি আহরারীদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আজ তারা সেখান থেকে বিতারিত হয়েছে। পঞ্চম খলীফা জামা'তের সামানে বলেছেন, মনে রাখবেন আমাদের প্রিয় খোদা কখনো আমাদের পরিত্যাগ করবেন না, তিনি আজো তাঁর কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে যাচ্ছেন, যেভাবে তিনি ইতিপূর্বে করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সবাই যেন এই খিলাফতের নিয়ামতের চাদরে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি।

এই পর্যায়ে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে এবারের জলসায় ৬ হাজার ৬০ জন অংশ গ্রহণ করেন যা গত বছরের চেয়ে এক হাজার বেশি,

আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা হুযূর (আই.) কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি এমন একটি জলসা করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি ওসীয়্যতের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের দেওয়া টার্গেট এখনো আমরা পূর্ণ করতে পারি নাই তাই সকলকে ওসীয়্যতের গুরুত্ব বুঝে এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আল ওসীয়্যত পুস্তকটি বার বার পাঠ করার জন্য অনুরোধ করছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই জলসায় যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের জন্য অনেক দোয়া করেছেন। তাই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে আমরা এই দোয়া সাথে নিয়ে যাচ্ছি। আর আমাদেরকে একটি সুন্দর সমাজ ও সুন্দর পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এটা করতে পারলে অনেক বড় তবলীগ হবে। সবাই যেন বলতে পারে আহমদী পরিবার অন্যদের চেয়ে অনেক ভাল। বর্তমানেই আমরা দেখতে পাই এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে এরা মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে আমাদের অনেক মসজিদ নির্মাণ হয়েছে এবং হচ্ছে। খুব সুন্দর সুন্দর মসজিদ হয়েছে এবং অতি সাধারণ মসজিদও নির্মাণ হয়েছে। যে কোন স্থানে প্রথমে নামাযের স্থান বানানো উচিত। আপনারা জানেন, আমাদের বেশ কয়েকটি মসজিদ উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আমরা বিভিন্ন সরকারের কাছে আমাদের মসজিদগুলো ফিরে পাবার দাবী উত্থাপন করেছি, বর্তমান সরকারের কাছেও এই দাবী জানিয়েছি। যে সময় তারা আমাদের মসজিদ ছিনিয়ে নেয় তখন তারা আহমদী বাড়ীগুলোর সব কিছু মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এমনকি পানি খাওয়ার গ্লাস পর্যন্ত ছিল না। সেই সব আহমদীদেরকে যখন বলা হয় আপনাদের কি ক্ষতি হয়েছে বা কি চান তখন তারা বলেছে আমরা কিছুই চাই না আমরা শুধু চাই আমাদের মসজিদ ফিরে দেওয়া হোক।

নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, আহমদীয়া খিলাফত যিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত বাংলাদেশের জলসাগাহ

তিনি তার বক্তৃতায় আরো বলেন, যারা ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে আর এইসবকে জিহাদ মনে করে তারা জেনে রাখুক, ইসলাম কখনো তরবারীর জোরে প্রসার লাভ করেনি। আর এখন ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে তরবারীর জিহাদ নয় এখন হচ্ছে কলমের জিহাদ। আমরা যুক্তি প্রমাণ ও ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করি। আমাদের কোন আচরণ যেন খারাপ না হয়। আপনি যে অবস্থানেই থাকুন না কেন বা যে চাকুরী করেন না কেন আপনাকে অন্যরা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন আপনার আদর্শ। তাই উত্তম নমুনা প্রদর্শন করতে হবে। আর আমাদের দায়িত্ব প্রতিটি স্থানে আহমদীয়া জামা'তের প্রচার করা আর যদি এটা না করি তাহলে আমরা আল্লাহ্র দায়িত্ব পালন করছি না। তিনি আরো বলেন, কোন আহমদী যেন ক্ষুধার্ত না থাকে। সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে এবং খোজ খবর করে দেখতে হবে কোন আহমদী ভাই না খেয়ে আছে কি না। তাই আপনাদের দায়িত্ব হলো কোন প্রতিবেশী হোক না সে অ-আহমদী সেও কি না খেয়ে আছে কিনা তার খোজ নেয়া। তারপর গরীব ছেলে মেয়েদের পড়ালেখার খোজ খবর নিতে হবে। কোন ছেলে মেয়ে যেন হুযূর (আই.) তাহরীক অনুযায়ী এইচ, এস, সি, পাশের নীচে না থাকে। যদি পড়ালেখার খরচ বহন করতে কোন অভিভাবকের কষ্ট হয় তাহলে জামা'ত পড়ালেখার খরচ বহন করবে। আপনাদের পরস্পরের বিবাদ দ্রুত মীমাংসা করে ফেলুন এবং জামা'তের সিদ্ধান্ত মেনে

যারা ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে আর এইসবকে জিহাদ মনে করে তারা জেনে রাখুক, ইসলাম কখনো তরবারীর জোরে প্রসার লাভ করেনি। আর এখন ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে তরবারীর জিহাদ নয় এখন হচ্ছে কলমের জিহাদ। আমরা যুক্তি প্রমাণ ও ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করি।

বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) লন্ডন থেকে এম.টি.এ-র মাধ্যমে সরাসরি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৫তম সালানা জলসার সমাপ্তি ভাষণ দান করছেন

নিন।

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নসিহতমূলক মূল্যবান বক্তব্যের পরই শুরু হয় জলসার মূল অনুষ্ঠান। যার অপেক্ষায় অপেক্ষমান ছিল সারা বাংলার আহমদী সদস্যরা। বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) লন্ডন থেকে সরাসরি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৫তম সালানা জলসা উপলক্ষে সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। তিনি (আই.) বাংলাদেশ সময় ৪:৪০ মি: লন্ডনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আয়োজিত বাংলাদেশ জলসা সালানার ব্যানার সম্বলিত জলসাগাহে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সারা বাংলার আহমদীদের চোখে অঝরে আনন্দাশ্রু ঝড়ে পড়ছিল। মহান আল্লাহ্ তাআলার বড়াই, মহানবী (সা.)-এর শান আর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মর্যাদা উচ্চকিত করে আহমদীয়া খিলাফতের মর্যাদার ঘোষণা দ্বারা যুগপৎ ভাবে বাংলাদেশ ও লন্ডনে আকাশ বাতাস মুখরিত প্রতিধ্বনিত করা হচ্ছিল ইসলামী নারা। হুযূর (আই.) তাঁর আসনে বসেই সকলকে সালাম জানান। প্রথমেই পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৫৬ এবং ৫৭ নং আয়াত থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা ফিরোজ আলম, মুরব্বী সিলসিলাহ্, ইনচার্জ, বাংলা ডেস্ক, লন্ডন। উর্দু নযম পরিবেশন করেন সৈয়দ জুবায়ের আহমদ। কুরআন ও নযম পাঠের পর হুযূর (আই.) বাঙ্গালিদের উদ্দেশ্যে তাঁর অত্যন্ত সারগর্ভ মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান শুরু করেন। তিনি তাশাহুদ, তাআউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন, আল্লাহ্ তাআলার এটি অনেক বড় এহসান ও অনুগ্রহ যে, তিনি এ যুগের মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বৈজ্ঞানিক যুগের উন্নত আবিষ্কারাদি থেকে ফায়দা নেয়ার সুযোগ দিয়েছেন। এক কথায় বলা যায়, এই সব কিছু আবিষ্কার হয়েছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের উপকারের জন্যই। তিনি (আই.) বলেন, সর্বপ্রথম খোদার সাথে আমাদের এমন সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, তিনি যেন আমাদের জীবনের অংশ হয়ে যান এবং আমাদের সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদও যেন খোদা তাআলার মোকাবেলায় তুচ্ছ প্রমাণিত হয়। যদি আমরা আমাদের স্রষ্টার সাথে এই সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি তাহলে সেই দিনই হবে আমাদের জীবনের পরম সফলতার দিন। অতএব প্রত্যেক আবাল বৃদ্ধ-বণিতা নিজ হৃদয়ে এই কথাকে গেঁথে নিন যে, খোদা তাআলার সন্তুষ্টিই আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য এবং আমাদের এটিই অর্জন করতে হবে। আর এ লক্ষ্য স্বয়ং খোদা তাআলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। আমরা জানি, তিনি বলেছেন যে, "ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি ইয়াবুদুন" অর্থাৎ আমি জ্বিন এবং মানবজাতিকে শুধু আমার নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। অতএব এটিই মূল কথা যা প্রত্যেক আহমদীকে আজকে ধারণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্যই তো আল্লাহ্ তাআলা এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে প্রেরণ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমার পৃথিবীতে প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টি করা। আর খোদা তাআলার পবিত্র সত্তা যে বাস্তব সত্য সেটি যেন মানুষের সামনে প্রমাণ করে দেখাতে পারি, এটিই আমার আগমনের উদ্দেশ্য। কেননা পৃথিবীর সকল জাতির ঈমানী অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে আর পারলৌকিক জীবন বাস্তব সব সত্যকে শুধু কাহিনী মনে করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহারিক অবস্থা এবং বাস্তব অবস্থা বলছে যে, এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী সম্মানের ওপর তার যতটা ঈমান ও বিশ্বাস রয়েছে খোদা তাআলার পবিত্রতা এবং চির সত্য সত্তার ওপর তার আদৌ সেই ধরণের ঈমান নেই।

এই উদ্দেশ্যকে পৃথিবীতে বাস্তবায়নের জন্যই অর্থাৎ খোদা তাআলার সত্তাকে চিনানোর জন্যই ইমাম মাহদী (আ.)

পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত করে আল্লাহ্ তাআলা সেই সৌভাগ্যশালী জামাতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেই সমস্ত লোকদের মাঝে আমাদেরকে ঠাঁই দিয়েছেন যারা এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করে। এবং আমরা নিজেদের স্ব-স্ব জীবনকে এই উদ্দেশ্য অনুসারে পরিচালিত করার চেষ্টা করি। আর এই কাজের জন্য আমরা বয়আতের অঙ্গীকার করেছি। অতএব একনিষ্ঠভাবে খোদা তাআলার ইবাদতের দিকে মনোযোগী হওয়া এটি আমাদের দায়িত্ব।

আমি আশা রাখবো, জলসার এই দিনগুলোতে আপনারা যেভাবে ইবাদতের দিকে মনোযোগী ছিলেন– সজাগ ছিলেন, এই চেতনা এই সচেতনতা আপনাদের জীবনের স্থায়ী অংশ হবে। শুধু সমস্যা কবলিত হলেই খোদা তাআলার প্রতি মনোযোগ যেন না দেন। বরং ইবাদত এবং দোয়া প্রতিটি আহমদীর যেন জীবনের উঠাবসা হয়ে যায়। যদি আমরা

> ***বাংলাদেশ জামা'ত পৃথিবীর সেই সৌভাগ্যশালী জামা'তের অন্তর্ভুক্ত যারা খোদা তাআলার সাহায্য এবং সমর্থনের নিদর্শন দেখেছে। এটি সুদূর অতীতের কথা নয় বরং সম্প্রতি এই ধরনের নিদর্শন বাংলাদেশ জামা'ত দেখেছে।***

সকল অবস্থায় সুখে বা দু:খে, কষ্টে বা শান্তিতে খোদা তাআলার প্রতি মনোযোগী হতে পারি, তাঁর দিকে ঝুঁকতে পারি তাহলেই এই পৃথিবীর সকল কষ্ট ও সমস্যাকে খোদা তাআলা দূর করে দিবেন। এই কথাগুলো এমন নয় যা সাময়িক কোন জোশ বা আবেগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের সামনে পেশ

বাংলাদেশের জলসাগাহের মঞ্চের আদলে সাজানো লন্ডনের জলসাগাহের মঞ্চে হুযূর (আই.) আসা মাত্রই বাংলাদেশ জামা'তের জলসাগাহের মঞ্চে উপবিষ্ট ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন

করছি। বরং বাংলাদেশ জামাত পৃথিবীর সেই সৌভাগ্যশালী জামাতের অন্তর্ভুক্ত যারা খোদা তাআলার সাহায্য এবং সমর্থনের নিদর্শন দেখেছে। এটি সুদূর অতীতের কথা নয় বরং সম্প্রতি এই ধরনের নিদর্শন বাংলাদেশ জামাত দেখেছে। এখানে আপনাদের অনেকেই এমন আছেন যারা আমার এই কথাগুলো শুনছেন। যারা শত্রুর ষড়যন্ত্রকে নিজ চোখে নিজেদের ওপর এক তমশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাতের মত বা অন্ধকার ঘন তুফানের মত নিজেদের ওপর ছেয়ে যেতে দেখেছেন। শত্রু কি এতে সফলতা লাভ করেছে? আপনাদের সকলেই এই কথার সাক্ষী। শত্রুর যে ষড়যন্ত্র ছিল তা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই তুফানের মধ্য থেকে খোদা তাআলা তাঁর রহমতের মেঘমালা প্রেরণ করেছেন। যা খোদা তাআলার রহমতের বারি বর্ষণ করেছে এবং পুরো পরিবেশ আপনাদের জন্য স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে গেছে।

খোদা তাআলা আপনাদের ভয়ের অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিয়েছেন। ***আল্লাহ্ তাআলা অ-আহমদীদের মধ্য থেকে অনেক ভদ্র এবং বুদ্ধিজীবিদের এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের আহামদীয়া জামাতের পক্ষে দাঁড় করিয়েছেন। যারা জাগতিক লোভ লিপ্সা ভুলে গিয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে আহমদীয়া জামাতে সঙ্গ দিয়েছেন এবং আহমদীয়া জামাতের পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন। তাই এটি কোন জাগতিক প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সেই সর্বশক্তিমান খোদার পরিকল্পনা যিনি মানুষের হৃদয়কে এইভাবে আহমদীয়া জামাতে অনুকূলে ব্যবহার করেছেন, কাজে লাগিয়েছেন, যার ফলে জামাতের পক্ষে আওয়াজ উত্তোলিত হয়েছে। নতুবা আমরাই কি বা আমাদের গুরুত্বই বা কি? আমি পূর্বেই বলেছি আমাদের কাছে জাগতিক কোন সম্মান নেই, জাগতিক কোন সম্পত্তি নেই যার বলে আমরা এইসব কিছু করতে পারতাম। হ্যাঁ, আমাদের কাছে এক সম্পদ আছে, যেই সম্পদ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রসূল করীম (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে নিয়ে আমাদেরকে দিয়েছেন। আর তাহলো খোদা তাআলাকে নিরঙ্কুশ এক***

MTA-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এক যোগে জলসার কার্যক্রম Live সম্প্রচার করতে অনলাইন এডিটিং-এ ব্যস্ত বাংলাদেশের MTA-এর ভলানটিয়ার কর্মীরা

www.ahmadiyyabangla.org এবং MTA-তে Live Streem পর্যবেক্ষণরত কর্মী

সত্ত্বা জ্ঞান করে তাঁর সামনে সত্যিকার অর্থে ঝুঁকা বা অবনত হওয়া। সেই খোদার সামনে ঝুঁকা, সেই খোদার সামনে অবনত হওয়া যিনি এই বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সেই খোদার সামনে ঝুঁকা যার পবিত্র নিয়ন্ত্রণে সব কিছু হচ্ছে। অতএব সারা জীবনের জন্যও যদি আমরা খোদ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তা-ও যথেষ্ট হবে না। নিঃসন্দেহে এই ধরনের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে আহমদীদের ক্ষতি হয়েছে এবং এটি হয়ে থাকে। কিন্তু জামাতকে ধ্বংস করার, জামাতকে নির্মূল করার যে হীন ষড়যন্ত্র শত্রুর হয়ে থাকে এটি ইতি পূর্বেও কখনো সফলতা লাভ করেনি আর কখনও সে সফল হবেও না। আর প্রতিটি বিরোধিতার পর জামাত নতুন এক মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে। এটি শুধু বাংলাদেশের বিষয় নয়, পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের, প্রতিটি ক্ষেত্রে এইভাবে খোদা তাআলার নিজ ফযল এবং অনুগ্রহের বারি বর্ষণ করছেন। আর এটি শুধু আজকের কথা নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই এমনটি হয়ে আসছে। বরং তারও পূর্বে আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যুগ থেকে এমনটি চলে আসছে। তখনও যারা বিরোধিতা করতো তারা বিভিন্ন প্রকারের ষড়যন্ত্র করে হযরত রসূল করীম (সা.)কে হত্যা করার জন্য মানুষ পাঠাতো, বিষে ডুবানো তরবারি হযরত রসূল করীম (সা.)এর ওপর চালানোর জন্য নিয়ে আসা হতো, যখন তারা এ ধরনের দুরভিসন্ধি

জলসার অনুষ্ঠান ধারণ করছেন এম.টি.এ-র কর্মী

নিয়ে রসূল করীম (সা.) এর কাছে আসতো তখন তিনি খোদার পক্ষ থেকে জেনে যেতেন, তিনি তাদের বলতেন, তুমি এই ধরনের দুরভিসন্ধি নিয়ে আমার কাছে এসেছো। রসূর করীম (সা.) এর এমন কথা বলার পর তারা বাস্তবতা বুঝে যেত এবং তাৎক্ষণিকভাবে কলেমা পড়ে মুসলমান হতো। তারা বুঝে যেতেন যে, আমরা ভ্রান্ত পথে আছি, আমরা আমাদের নেতাদের কথায় ভ্রান্ত এবং ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছি। নিঃসন্দেহে নিশ্চয়ই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খোদা সত্য এবং সকল সত্যের আধার।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগে অনেকেই সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী ও মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর বক্তৃতা শুনে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে বিরোধিতার জন্য আসতো কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কথা শুনে সত্যতা অনুধাবন করে তারা তাৎক্ষণিক গ্রহণ করতো। তারা পরিষ্কার ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে বলতেন যে, আমাদের এই বয়আতের কারণ কোন আহমদীর তবলীগ নয় বা জামাতের কোন বই পুস্তক নয় বরং বিরোধিদের কথাই আমাদের হেদায়াতের কারণ হয়েছে।

বাংলাদেশেও এমন অগণিত লোক আছে যারা বিরোধিদের বই পুস্তক পড়ে জামাত সম্পর্কে গবেষণা করেছেন, তারা জামাতের সত্যতা বুঝেছেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে গ্রহণ করেছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাথমিক যুগের আহমদীদের মধ্যে হযরত সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব যিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিবাসী। তিনি অনেক বড় একজন আলেম ছিলেন। তিনি বিরোধিদের বই পুস্তক পড়ে বিরোধিতার কথা অনুমান করে জামাতের বই আনিয়েছেন এবং রিভিউ অব রিলিজিয়নস্ এর একটি প্রবন্ধ পড়ে সত্য সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। যদিও তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগেই আহমদীয়াতের সত্যতা বুঝে ছিলেন। তার হৃদয় প্রশান্ত ছিল, কিন্তু তিনি নিজেই গিয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে যেহেতু বয়আত করতে চেয়েছিলেন যা সম্ভব হয়নি, পরে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যুগে কাদিয়ান গিয়ে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। এর পর তিনি স্বয়ং একা অগণিত মানুষের হেদায়াতের কারণ হয়েছেন। তিনি নেক স্বভাব এবং নেক প্রকৃতির মৌলভী ছিলেন, তিনি বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করতেন না, যেভাবে আজকালকার মৌলভীরা করে। তিনি যখন বয়আত করেন তারও চরম বিরোধিতা হয় কিন্তু তাদের সামনে ঝুঁকেন নি, তিনি সর্বদা সত্যের তবলীগ করেছেন। সহস্র সহস্র মানুষ তার কারণে বয়আত করেছেন। এই বয়আতকারীদেরও অনেক বিরোধিতা হয়েছে। এই বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছিলেন। আপনারা যারা এখানে বসে আছেন হয়ত অনেকেই আপনারা সেই প্রথম যুগের বয়আতকারীদের সন্তান হবেন। তাই বয়আতের ঘটনা নিজেদের ঘরে নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে আলোচনা করুন যেন তাদের ঈমান এইসব কথা শুনে দৃঢ় হয়। যেভাবে জমীনে সার দিলে ফসল ভালো হয় একই ভাবে বিরোধিতার ফলে আহমদীয়াতের উন্নতি হয় বরং এর ফলে আহমদীয়াতের যে বাগান, আহমদীয়াতের

হুযূর (আই.)-এর বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ করছেন মাওলানা ফিরোজ আলম, মুরব্বী সিলসিলাহ্, ইনচার্জ, বাংলা ডেস্ক, লন্ডন

যে ফসল তাতে নতুন জীবন এবং প্রাণ সঞ্চালন সৃষ্টি হয়। আজও আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খোদা জীবন্ত খোদা এবং নেক প্রকৃতির মানুষের সামনে তিনি সত্যকে প্রকাশ করেন। আজ আমাদের সবাই একথার সাক্ষী যে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খোদাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর খোদা। যিনি তাঁর সমুদয় সাহায্য সমর্থন এবং প্রতিশ্রুতিসহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে প্রেরণ করেছেন। এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাকে খোদা জানিয়েছেন যে, স্বর্গীয় এবং আসমানী সাহায্য আমাদের সাথে আছে। তারপর খোদা তাআলা মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, আমি তোমার সাথে আছি এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে আমি তাদের সাথে আছি।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের পর তাঁর সাথে ভালোবাসার যে বন্ধন গড়ে তুলেছেন সেই বন্ধন যেন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। সদাসর্বদা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট থাকুন যেন সর্বদা খোদা তাআলা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত রাখেন।

আপনারা বিগত কয়েক বছরে আপনাদের বিরুদ্ধে বিরোধীদের চরম বিরোধিতা দেখেছেন। আপনারা আপনাদের প্রিয়দের, স্বজনদের খোদা তাআলার পথে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছেন। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি আপনারা সহ্য করেছেন। কিন্তু আপনারা ঈমানের ওপর আঁচ আসতে দেননি। আর নিজেদের ঈমানের এমন এক দৃঢ়তা অর্জন করেছেন যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে এবং তাদের ঈমানের দৃঢ়তার কারণ হবে। আপনারা সবাই একথার সাক্ষী যে, বিগত কয়েক বছরে জামা'তের যে বিরোধিতা হয়েছে সেই বিরোধিতা কি জামাতের কোন ক্ষতি করতে পেরেছে? মোটেই নয়। জামাত আরো দৃঢ়তা অর্জন করেছে। আমার নিত্যদিনের চিঠিপত্রে বাংলাদেশ জামাতের আহমদীদের পত্র অন্তর্ভুক্ত থাকে তাতে ঈমানের দৃঢ়তা এবং ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার জন্য তারা নিজে আকাঙ্ক্ষা রাখেন।

অপরদিকে দেখুন, যারা আহমদীয়াতকে নির্মূল করার স্বপ্ন দেখছিল তারা কিভাবে নিজেরাই নির্মূল হয়েছে, তারা কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যদি দৃষ্টি-শক্তি থাকে তাহলে তারা এটা দেখবে। কাউকে লাঞ্ছিত হতে দেখে বা অসম্মান হতে দেখে আমরা আনন্দ পাই না আর এতে আমাদের কোন আগ্রহও নেই। বরং আমারাতো বিরোধিদের উন্নতির জন্য দোয়া করি। আমরা সেই মুহাম্মদী মসীহ্‌র মান্যকারী যিনি ঘৃণার স্থলে ভালোবাসার শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছেন। আমরা তো ভালবাসার দূত। তাই এই বাণীকে দেশের কোণায় কোণায় পৌঁছিয়ে দিন। স্বদেশীদের বলুন, ইসলাম ভালবাসার মাধ্যমেই বিপ্লব আনে। যে ধর্ম স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন শিখিয়ে থাকে। মুসলমান এবং অমুসলমান

জলসায় আগত সাংবাদিকদের একাংশ

সকলের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরুন, তাদেরকে স্পষ্ট করে বলুন, মুহাম্মদী মসীহ্ তরবারিও হাতে নিবেন না আর হত্যাও করবেন না। হ্যাঁ, প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করবেন। এর ফলে রক্ত ঝড়ে না, এর ফলে মানুষ দৈহিক ভাবে মৃত্যুবরণও করে না বরং এর ফলে নতুন জীবন লাভ হয়। এর ফলেই স্রষ্টার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়।

MTA-এর ক্যামেরার চোখে আমি যাদের দেখতে পাচ্ছি তাদের সকলের চেহারায় নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং ভালোবাসার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। তাই এই নিষ্ঠা, এই আন্তরিকতা–ভালোবাসাতে যেন কোন প্রকারের কমতি না আসে। খিলাফতের প্রতি যে আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা আপনাদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় তাতে যেন কখনো ঘাটতি না হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার যেন কখনো দুর্বল না হয়। নিজেদের শক্তি সামর্থ্য এবং যোগ্যতা ভুল কাজে আপনারা ব্যবহার করবেন না। নিজ খোদার সাথে সম্পর্ক সব সময় যেন নিষ্ঠাপূর্ণ এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক থাকে। পরস্পরের ভিতর ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।

হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাণীকে দেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিন। তাঁর সত্যিকারের অনুসারী হোন। তবলীগের কাজে প্রজ্ঞার সাথে একটা প্রাণ সঞ্চার করুন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে তার তৌফিক দিন। আপনাদের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করুন। আপনাদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততার মানকে তিনি উন্নত করুন এবং আমার হৃদয়ে আপনাদের প্রতি ভালোবাসাকে যেন বৃদ্ধি করেন। আপনারা সবাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নিজ জামাতের জন্য কৃত সকল দোয়ার উত্তরাধিকারী হোন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সবাইকে তাঁর নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় দিন। শত্রুর সকল দুস্কৃতি এবং অপকর্ম থেকে আপনাদের রক্ষা করুন। শত্রুর পক্ষ থেকে পরিচালিত প্রতিটি তীর যেন তাকেই আঘাত করে। আপনারা সবাই যেন সব সময় খোদা তাআলার স্নেহ ভালোবাসা তাঁর রহমতের উত্তারাধিকারী হতে পারেন, আমীন।

এরপর হুযূর (আই.) দোয়া করান। হুযূর (আই.) এর ভাষণ বাংলায় অনুবাদ করেন, মাওলানা ফিরোজ আলম, মুরব্বী সিলসিলাহ্ ও ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, লন্ডন। দোয়ার পর বাংলাদেশ থেকে উচ্চস্বরে নারা ও সম্মিলিতভাবে নযম পরিবেশন করা হয়। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যারাও সুললিতকণ্ঠে নযম পরিবেশন করেন যা হুযূর (আই.) গভীর মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেন। সবার আত্মার প্রশান্তি লাভের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় ৮৫তম সালানা জলসার কার্যক্রম।

৮৫তম জলসা সালানার খবর দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, The Daily Star, The Independent, The New Age, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক ডেসটিনি, দৈনিক সমকাল। সাপ্তাহিক প্রতাপ জলসা উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এছাড়া দেশের কয়েকটি টিভি চ্যানেল জলসার খবরের ক্লিপস দেখানো হয়। জলসা চলাকালীন সময়ে জলসাগাহের বিভিন্ন স্থানে টিভির মাধ্যমে জলসার সকল অনুষ্ঠান সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করেন বাংলাদেশের এমটিএ-এর কর্মীরা। এবারের জলসা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান ওয়েবসাইডে সরাসরি দেখানো হয় এবং প্রতিদিনের বিকালের অধিবেশনগুলো MTA-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এক যোগে Live সম্প্রচার করা হয়। আর এই অসাধ্য কাজ হুযূর (আই.) -এর আশিস প্রাপ্ত হয়ে মোহাতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিগরানীতে বাংলাদেশের MTA-এর ভলানটিয়ার কর্মীরা সাধন করেছেন। মহান খোদা তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। এছাড়া এই জলসার সফলতার জন্য যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে খোদা তাআলা পুরস্কৃত করুন। সবদিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় এবারের জলসা ছিল ঐতিহাসিক জলসা যা যুগ খলীফার সরাসরি সম্বোধনের আশিস লাভে ধন্য হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

প্রতিবেদক : ***মাহমুদ আহমদ সুমন***

ছবি : **মাসুদ আহমদ কুরাইশী**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি

এম, আহমদ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশ ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি...। সেই অমর একুশে ফেব্রুয়ারি মাস এই ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের এই মাসের ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনে বাংলার দামাল ছেলেরা মাতৃভাষা বাংলার জন্য বুকের তাজা রক্তে রাজপথ করেছিল রঞ্জিত। রক্তের বিনিময়ে এ বাংলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা। এক ঝাঁক থোকা থোকা নাম সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারের মতো অনেকের জীবন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালি তাঁর ভাষা, স্বকীয়তা এবং গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিল।

রক্তের আখরে লেখা এই ২১শে ফেব্রুয়ারি। ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির নবতর উত্থান ও অভ্যুদয়ের দিন। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের সংস্কৃতির হৃৎপিন্ড। বাঙলা আমাদের দেশমাতৃকা বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলা আমাদের প্রিয় ভাষা। বাংলা ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সবার মাতৃভাষা। এই ভাষার মর্যাদার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল ধমাবলম্বীদের রয়েছে অবদান।

আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে মর্যাদায় উন্নীত করতে ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক কিছু, দিতে হয়েছে লাখ প্রাণের তাজা রক্ত। মাতৃভাষার জন্য বুকের রক্ত দেয়ার যে ইতিহাস বাংলার বীর সেনারা সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে আর এমন দৃষ্টান্ত নেই। বুকের তাজা রক্তের আখরে সৃষ্টি বাংলাভাষা, সময় পরিক্রমায় ৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বন্যায় এবং ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত আব্রুর বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন এই বাংলাদেশ।

বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা। এই ভাষার জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থকতা। একুশে ফেব্রুয়ারি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালিদের ঐক-চেতনার অগ্নিস্মারক। এই এক অবিনাশী, অনশ্বর-চৈতন্যের জ্যেতির্ময় শিখা।

অভিবক্ত ভারতের বাংলা ভাষাভাষি জনগণ এবং শান্তি নিকেতনের মনীষীগণই বাংলা ভাষার জন্য প্রথম দাবী তোলেন। বাংলাকে অভিবক্ত ভারতের সাধারণ ভাষা করার স্বপক্ষে ১৯২০ সালে শান্তি নিকেতনে এক সভা হয়, যার সভাপতি ছিলেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সভায় ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার স্বপক্ষে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা তৎকালীণ 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে পরবর্তী ভারত বিভক্তির পর বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের জনতার মাঝে শান্তি নিকেতনের রোপনকৃত বৃক্ষের দাবী দাওয়া আবারো সংক্রামিত হয়। এ কারণেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই কবি গুরুকে এ পূর্ব বাংলায় নিষিদ্ধ করে বাঙ্গালী জনতার কাছ থেকে বাংলাকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা পারেনি। বাঙ্গালী তার বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এ ভাষাকে রক্ষা করেছে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে পাকিস্তানের তৎকলিন সময়ের প্রখ্যাত ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য ধর্মীয় নেতা এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা, হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) পাকিস্তানী শাসক মহলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা পূর্ব পাকিস্তানে উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করো না। এতে পাকিস্তানের অখন্ডতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাঝে ভাষার জন্য আলাদা মমত্ত ও ভালবাসা রয়েছে।" (দৈনিক আল ফযল, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৭)

সেই মহান ধর্মীয় নেতাকে বাঙ্গালী লাখ জনতার পক্ষ থেকে লাখ সালাম। তিনি তখন তার দিব্য দৃষ্টি দিয়ে পাকিস্তানের ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং শাসক মহলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী' তদ্রুপ শাসকদের কাছে এ সতর্ক বাণীর কোন মূল্যই ছিল না তখন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা ও মহান ধর্মীয় নেতার উপদেশটির মধ্যে ৪টি বিষয় ছিল। প্রথমত মাতৃ ভাষায় শিক্ষাদান, দ্বিতীয়ত পূর্ব পাকিস্তানের ওপর উর্দুকে চাপিয়ে না দেয়া, তৃতীয়ত উর্দু নিয়ে বারাবারি করলে পূর্বাঞ্চলটি পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে, শেষটি হলো, বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষাকে বিশেষভাবে ভালবাসে।

কিন্তু এই মহান ধর্মীয় নেতার সদুপদেশটি ক্ষমতাসীন সরকার কোনই গুরুত্ব দেননি। আর ২১শে মার্চ ১৯৪৮ সালে ঢাকার জনসভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, "But let me make it very clear to you that the State Language of Pakistan is going to be Urdu and no other language" এই ঘোষণার পর চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো।

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী উর্দুভাষী খাজা নাজিম উদ্দিন ১৯৫২-র ২৬শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে এক জনসভায় রাষ্ট্রভাষা উর্দূর পক্ষে বলে উঠলেন, "উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। " এই ঘোষণা শোনার পর এর প্রতিবাদে বীর

বাঙ্গালীরা রাস্তায় নেমে এলো। ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা মায়ের দামাল সন্তানেরা প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার জন্য জীবন বিলিয়ে দিল। বাধ্য হয়ে সরকার বাংলা এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে কাগজে কলমে স্বীকৃতি দান করলো। কিন্তু আন্দোলন থামলো না। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত নানারূপে আন্দোলনের ধারা চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত এক সাগর রক্তের বিনিময়ে জন্ম নিলো স্বাধীন বাংলাদেশ। আমরা ফিরে পেলাম আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে।

এ শতাব্দীতে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, তাহলো অমর এ রক্তাক্ত একুশের বিশ্ব স্বীকৃতি। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ রোজ বুধবার প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান সংস্থা UNESCO (ইউনেস্কো) ২১শে ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে ঘোষণা দিয়ে এবং তা ২০০০ সাল হতে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা নিয়ে বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্বে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এ মহান কার্যাদি একদিনে সুসম্পন্ন হয়নি এর জন্য অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পথ অতিক্রম করতে হয়েছে।

আজ আমাদের হৃদয় গর্বে ভরে যায়, পৃথিবীর সকল দেশের জনগণ প্রতি বছর এ নদী বিধৌত পলি মাটির মনুষ্যত্ব আর গণতান্ত্রিক সমর্থনে সাধারণ মানুষ কতটা নিবেদিত প্রাণ ও দেশ প্রেমিক হতে পারে এবং কতটা আত্মত্যাগী হতে পারে এ বিষয়ে জানছে এবং আরও জানবে। সালাম, রফিক,বরকত, জব্বার আর একাত্তরের ৩০ লাখ শহীদ ও দু'লাখ মা বোনের ইজ্জত হারানো শাশ্বত এ বাঙ্গালীর রক্তের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠা বাংলাদেশ, আজ পরম শ্রদ্ধার দেদীপ্যমান সারা বিশ্বের জনগণের কাছে।

অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত শস্য শ্যামল সবুজের সমারোহে ভরা নয়ন জুড়ানো আমার সাধের বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের প্রতিটি ভাষাভাষীর মানুষের গর্বে ধন্য ও প্রাণের সম্পদ। স্বাভাবিকভাবে একুশ আজ প্রতিটি বাঙালির অহংকারের প্রতীক। একুশ প্রতিটি স্বাধীনতাকামী বাঙালির গর্ব, সাহস ও প্রেরণার উৎস। 'ইউনেস্কো'-এর সুদূর প্রসারী সিদ্ধান্তের ফলে একুশ আজ গোটা বিশ্বের সম্পদে দাঁড়িয়েছে।

প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের স্বীয় মাতৃভাষার মর্যাদা অপরিসীম। আমরা জানি পৃথিবীতে যত নবী রসূল এসেছেন তাঁরা সবাই নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই তাদের প্রচার কার্য চালিয়েছেন। কুরআনের বর্ণনামতে জানা যায় সকল ভাষাই আল্লাহ্র দান। সকল জাতিতে যেমন রসূল এসেছেন, তেমনি সকল জাতির ভাষাতেই ওহী ইলহাম নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জাতির স্বীয় মাতৃভাষাকে যথাযত মর্যাদা দিয়ে তাদের নিজস্ব ভাষায় আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় প্রধান চারটি আসমানি কিতাবের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি 'তাওরাত' হিব্রু ভাষায়, হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি 'ইঞ্জিল' সুরিয়ানী ভাষায়, হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি 'যাবুর' ইউনানী ভাষায় এবং বিশ্ব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি 'আল কুরআন' আরবী ভাষায় নাযিল হয়। রসূল (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবী। তাঁর কাছে মানবজাতির দিশারী এবং সৎ পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে সর্বশেষ আসমানী কিতাব 'আল কুরআন' অবতীর্ণ হয়। এ ঐশী ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবী। বিশ্ব নবীর মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষাণা করেছেন, "আমি কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তা দিয়ে মুত্তাকীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার" (সূরা মরিয়ম ঃ ৯৮)।

তাই আমরা বলতে পারি কোন ভাষা অপবিত্র নয় বরং সকল ভাষাই ঐশী ভাষা। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাতৃভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব ও সম্মান দিয়ে থাকে, আর আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতাও মাতৃভাষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন তিনি এক স্থানে উল্লেখ করেছেন, "নামাযের মধ্যে নিজের ভাষায় দোয়া করা উচিত। কেননা, নিজের ভাষায় দোয়া করলে পূর্ণ আবেগ সৃষ্টি হয়" (মলফুযাত, নবম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৪)।

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, "নামায আশিস মন্ডিত হবে না যতক্ষণ না নিজের ভাষায় নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা না কর। ....মাতৃভাষায় মানুষের বিশেষ এক সাধ মিশ্রিত থাকে। এ জন্য নিজের ভাষায় অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সঙ্গে নিজের কামনা-বাসনাকে রাব্বুল আলামীনের কাছে নিবেদন করা উচিত" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৫)।

তাই প্রত্যেক আহমদী মুসলমান কুরআন হাদীসের নির্ধারিত আরবী দোয়াগুলো পাঠ করার পর নিজ নিজ মাতৃভাষায় সেজদায় অবশ্যই দোয়া করে থাকে।

বাঙলা বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৫ম ভাষা। আর আমাদের রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা। এ ভাষার প্রগতি, উন্নতি উৎকর্ষের জন্য কারো কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তের বিনিময়ে বাঙালি খুজে পায় নিজস্ব সত্তা। আর এর ফলেই বাঙালি লাভ করে স্বাধীন রাষ্ট্র।

মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে নিজ মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি করে দিক আর গভীর ভাবে শ্রদ্ধা জানাই সেই সব বীর শহীদ ও বীর সৈনিকদের যারা এ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং লড়েছেন। আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি এবং প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি........।

জামা'ত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের ১১তম বিভাগীয় বার্ষিক ওয়াকফে নও তালিম-তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন/২০০৯ অনুষ্ঠিত

গত ২৪/০১/২০০৯ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক বিভাগীয় ওয়াকফে নও তালিম-তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শালশিড়িতে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন রাকিব আহমদ। আহমদীয়া মুসলিম জামাত শালশিড়ির প্রেসিডেন্ট জনাব মৌ" ইছরাইল দেওয়ান সাহেবসহ কয়েকজন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। ওয়াকফে নও তালিম-তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন ও সম্মেলনের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন সভাপতি সাহেব। দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

সপ্তাহ ব্যাপী ক্লাসে কুরআন, হাদীস, নামায শিক্ষা, মসলা-মাসায়েল ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকের ওপর শিক্ষা প্রদান করা হয়। মৌঃ আব্দুর রহমান. রানু মোয়াল্লেম, মৌঃ হুমায়ুন কবির, মোয়াল্লেম ও মৌঃ মনির হোসেন খান, মোয়াল্লেম উক্ত ক্লাস নেন। মোট ৪৬ জন ওয়াকফে নও, ৩৯ জন মাতা ও ৩২ জন পিতা উপস্থিত ছিলেন। ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেব প্রতিদিন বাদ মাগরীব ওয়াকফে নও ও তাদের পিতা-মাতাদের সমন্বিত ক্লাসে তরবিয়তী বক্তব্য রাখেন। আহমদনগর, শালশিড়ি, চড়াইখোলা, দিনাজপুর ও জগদল থেকে ওয়াকফে নও মুজাহিদিনগণ ক্লাসে যোগদান করেন।

বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী ও ক্লাসে অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীর একাংশ

৩০/০১/২০০৯ ইং শুক্রবার বাদ জুমুআ ন্যাশনাল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন সাব্বির আহমদ। নযম পাঠ করেন এনামুর রহমান। সভাপতি সাহেবের হাত থেকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীগণ পুরস্কার গ্রহণ করেন। মৌঃ মোহাম্মদ ইছরাইল দেওয়ান সাহেব সহ কয়েকজন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সপ্তাহ ব্যাপী তালিম-তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ ইছরাইল দেওয়ান

প্রেসিডেন্ট

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শালশিড়ি

ঢাকা বিভাগীয় ৬ষ্ঠ বার্ষিক ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন ২০০৯ অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে গত ০২ জানুয়ারী (শুক্রবার) হতে ০৬ জানুয়ারী (মঙ্গলবার) ২০০৯ ইং পাঁচ দিন ব্যাপী ঢাকা বিভাগীয় ৬ষ্ঠ বার্ষিক ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। ২ জানুয়ারী শুক্রবার বা'দ জুমুআ অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আহমদ তৌকিদ চৌধুরী। এরপর সভাপতি সাহেব দোয়া পরিচালনা ও উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন, যথাক্রমে মৌলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ্, মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা এবং মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপু-রী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অত:পর বাদ মাগরীব তরবিয়তী অধিবেশনের মাধ্যমে যথারীতি ক্লাস শুরু হয়ে ০৫ জানুয়ারী দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ক্লাসে নিয়মিত ভাবে ওয়াকফে নও ছেলে সদস্য ২১ জন এবং মেয়ে সদস্য ৩৪ জন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বেশ কয়েক জন সদস্য অনিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। ছেলেদেরকে ০২টি গ্রুপে এবং মেয়েদেরকে ০৩টি গ্রুপে ভাগ করে ক্লাস

নেয়া হয়। ক্লাস শেষে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ০৬ জানুয়ারী বা'দ যোহর সমাপ্তি অধিবেশন ও ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে ওয়াকফে নও সদস্যগণের অনেক সম্মানিত পিতা-মাতাগণও অংশগ্রহণ করেন। সমাপ্তি অধিবেশন ও সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অধিবেশনে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন **১ম** স্থান অধিকারী (ছেলে বড় গ্রুপের) ওয়াকফে নও সদস্য জনাব আহমদ তৌকিদ চৌধুরী এবং নযম পাঠ করেন **১ম** স্থান অধিকারী (ছেলে ছোট গ্রুপের) ওয়াকফে নও সদস্য জনাব জি.এম. ইরফান রহমান। এই অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অত:পর সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে তিনি ওয়াকফে নও সদস্য ও সম্মানিত পিতামাতাগণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত প্রদান করেন। সভাপতি সাহেবের ভাষণের পর পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, মঞ্চে উপবিষ্ট মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

১১তম রিজিওনাল কর্মকর্তা সম্মেলন ও কর্মশালা/ ০৯ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

মোহতরম সদর সাহেব মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের উপস্থিতিতে গত ৩০ জানুয়ারী ১১তম রিজিওনাল কর্মকর্তা সম্মেলন ও কর্মশালা ঘাটুরা মজলিসে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা থেকে পর্যায়ক্রমে রাত ১০:০০ ঘটিকা পর্যন্ত চলে।

অনুষ্ঠান বিকাল ৩:০০ ঘটিকার সময় মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্র সভাপতিত্বে, কেন্দ্র থেকে আগত জনাব আব্দুস সোবহান কায়েদ উমুমী ও জনাব ফজলে-ই-এলাহী কায়েদ তালীম, জনাব শফিউল আলম বরকত রিজিওনাল নাযেম ও তার আমেলা। চার জেলার জেলা নাযেম বৃন্দ যথাক্রমে মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আহমদ, জনাব জানে আলম, জনাব ডা: মোর্শেদ আলম, সৈয়দ আমীন আহমদ এবং ১৪টি মজলিস হতে আগত যয়ীম আলা/যয়ীম, মুন্তাযেম উমুমী ও মুন্তাযেম মাল সাহেবানদের উপস্থিতিতে বার্ষিক কর্মকর্তা সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়।

অনুষ্ঠান শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের পর মোহতরম সদর সাহেব আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি বলেন, বিগত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর উপস্থিত কম। কেন হঠাৎ কর্মকর্তা সম্মেলনে উপস্থিতি কম তা তলিয়ে দেখা দরকার। যে সকল মজলিস আসে নাই তাদের মজলিসে গিয়ে কর্মশালা করতে হবে। উপস্থিত সদস্যদের মাঝে এ বৎসরের কর্মকান্ডের ওপর কিছু প্রশ্ন রাখেন। অনেকে পূর্ণাঙ্গ উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। সদর সাহেব বৎসরের কর্মকান্ড সঠিক ভাবে ও যথা সময়ে করার আহ্বান জানান, এর সাথে আরও অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্বের সহিত উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন।

মোহতরম কায়েদ উমুমী সাহেব কাজের কোন পয়েন্টের ওপর শ্রেষ্ঠ মজলিস নির্ধারণ করেন তার বর্ণনা দেন। তারপর আগত সকল স্থানীয় মজলিসের কর্মকর্তাদের নিকট রিপোর্ট ও আগামী দিনের পরিকল্পনার রিপোর্ট দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত হুযূর আকদাস (আই.)এর জুমুআর খোতবা দেখার পর মাগরেব ও এশার নামায জমা আদায়ের পর দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথম অধিবেশনের বাকী অংশ পুনরায় চলে। স্থানীয় মজলিসের কর্মতৎপরতা ও দুর্বলতার দিক সহ বিভিন্ন কাজের সমস্যাগুলি সদর সাহেব মনোযোগ সহকারে শুনে সাথে সাথে এর সমাধান দেন ও তা লিপিবদ্ধ করেন।

তারপর জেলা নাযেমগণ নিজ নিজ রিপোর্ট পেশ করেন। সহকারী রিজিওনাল নাযেম জনাব শেখ মোশারফ হোসেন স্থানীয় মজলিসের কাজ কি পদ্ধতিতে করতে হবে এর ওপর বক্তব্য

রাখেন। রিজিওনাল নায়েম জনাব শফিউল আলম বরকত স্থানীয় মজলিসের কর্মকর্তা, সম্মেলনে উপস্থিত গত বারের চেয়ে কম হওয়ায় সদর সাহেব যেমন অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন রিজিওনাল নায়েমও অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে বলেন, আগামী দিনে মজলিসের সকল কার্যক্রম সুন্দর ও সুচারুরূপে করার আহ্বান জানান যাতে করে এ বৎসর সকল স্থানীয়, জেলা ও রিজিওনাল মজলিস শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে। প্রতি মাসের মাসিক রিপোর্ট নিয়মিত যথাস্থানে পাঠানোর আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, জেনে রাখুন, যয়ীম আলা/যয়মগণের মূল কাজ হলো কর্মী সৃষ্টি করা। মজলিসের কাজ একা করলে কখনো কর্মী সৃষ্টি হবে না। এ বিষয়ে সকল যয়ীমদের স্বচেতন হতে হবে। তাহলেই মজলিসের কাজও হবে সাথে সাথে কর্মী ও সৃষ্টি হবে।

তারপর স্বাগতিক মজলিসের প্রেসিডেন্ট জনাব মুসা মিয়া শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর কায়েদ উমুমী ও কায়েদ তালিম শিক্ষা মূলক সুন্দর বক্তব্য রাখেন। সবশেষে মোহতরম সদর সাহেবের সমাপ্তি বক্তব্যের পর রাত ১০:০০ ঘটিকার সময় দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১১তম বার্ষিক কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে ২৮টি মজলিসের মধ্যে ১৪টি মজলিস, রিজিওনাল ও জেলা আমেলা এবং মেহমান সহ সর্বমোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

শফিউল আলম বরকত

রিজিওনাল নায়েম

চট্টগ্রাম-সিলেট রিজিওন

খুলনা মজলিস আনসারুল্লাহ্ কর্তৃক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত 'আল ওসীয়্যত পুস্তকের ওপর আলোচনা সভা/সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৬/০১/২০০৯ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের ওপর এক আলোচনা সভা খুলনার 'বায়তুর রহমান' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। খাকছারের সভাপতিত্বে সেমিনারের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব শের মোহাম্মদ আনসারী। অত:পর খাকছার কর্তৃক আহাদ নামা পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্, মুহাম্মদ ওমর আলী, মুহাম্মদ জিয়াদ আলী, মুহাম্মদ আবু জাফর ও আহসান জামীল। অত:পর সভাপতি সাহেবের সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভা শেষ হয়। সভায় মোট ১২ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন।

মানবতার সেবায় ওয়াকারে আমল ও বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচী পালন

গত ৩১/০১/২০০৯ তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকা থেকে ১০-০০ ঘটিকা পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ্, খুলনা কর্তৃক আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা 'দারুল ফযল' কমপ্লেক্সের সম্মুখে এবং রাস্তার ময়লা আবর্জনা ও ঘাস সাফ করার মাধ্যমে ওয়াকারে আমল কর্মসূচী পালন করা হয়। উক্ত ওয়াকারে আমল কর্মসূচীতে মোট ০৯ জন আনসার ও ২ জন খোদ্দাম অংশগ্রহণ করেন।

এ ছাড়া একই তারিখে সন্ধ্যা ৭-০০ ঘটিকা থেকে ৯-০০ ঘটিকা পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ্ খুলনা কর্তৃক রেলওয়ে স্টেশন ও লঞ্চ টারমিনালে গরীব ও দুস্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে ২ জন আনসার ও ১ জন খোদ্দাম অংশগ্রহণ করেন।"

যয়ীম-ই-আলা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের ৩য় বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস – ২০০৯ অনুষ্ঠিত

গত ১৪, ১৫ ও ১৬ই জানুয়ারী লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী তালিম-তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাস শুরু হয়। উক্ত ক্লাসে বিভিন্ন তরবিয়তীমূলক আলোচনা করা হয়। যেমন, ওসীয়্যতের গুরুত্ব, মিনহাজুত্তালেবীন পুস্তকের আলোকে তরবিয়তী আলোচনা, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, খাতামান্নাবীঈনের ওপর আলোচনা এবং সহীহ্ কুরআন শিক্ষার ক্লাস নেওয়া হয়। ক্লাসগুলো পরিচালনা করেন, মিসেস রওশান আরা আহমেদ, মিসেস তাহেরা মির্যা, মিসেস নাঈমা বুশরা, মিসেস কুদসিয়া নাজিম এবং মিসেস তালাত মেহতাব।

ক্লাস শেষে কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা ও লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত ক্লাসে প্রথম দিন ৩০ জন, ২য় দিন ৩৫ জন, এবং ৩য় দিন ৪৫ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে স্থানীয় আমীর সাহেব সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

তালাত মেহতাব রত্না

সেক্রেটারী তালিম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম

কৃতী ছাত্রী

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, হুযূর (আই.)-এর ১১ই ডিসেম্বর ২০০৮ এর পত্রের মাধ্যমে দোয়া আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আমার ছোট মেয়ে কোহিনূর বেগম (বীথি) [জেনারেল সেক্রেটারী লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফতুল্লা] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ থেকে মাস্টার্স পরক্ষীয় প্রথম শ্রেণীতে ৮ম স্থান অধিকার করেছে। সে অনার্সেও প্রথম শ্রেণী পেয়েছিল। ৫ম ও ৮ম

শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেছিল। খোদার স্নেহের দৃষ্টি যেন তার ওপর স্থায়ী হয়, তার ভবিষ্যত যেন উজ্জ্বল ও কল্যাণময় হয় এবং সে যেন দ্বীন ও দুনিয়ার উত্তম সেবিকা হতে পারে সেজন্য জামা'তের সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

আব্দুল কাদির জেনারেল সেক্রেটারী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফতুল্লা

শুভ বিবাহ

গত ০৪/০৮/০৮ মোসাঃ লাভলী বেগম, পিতা- মৃত আব্দুল জলিল, কাজীপাড়া বি, বাড়িয়া এর সাথে জনাব এমরান আহমদ, পিতা-হাফিজ আহমদ হরিনাদি ঘাটুরা, বি, বাড়িয়া এর বিবাহ ৫০,০০১/- (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৭৫১/০৮

গত ০৬/১১/০৮ মোসাঃ মোরশেদা খাতুন, পিতা-মোহাম্মদ আলী, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে মোহাম্মদ কামাল হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, পূর্ব খেজুরিয়া, বানিয়া শান্তাবাজার, দাকোন, খুলনা এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৭৫২/০৮

গত ২০/১২/০৮ মোসাঃ ইসরাত জাহান ইতি, পিতা-মোলেহ উদ্দিন খাদেম, চট্টগ্রাম এর বিবাহ জনাব শেখ জিয়াউল হক, পিতা-শেখ আব্দুল ওয়াহেদ, কান্দিপাড়া বি, বাড়িয়া এর বিবাহ ১,৭৫,০০০/- (একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৭৫৩/০৮

গত ২৬/১২/০৮ মোসাঃ আমাতুল হাই (ঐশী) পিতা-জনাব আব্দুল হাই, দিগারাজ বাগের হাট এর সাথে মুহাম্মদ সাইদুর রহমান, পিতা-মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্, নিরালা আবাসিক এলকা ২০৯/১২, খুলনা এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৭৫৪/০৮

গত ০২/০১/০৯ মোসাঃ নুরজাহান আক্তার (রুমি), পিতা-মোহাম্মদ জামাল, কমর উদ্দিন বেপারী বাড়ি, গ্রাম-বানসা, থানা-চাটখিল, জেলা নোয়াখালী, এর সাথে নওশাদ আহমদ ফারুকী, পিতা-মৃত; আব্দুল আলিম, তারুয়া, বি, বাড়িয়া এর বিবাহ ৫,০০০০০/- (পাঁচলক্ষ টাকা) মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৭৫৫/০৯

গত ০২/০১/০৯ মোসাঃ নাইমা আক্তার লিপি, পিতা-জনাব তছলিম আহমদ, কোড্ডা বি, বাড়িয়া এর সাথে জসিম উদ্দিন চৌধুরী, পিতা-মৃত রাকিবুল ইসলাম চৌঃ, ভাদুঘর বি, বাড়িয়া এর বিবাহ ১,০০০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৭৫৬/০৯

গত ০৬/০১/০৯ মোসাঃ মারুফা বেগম (রূপালী), পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, কাজিপাড়া, কাজির হাট, রংপুর এর সাথে মন্তাজ আলী পিতা-মৃত ছোয়ামিয়া, ভাতগাঁও দিনাজপুর এর বিবাহ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৭৫৭/০৯

গত ১৩/০১/০৯ মোসাঃ ফারজানা আক্তার (ঊষা), পিতা-এ,কে, এম, আতাউর রহমান, ১৩৯/১-বি, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪ এর সাথে ইমরান আহমদ, পিতা-শরীফ আহমদ, অকল্যান্ড নিউজিল্যান্ড এর বিবাহ ৫,৫০,০০১/- (পাঁচলক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৭৫৮/০৯

গত ১৬/০১/০৯ মোসাঃ সাদিয়া রহমান, পিতা-ডাঃ শেখ মতিউর রহমান ভুঁইয়া, সি, ই, ৫৪/১৫ এ, ববন্দ্রনগর, কোলকাতা-১৮ এর সাথে মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ভুঁইয়া, বাসুদেব বি, বাড়িয়া এর বিবাহ ১,৬০,০০০/- (এক লক্ষ ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৭৫৯/০৯

গত ২৩/০১/০৯ মোসাঃ রওশন আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, শালশিড়ি, পঞ্চগড় এর সাথে মোহাম্মদ কাওসার আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল কাদের আহমদ সোনাচান্দি, পঞ্চগড় এর বিবাহ ৫০,০০১ (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৭৬০/০৯

হুযূর (আই.)-এর জলসার ভাষণের সিডি পাওয়া যাচ্ছে

বাংলাদেশের ৮৫তম জলসা সালানার সমাপনী অধিবেশনে আহমদীয়া জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বাংলাদেশের আহমদীদের উদ্দেশ্যে এক ঈমান উদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এ ভাষণ বাংলা অনুবাদসহ এমটি-এর মাধ্যমে একই সঙ্গে সরাসরি লন্ডন ও ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত হয়। হুযূর (আই.) উক্ত ভাষণটির সিডি তৈরী করা হয়েছে।

আগ্রহী সকলকে উক্ত সিডি কেন্দ্রীয় অডিও ভিডিও দপ্তর অথবা লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সেক্রটারী অডিও ভিডিও

বাংলাদেশ

এ পক্ষের কৃষি
১ মার্চ হতে ১৫ মার্চ
১৭ফালগুন হতে ১চৈত্র।

চাষী ভাই এপক্ষে নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করতে পারেন:-
চাষী ভাই রবি মৌসুম শেষ হয়েছে। খরিফ-১ মৌসুম শুরু হয়েছে। এ পক্ষ কালে রবি মৌসুমে চাষকৃত বিশেষ করে ডাল ও তেল ফসল কাটার উত্তম সময়। চাষী ভাই শতকরা ৮০% ভাগ পাকলে ফসল কেটে বাড়ী নিন। ডাল ও তৈল জাতীয় ফসল বেশী পাকলে ভাল দানা মাঠে ঝরে পরে।অনেকে মনে করতে পারে চাষ কাজ বেশ সহজ। কিন্তু কৃষি কাজ থেকে লাভ করা কঠিন। মানদাতার আমলের চাষ পদ্দতি অনুসরন করে কৃষিতে লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই আধুনিক চাষ পদ্দতি অনুসরন করা। সময়ের কাজ সময়ে নিশ্চিত করা। চাষী ভাই এ পক্ষকালে নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করলে ভাল ফল পাবেন।

১) বোরো চাষ:- এপক্ষকালে বোরো ফসলের যত্ন নেয়ার উত্তম সময়।এ কাজে আপনি যদি অবহেলা করেন তাহলে আপনি আশারনুরূপ ফলন পাবেননা।কৃষিতে আপনি লাভ করতে পারবেননা।
এ পক্ষকালে আপনি নিম্নবর্ণিত কাজগুলি সম্পাদন করুন।
ক) আগাছা পরিস্কার করুন।
খ) প্রয়োজনীয় পরিমান সেচ দিন।
গ) খেতের আইল ফেটে/ভেঙ্গে গেলে বেধে দিন।
ঘ) নির্ধারিত মাত্রায় সারের উপরি প্রয়োগ করুন।
ঙ) রোগ বালাই দমনে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করুন।
চ) প্রয়োজনে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা /খাকসারের সাথে আলোচনা করুন।
উপরি প্রয়োগের সময় এবং হার কেজি/একর

জাতের নাম	উপরি প্রয়োগের সময়				
	বপনের ১৫ দিন পর	বপনের ৩০ পর	বপনের ৪৫ দিন পর	বপনের ৫০ দিন পর	পনের ৫৫ দিন পর
ব্রি ধান ২৮, ৩৬	৩০	৩০		৩০	
বিআর-১৪, ১৬ ব্রি ধান-২৯,৩৫	৩৬		৩৬		৩৬

*চাষী ভাই কাইচ থোর আসলে উপরি প্রয়োগ করবেননা। বুটিং স্টেজে পর্যাপ্ত সেচ দিন। এসময়ে সেচের বিঘ্ন ঘটলে ফলন কম হবে।

২) গম চাষ:- এ পক্ষকালে গম খেতে সেচ দিবেননা। তবে যে প্লট থেকে বীজ রাখার চিন্তা করেছেন। সে প্লটের রগিং করার এখনই উপযুক্ত সময়।

* চাষী ভাই কিভাবে রগিং করবন:- আপনার খেতের আইলের উপর হাটুগেরে বসে ফসলের উপর তাকালে আপনি স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে উঁচু গাছ দেখতে পাবেন । ঐ সকল গাছ উপরে ফেলুন।এছাড়া খেতের ভিতর হাটলে স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে অনেক ছোট গাছ দেখতে পাবেন । সে গাছ গুলো উপরে ফেলুন। অনেক এলাকায় গম খেতে হিটকারী জন্মায় এবং গম গাছের সাথে জড়িয়ে থাকে । হিটকারী গাছ উপরে ফেলন।

* চাষী ভাই ফসল পাকার পর কাটার সময় রগিং করা সম্ভব নয় । দানা বাধার পর গাছ সবুজ থাকা পর্যন্ত রগিং করার উত্তম সময় ।

৩) ভূট্টা চাষ :- চাষী ভাই যে সকল খেতে রবি ভূট্টা চাষ করেছেন। এপক্ষকালে সে সকল খেতে প্রয়োজনে শুধু সেচ দিবেন।

৪) ভূট্টা সংগ্রহ :-
শতকরা ৮০% ভাগ পাকলে ভূট্টার মোচা সংগ্রহ করুন।নিম্নে ৮০% ভাগ পাকার বৈশিষ্ট প্রদান করা হলো। বৈশিষ্ট গুলি যাচাই করে মোচা সংগ্রহ করুন।
(ক) গাছের পাতা শুকিয়ে হলুদ/ বাদামী বর্ণ ধারন করবে।
(খ) মোচার খোসা শুকিয়ে খড়ের রং ধারন করবে।
(গ) মোচা থেকে দানা খুলে দানার গোড়ায় নখদিয়ে খুচিয়ে সামান্য ভিতরে কালো/বাদামী রং পাওয়া যাবে।

চাষী ভাই আপনি যদি খরিফ ভূট্টা চাষ করতে চান তা'হলে এপক্ষকালে চাষ শেষ করুন।

৫) কুমড়া চাষ:-
(ক) মিষ্টি কুমড় :- চাষী ভাই শীতকালিন মিষ্টি কুমড়া এপক্ষকালে পাকতে শুরু করবে।পাকার সাথে সাথে কুমড়া সংগ্রহ করুন। চাষী ভাই পাকা মিষ্টিকুমড়া অনেকদিন রেখে খাওয়া যায় ।এজন্য পরিপূর্ণ পাকা মিষ্টি কুমড়া তোলা প্রয়োজন। নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করে মিষ্টিকুমড়ার পরিপূর্ণ পরিপক্কতা নির্ধারণ করা যায়।

* পরিপূর্ণ পাকা ফল হলুদ অথবা হলুদ-কমলা অথবা খড়ের রং ধারন করবে।
* ফলের বোটা খড়ের রং ধারণ করবে।
* গাছের ডগা শুকাতে শুরু করবে।

যে সকল চাষী ভাই গ্রীষ্মকালীন মিষ্টিকুমড়া চাষ করতে আগ্রহী তারা এপক্ষকালে চাষ শুরু করুন।
(খ) গেমী কুমুড়া:- এপক্ষকালে গেমী কুমড়ার খেতের অন্তরবর্তীকলিন পরিচর্যা করুন।

৬) ডাল ফসল:-
(ক) মুগডাল:-যেসকল চাষী ভাই খরিফ মুগডাল চাষ করতে চান তারা উঁচু এবং মাঝারি উঁচু সুনিস্কশিত জমিতে মুগডাল চাষ করতে পারেন। আলু তোলার পর সে জমিতে মুগডাল চাষ করতে পারেন।
(খ) মুশুরডাল :- এপক্ষকালে ডাল পাকবে। যে প্লট থেকে বীজ রাখবেন সে প্লট এর ডাল আলাদা করে কাটুন।
(গ) চাষী ভাই অন্যান্য ডাল ফসল এপক্ষকালে পাকবে।
ডাল সংগ্রহ:- শতকরা ৮০% ভাগ পাকলে ডাল ফসল কর্তন করুন। চাষী ভাই মনে রাখবেন ডাল ফসল বেশী পাকলে পরিপুষ্ট দানা ঝরে পরে যায়। চাষী ভাই ফসল কাটার পর পরই রোদে শুকাবেন। জাক দিবেননা। গাছ শুকানোর পর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে /মেশিনের সাহায্যে ডাল সংগ্রহ করতে পারেন।
* সংরক্ষণ:- ডাল সংরক্ষণ করে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়।তবে এজন্য নিম্নবর্ণিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
ক) ডাল ১০% আর্দ্রতায় শুকাতে হবে।
খ) সংরক্ষণের পূর্বে ভাল করে পরিস্কার করতে হবে।
গ) বীজ হিসাবে সংরক্ষণ করতে হলে ভল করে চালাই করে বীজকে সম আকারে আনতে হবে।
ঘ) গুদামজাত করনের পুর্বে ভালভাবে বাছাই করতে হবে। শুধুমাত্র পরিস্কার উত্তমমানের রোগ ও পোকা আক্রান্ত মুক্ত ডাল(পণ্য) গুদামে রাখতে হবে।
ঙ) ফসল সংগ্রহের পর পরই নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় শুকাতে হবে।
চ) গুদাম পরিস্কার এবং আর্দ্রতা মুক্ত হবে। প্রয়োজনে গুদাম মেরামত করে নিতে হবে।
ছ) বীজ/ ফসল নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে । পোকার আক্রমন হলে দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) তিল চাষ:- চাষী ভাই এ পক্ষকালে আলু তোলা শেষ হবে। আলু তোলার পর ঐ জমিতে তিল চাষ

করতে পারেন।
খুব কম খরচে ভাল ফলন পাবেন।
৮) আখ চাষ:-যেসকল চাষী ভাই আগাম অখ চাষ করতে পারেননাই এপক্ষকালে আখ চাষ শেষ করুন। এসময়ে আখে রস কম থাকে ফলে চারা গজাতে দেরী হয়। তাই বপনের পূর্বে আখ আঁটি বেঁধে পুকুরের পানিতে সারারাত ভিজিয়ে পরদিন বপন করলে গজানোর হার বৃদ্ধি পাবে। আগাম চাষকৃত আঁখ খেতের পরিচর্যা করুণ । প্রয়োজনে সেচ দিন।
৯) কলা চাষ:- চাষী ভাই এপক্ষকালে আগাছা পরিস্কার করুন। অপ্রয়োজনীয় পাতা পরিস্কার করুন।প্রয়োজনে গাছের গোড়ায় মাটি দিন। গাছ প্রতি নিম্নোক্ত হারে উপরি প্রয়োগ করুন।কলার মোচা বেড় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গোড়ায় কোন চারা রাখবেননা। চারা রোপনের ২ মাস পর থেকে ২ মাস পর পর মোট ৩ কিস্তিতে গাছের চার পাশে সার ছিটিয়ে দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিন। প্রতি কিস্তিতে ইউরিযা -১৬৫ গ্রাম এবং এমও পি -৬৫ গ্রাম সার প্রয়োগ করুন। চাষী ভাই শুকনো মৌসুম শুরু হয়েছে। তাই মাটির জোঁ বুঝে ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর সেচ দিন।
১০) গোল আলু চাষ:- চাষী ভাই আলু সংরক্ষন করার পূর্বে ভাল করে বাছাই করুন। রোগাক্রান্ত মাঠের আলু সংরক্ষণ করবেননা। কাটা, ফাটা , পঁচা এবং রোগাক্রান্ত আলু বাছাই করে আলাদা করুন। ভাল সুস্থ আলু সংরক্ষণ করুন। দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করতে পারবেন।
১১) গ্রীষ্মকালীন সব্জি চাষ:- চাষী ভাই এপক্ষকালে ডেঁরস, বরবটি,ডাঁটা, ঝিংগা,শশা, চিচিংগা চালকুমড়া এবং পুঁইশাক আবাদ করার উপযুক্ত সময়।
(ক) পিঁয়াজ চাষ:- চাষী ভাই এপক্ষকালে পিঁয়াজের চারা রোপন করুন।
(খ) দক্ষিণ অঞ্চলে এমৌসুমে মরিচ চাষ করা হয়ে থাকে । চাষী ভাই খেতের আগাছা পরিস্কার করুন। গাছের গোড়ায় মাটি টেনে দিন।মাটির জোঁ বুজে সেচ দিন।
(গ) দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা এপক্ষকালে সেচ সুবিধাযুক্ত উচু জমিতে বরবটি, ডাঁটা , ডেরস, পুই শাক চিচিংগা চাষ করতে পারেন।আগাম ফসল তুলতে পারলে ভাল বাজার দর পাবেন।

আমের মুকুল ঝরা ও আমের পোকা আক্রমন সমস্য এবং এর প্রতিকার:

আম গাছের মুকুল ঝরে পরা এবং আমে পোকা আক্রমন সমস্যা নিয়ে অনেকেই খাকসারের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন। আমের মুকুল ঝরা রোগ এবং পোকায় আক্রমন আমের ফলনের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। আমের মুকুল ঝরা এবং আক্রমনের কারন এবং এর প্রতিকার নিম্নে প্রদান করা হলো:-
ক) আমের মুকুল ঝরার কারন:-
১) গাছের পুষ্টির অভাব:- অনেক গাছের পুষ্টির অভাবে মুকুল ঝরে পরে এবং ফলনের ৩০%-৭০% পর্যন্ত ক্ষতি হয়ে থাকে।
*প্রতিকার:-*প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক ফলন্ত গাছে বছরে ২ কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। (ক) প্রথম কিস্তি জৈষ্ঠ- আষাঢ় মাসে (খ) দ্বিতীয় কিস্তি আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হ প্রতি কিস্তিতে সারের মাত্রা(গাছের বয়সের সাথে সারের মাত্রা কম বেশী হতে পারে):-

ক) কম্পোস্ট / গোবর -২৫ কেজি।
খ) ইউরিয়া -১.০০ ”।
গ) টিএসপি -৫০০ গ্রাম।
ঘ) এম ও পি - ২৫০ ”
ঙ) জিং সালফেট - ১০ ”।
চ) জিপসাম -২৫০ ”।

মাসে অন্তত একবার সেচ দিতে হবে।
২) ফলে ঘনত্ব:-
একই ডালে অনেক ফল ধরলে পুষ্টির জন্য ফলগুলি প্রতিযোগিতা করে বলে ফল ঝরে যায়।
প্রতিকার:- ফল পাতলা করে দিতে হবে।
৩) রোগের আক্রমন:-
(ক) এ্যানথ্যাক্সনোজ রোগ:- এ রোগের আক্রমনে গাছের পাতা. কান্ড মুকুল . ও ফলে ধুসর বাদামি রংয়ের দাগ পড়ে।এ রোগের কারনে আক্রান্ত মুকুল ঝরে পরে। আমের গায়ে পাতায় কালেচে দাগ পরে। আম পঁচে যায়। ভিজা আবহাওয়ায় এ রোগের ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।
প্রতিকার:-(১) রেগাক্রান্ত ডাল পালা পুড়ে ফেলুন। কাটা স্থানে বর্দো পেস্ট লাগাতে হবে। (১ লিটার পানি+১০০ গ্রাম চুন+১০০গ্রাম তুঁতে)।
(২) গাছের নিচের মরা পাতা পুড়ে ফেলুন।
(৩) আক্রান্ত পাতা দেখলে ব্যাভিস্টিন অথবা নোইন ২০ গ্রাম ১০ লি: পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ৩-4 বার স্প্রে করুন।
(৪) ১ ম বার গাছের মুকুল আসার পর কিন্তু ফুল ফোটর পূর্বে টিল্ট-২৫০ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। আমের আকার মটর দানার মত হলে ২য় বার স্প্রে করুন।
(খ) পাউডারী মিলডিউ:- এ রোগের আক্রমন হলে আমের মুকুলে সাদা পাউডারের মত আবরন দেখা যায়। মুকুল থেকে ফূল ঝরে যায়। আকান্ত পুস্পমঞ্জুরী কালো রং ধারণ করে।এ রোগ আমের মুকুলে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। আক্রান্ত মুকুল ঝরে যায়। আক্রান্ত আমের চামড়া খসখসে হয়ে যায়।
*প্রতিকার:-*মুকুল আসার পর ১ম কিস্তি এবং ফল মটর দানার আকার হলে ২য় কিস্তি এবং প্রতি কিস্তিতে ২ গ্রাম থিওভিট ১.০০লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন।
(গ) অঙ্গ বিকৃতি :- আক্রান্ত শাখায় ছোট ছোট পাতা সহ অনেক কুঁড়ি বেড় হয়। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অনেক মুকুল একসাথে জটলার মত দেখা যায়। আক্রান্ত মুকুলে আম ধরেনা।
প্রতিকার:- আক্রান্ত মুকুল কেটে ধ্বংস করুন। গুস্থ গাছ থেকে চারা কলম করুন।
মুকুল বেড় হওয়ার ৩ মাস পূর্বে ০.0২% ন্যাপথলিন এসিটিক এসিড স্প্রে করুন।
(ঘ) আমের ফল ছিদ্রকারী পোকা:-
এ পোকার আক্রমন প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পোকার আক্রমন হলে আমের সরু প্রান্ত ফেটে যায় এবং আম ঝরে পরে। ইহা একটি ক্ষতি কারক পোকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এর আক্রমনে ১০%-৩০% পর্যন্ত ফলন কম হতে পারে। *কি ভাবে ক্ষতি করে:-* পূর্ণ বয়স্ক পোকা আমের বোটায় ডিম পারে। ডিম থেকে কীড়া বেড় হয়ে আমের সরু প্রান্তে চলে আসে এবং ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে পরে । প্রথমে শাস খায় পরে আটির ভিতরে ঢুকে পরে এবং আটি খায়।আক্রান্ত স্থান প্রথমে গাঢ় বাদামী রংয়ের হয় এবং সাদা ফেনা বেড় হয়। পরবর্তীতে আক্রান্ত স্থান শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। আক্রমনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে আম ফেটে যায় এবং ঝরে পরে। প্রতিকার:- (১) এ পক্ষকালে ঝরে পরা আক্রান্ত কচি ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।
(২) এ পক্ষকালে ১ম সপ্তাহ থেকে শুরু করে ১৫ দিন পর পর কমপক্ষে ২ বার প্রতি লিটার পানির সাথে ২.০ মিলি হারে ফেনিট্রোথিয়ন -৫০ ইসি মিশিয়ে আমে স্প্রে করুন ভাল ফল পাবেন।
(ঙ) হরমোন স্প্রে :- হরমোন স্প্রে করে করলে আমের মুকুল ও কচি আম ঝরে পড়া রক্ষা্ করা যায়।
প্রয়োগের সময়:- আমের মুকুলে গুটি বাঁধার ২

সপ্তাহ পর ২০ পি পি এম মাত্রায় ২৪-ডি স্প্রে করলে ভাল ফল পাবেন। আমের গুটি মসুর দানার মতো হলে ১০ লি: পানিতে ২-৩ মিলি :প্লানোফিক্স স্প্রে করলে ভাল ফল পাবেন। ফল ঝরা বন্ধ হবে।

(খ) আমের প্রধান প্রধান ক্ষতিকারক পোকামাকড় এবং উহার দমন ব্যবস্থা:-

১) *আমের হপার বা শোষক পোকা:-* এ পোকা আমের পাতা ও ফুলের রস শুসে খায়। ফুল ঝরে যায় । এ পোকা আমের সবচেয়ে ক্ষতিকারক পোকা হিসাবে পরিচিত। এর আক্রমনে আমের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ থেকে শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। এ পোকার আক্রমনে পাতা ও ফুলে এক ধরনের কালো ছত্রাক জন্মায়। আপনি গাছের নিচে গেলে যদি টস টস শব্দ শুনতে পান তা' হলে বুঝতে পারবেন আপনার বাগানে হপার পোকার আক্রমন হয়েছে।

প্রতিকার:- * বষা শেষে বছরে একবার আম গাছের অপ্রয়োজনীয় মৃত ও অর্ধমৃত ডাল পালা ছাটাই করুন। ভাল ফল পাবেন।

আম গাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে একবার এবং এর একমাস পর আর একবার প্রতি লিটার পানির সাথে ১.০০ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুশ) ১০ ইসি মিশিয়ে আমগাছের পাতা ,ডাল, কান্ড,এবং মুকুল ভাল করে ভিজিয়ে স্প্রে করলে এ পোকা দমন করা যাবে।

২) আমে উইভিল/ভোমরা পোকা :- এ পোকার আক্রমনে প্রতিবছর যমুনা নদীর পূর্ব পাড়ের সকল জেলায় বীজ থেকে উৎপাদিত গাছের আমে আক্রমন করে থাকে। এ পোকা গাছের বাকল , পরগাছা. এমনকি গাছের নিচে মাটির গর্তে লুকিয়ে থাকে। আম মার্বেল আকৃতির হলে স্ত্রী পোকা মূখের শুরের সাহায্যে আমের চামড়া চিড়ে ডিম পারে। আম বড় হতে থাকে আর ক্ষত চিহ্ন আস্তে আস্তে মুছে যায়।ডিম থেকে কীড়া বেড় হয়ে শাস খেতে থাকে । বাহির থেকে দেখলে আম ভাল মনে হয়। কিন্তু আম কাটলে ভিতরে পোকা পাওয়া যায়। অনেক সময় পোকার সুড়ংগ পাওয়া যায়। সুড়ংগ পথে কীড়ার মল পাওয়া যায়।আক্রান্ত ফল সহজে পঁচে যায়।

প্রতিকার:- এ পোকা এপক্ষকালই দমনের উপযুক্ত সময়। তবে জনুয়ারী মাস থেকে দমনের ব্যবস্থা নিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে গাছের চারদিকে ৪(চার) মিটার ব্যাসার্ধে সকল আগাছা পরিস্কার করতে হবে। মাটি কুপিয়ে উলটিয়ে দিতে হবে। আম সংগ্রহের পর সকল আগাছা পরিস্কার করতে হবে। সাধারনত মার্চ -এপ্রিল মাসে মাটি থেকে পোকা গাছে উঠ শুরু করে। এসময়ে প্রতি লিটার পানিতে ২.০০ মিলি সুমিথিয়ন ৫০ ইসি মিশিয়ে গাছের কান্ড,ডাল, পাতা, ফল ভাল করে ভিজিয়ে ১৫ দিন পর পর একধিক বার স্প্রে করল ভাল ফল পাবেন।

কাঠালের ফুল ও ফল ঝরা প্রতিরোধ

চাষী ভাই অনেকেই খাকসারের সাথে কাঠালের ফুল ও ফল ঝরে পরা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে পতিকার জানানোর জন্য অনুরোধ করেছেন। কাঠাল আমাদের জাতীয় ফল । এতে প্রচুর পরিমানে পুষ্টিগুণ রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় পানি দাড়ায়না এমন উঁচু এবং মাঝারি উঁচু সুনিস্কাশিত উর্বর জমিতে কম বেশী কাঠাল উৎপাদিত হয়। তাই কাঠালের ফুল ও ফল ঝরে পরা বাংলাদেশের সব জেলার সমস্যা । কাঠালের ফুল ও ফল ঝরে পরার কারন এবং এর প্রতিকার নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক) ফুল ও ফল ঝরে পরার কারন এবং এর সমাধান: ১। নতুন গাছে প্রথমে শুধু পুরুষ ফুল আসে। পরে স্ত্রীফুল আসে। স্ত্রী ও পুরুষ ফুলের বয়সের পার্থক্যের কারনে পরাগায়ন হয়না ফলে স্ত্রী মঞ্জুরী পঁচে ঝরে পরে। *সমাধান:-* কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে ফল ধরানো সম্ভব ।স্ত্রী মঞ্জুরী ফোটার সাথে সাথে অন্য গাছের ফুটন্ত পুরুষ ফুল এনে এর পরাগ রেনু নতুন গাছের অথবা যে সকল গাছের ফুল ও ফল ঝরে যায় সেসকল গাছের স্ত্রী ফুলের গর্ভ মুন্ডে মেখে দিলে ভাল ফল পাবেন

২) গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাব থাকলে ফুল ও ফল ঝরে পরে। *সমাধান:-* প্রতি বছর অন্তত ২ কিস্তিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। (ক) প্রথম কিস্তি বর্ষার পরে । অর্থাৎ আশ্বিন মাসে। (খ) দ্বিতীয় কিস্তি ফুল আসার পূর্বে।

৪-৫ বৎসর বয়সী গাছের জন্য প্রতি কিস্তির সারের মাত্রা নিম্নরূপ। (গাছের বয়সের সাথে এ মাত্রা কম বেশী হতে পারে)।

ক) কম্পোস্ট / গোবর -২০ কেজি।
খ) ইউরিয়া -২৫০ গ্রাম।
গ) টিএসপি -৩৫০ "।
ঘ) এম ও পি - ২৫০ "
ঙ) এ্যালোমিনিয়াম সালফেট - ৫০০ "।

গাছের গোড়া থেকে ১.৫০ থেকে ২.০০ মিটার দূর থেকে ভাদ্র মাসের দুপুর বেলা যতটুকু জমিতে গাছের ছায়া পড়ে ততটুকু জমি কুপিয়ে উপরোক্ত সার ভাল করে মাটিতে মিশিয়ে দিবেন। এরপর সেচ দিবেন।

৩) মাটিতে রসের অভাব হলে ফুল ও ফল ঝরে পরে। *সমাধান:-* গাছের গোড়ার ১:০০ মিটার দূরে চারদিকে বৃত্তাকারে নালা কটে নালায় সেচ দিন। ৪) গাছের গোড়া থেকে মাটি সরে গিয়ে শিকড় বেড় হলে ফুল ও ফল ঝরে পরে। *সমাধান:-* বর্ষার শেষে গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে শিকড় ঢেকে দিন। ৫) কাঠলের মুচি পঁচা রোগ:– কাঠালের কচি ফল ঝরে পরার অন্যতম কারণ হচ্ছে মুচি পঁচা রোগ। এটি একটি ছত্রাক রোগ। এ রোগ বাতসের মাধ্যমে দ্রুত বিস্তার করে। *সমাধান:–* আক্রান্ত মুচি/ কচি ফল আগুণে পুরে ফেলতে হবে/ মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। এছাড়া ৪৫ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ ছত্রাক নাশক ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে মুকুল বের হওয়ার সাথে সাথে ১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করে ভিজিয়ে দিলে এরোগ হবেনা । ফল পচা রোগ প্রতিরোধ হবে।

৬) মাজরা পোকার আক্রমনে ফল ঝরে পরে:- পূর্ণ বয়স্ক মাজরা পোকা কচি ফুল ও ফলে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে লার্ভা ফুটে ফুল ও ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে খেয়ে নষ্ট করে । আক্রান্ত স্থানে পানি / কুয়াশা ঢুকে পচন ধরে এবং ফল ঝরে

পরে।*সমাধান:-* পূর্ণ বয়স্ক মাজরা পোকা গাছে উড়তে দেখলে বুঝতে হবে

মাজরা পোকার আক্রমন হচ্ছে। কচি ফল যাচাই করে দেখতে হবে পোকায় কোন গর্ত করেছে কি না। গর্তে সরু কাঠি ডুকিয়ে পোকা মেরে ফেলতে হবে।অথবা ৩৫ মিলি

ডায়াজিনন -৬০ ইসি ১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে ফল ঝরে পরা বন্ধ হবে।

কাঠাল গাছে পুরুষ ও স্ত্রীফুল একই গাছে একত্রে থাকে । কাঠাল ফুলে কোন পাঁপড়ি নাই। ইহা একটি যৌগিক ফুল । কাঠালের গায়ে কাঁটার সংখ্যা যত ফুলের সংখ্যা ও তত । পুরুষ ফুল পঁচে ঝরে যায়। স্ত্রী মঞ্জুরীটি কাঠালে পরিনত হয়।

(মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান)
সেক্রেটারী জিরা"য়াত
আ:মু:জা: বাংলাদেশ।
মোবাইল:-০১৯১৩৫২০৬৭২, ০১৭১৬২৮১২৭১